রুক্মাঙ্গদ রাজার হরিবাসর।

(পৌরাণিক নাটক)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সরযূ পুলিন।

রুক্মাঙ্গদ, সন্ধ্যাবতী, ধর্ম্মাঙ্গদ, বশিষ্ঠ, বিদূষক, করুণা, মন্ত্রী ও বৈষ্ণবগণ আসীন।

সঙ্কীর্ত্তন

রসময় রসনা রে গা'রে গা'রে মধুর হরিনাম।
নামে রসে সুধা নাশে ক্ষুধা পূরে মনস্কাম,
(সুধার তুলনা কভু হয় না, নাম-সুধা শমন-দমন জ্বালাবারণ)॥
তোর হ'য়েছে ব্যাধি, হরিনাম মহৌষধি,
ভক্তি-গঙ্গাজলে পিও রে—
ডাক উচ্চৈঃস্বরে, ব্যাধির মুক্তি তরে,
(ও সেই বিশ্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুনাম, নামের
গুণে তোর ব্যাধির হবে আরাম)
বল হরিবোল হরিবোল অবিরাম ॥

বশিষ্ঠ। বৎস রুক্মাঙ্গদ! তোমার ধর্ম্ম-বল ও কর্ম্ম-কৌশল চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকুক্। ভগবানের ইচ্ছায় তোমার হরি-বাসর ব্রতের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে সংগৃহীত হ'য়েছে। শুদ্ধমতি বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুপ্রিয় বৈষ্ণববর্গ ও অন্যান্য সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণগণ সকলই তোমার ভক্তিপাশে আবদ্ধ হ'য়ে এই সরযূতটে সমবেত হ'য়েছেন। এক্ষণে তোমার মঙ্গলময় যজ্ঞপূর্ণ হ'লেই আমিও আমার কর্ত্তব্য-কার্য্য-বন্ধন হ'তে উন্মুক্ত হ'ই।

রুক্মাঙ্গদ। ভগবন্! আপনি যার উপদেষ্টা, রক্ষাকর্ত্তা ও পৌরহিত্যে ব্রতী, সেই ভাগ্যবানের কোন্ কার্য্য সম্পাদনের অনিশ্চয়তা আছে বলুন? সূর্য্যবংশের আপনিই যে একমাত্র গৌরব-পথ।

বশিষ্ঠ। অযোধ্যাভূমি তোমাদের ন্যায় সৎপুত্রের প্রসূ ব'লেই পুণ্য-ভূমি এবং তোমাদের ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত শিষ্যপ্রাপ্তিই বশিষ্ঠের একমাত্র স্পর্দ্ধা।

বিদূষক। (স্বগত) কি সব আপ্তগরজে লোক বাবা! উনি ব'ল্‌ছেন, আপনি বড় আর উনি ব'ল্‌ছেন আপনি বড়! আর আমি বেটা যে বামুনের ছেলে—সাত সমুদ্রের জল খেয়ে—নৌকা চেপে—লগি ঠেলে—নিঃস্বার্থ প্রেমের তরী বেয়ে নিয়ে—মহারাজের বন্ধু হ'লাম, বলি বাবা, আমি কি একটাও হেন তেন কেষ্ট কেষ্টা যা হয় তা হয় কেউ কি হ'লাম না? (প্রকাশ্যে) ঠাকুর! তবে নমস্কার—এখন আসি। (গমনোদ্যত)

রুক্মাঙ্গদ। বিদূষক!

বিদূষক। আজ্ঞা করুন। (স্বগত) আঃ, কি মহাবিপদেই পড়া গেছে বাবা! যাবার সময় আবার পিছন হ'তে ডাক্। কোথাও হোঁচোট্ খেয়ে প'ড়ে মর্তে হবে আর কি! একে শতগ্রন্থিযুক্ত বিনামা, নদীপথ পিচ্ছিল, তাতে দ্রুত পদ-বিক্ষেপণ; রক্তারক্তি না ক'রে ত আর মহারাজ ছাড়্বেন না।

রুক্মাঙ্গদ। বিদূষক! রাজাজ্ঞালঙ্ঘনকারীর দণ্ড কি, বোধ হয় অবগত আছ?

বিদূষক। তা বিলক্ষণ অবগত আছি মহারাজ! খাবারের গারদে দ্বাদশবর্ষ অজ্ঞাত বাস, অথবা রসগোল্লার রসে নাকানি-চোকানি এ হ'লেও হ'তে পারে। (হাস্য)।

রুক্মাঙ্গদ। পরিহাস ভিন্ন কি থাকৃতে পার না! ছিঃ, ও সব ছেড়ে দাও।

বিদূষক। প্রস্তুত, ছেড়ে দাও কেন, দিলাম! কিন্তু বাবা, আপনি আগে হরিনামটা ছেড়ে দিন্ দেখি! হাঁ, তা হ'লে বুঝ্ব, ছেলে বটে। কি ঠাকুর! তোমার তাতে মত কি, বল? হুঁ, সেটী হবে না।

রুক্মাঙ্গদ। বিদূষক! সাবধান, বাক্‌চাতুর্য্যের অনেক স্থল আছে।

বিদূষক। আজ্ঞে তা ত আছে, কিন্তু এও যে একটা প্রধান স্থল। এ হেন স্বচ্ছ শুভ্র সরযূর সৈকত, দিব্য ফুরফুরে দখিণে হাওয়া, কলনাদী পক্ষীর শ্রুতিমধুর তালমান-লয়-সংযুক্ত

সঙ্গীত, বাবা, এসব দেখ্‌লে আর শুন্‌লে আপনা হ'তে যে কবির কাব্যরস উথ্‌লে উঠে, বিরহীর শুক্‌না প্রেমের গাছে আপনা হ'তে যে ডালপালা গজিয়ে পড়ে চাঁদ! এ যে রাজার হুকুম মানে না, দোহাই মহারাজ!

মন্ত্রী। রক্ষা কর বিদূষক! এখন বক্তৃতার অবতরণিকা রাখ, দিন যে যায়।

বিদূষক। মন্ত্রি মহাশয়! কথাটা ত ব'ল্লেন ভাল, কিন্তু যদি কথাটা কিছু সম্‌ঝাতে পার্‌তেন মণি, তা হ'লে আরও বড় মিঠে-কড়া লাগ্‌ত বাবা। দিন যায় দিন আসে, কিন্তু যেটি যায়, সেটি আর আসে না; কিম্বা আস্‌লেও তেমনটি আর হয় না। বড় মূল্যবান কথা—

বশিষ্ঠ। মহারাজ! বিদূষকের ত দিব্য জ্ঞান আছে; আমি মনে ক'রেছিলাম যে, এ ব্রাহ্মণ কর্ম্মকাণ্ড-বিবর্জ্জিত—কেবল বচনপ্রিয়।

বিদূষক। গুরুদেবের তীক্ষ্ণদৃষ্টিটা বড়ই প্রখরা দেখ্‌ছি যে বাপ! ঐ কথাই বটে। আমাদের পাড়ার পরম জ্যোতির্ব্বেত্তা শ্রীযুক্ত সদয় আচার্য্য মহাশয় ব'ল্‌তেন, এ ছোঁড়াটার সব দেখ্‌ছি ভাল, কেবল বিদ্যের রেখাটাই ফাঁক। যদি ছেলে লেখাপড়া শিখে, তা হ'লে একজন কবিশ্রেষ্ঠ হ'তে পারবে। তা বাবা, শোন আমার বিদ্যে উপার্জ্জনের কথা—আমাকে বাপ মা আমার পাঁচ বৎসরের সময় হাতে খড়ি দিতেই প্রথম গুরু দর্শনেই আমি এক দিক্‌বিজয়ী পণ্ডিত হ'য়ে পড়্‌লাম।

একদিন বটবৃক্ষের প্রাচীন শাখায় উপবেশন ক'রে আছি, এ হেন সময় আমার গুরুদেব বটতলা দিয়ে যাচ্ছিলেন,পাছে গুরু-মহাশয় আমার ভক্তিভরে আমায় বিদ্যাভ্যাসের জন্য আহ্বান করেন, তজ্জন্য আগে থেকেই শ্রদ্ধা-পুরঃসর গুরুদেবের চুলশূন্য মস্তকোপরি প্রস্রাবের ধারা বর্ষণ ক'র্‌তে লাগ্‌লাম। শিক্ষক মহাশয় একটু আধটু গাঁজা পান ক'র্‌তেন, তিনিও তখন গাঁজার টানে বুদ্‌ হ'য়ে আস্‌ছিলেন, সহসা সুবাসিত বারিবর্ষণে তাঁর হৃদয় পুলকিত হ'য়ে প'ড়্‌ল। যেহেতু তিনি বুদ্ধিমান্, মনে মনে ক'র্‌লেন যে, বুঝি দিক্‌বালারা আমার প্রতি প্রসন্না হ'য়ে আমায় বিয়ে ক'র্‌বার জন্য মাঙ্গলিক জল বর্ষণ ক'র্‌ছে। যেমন আরক্ত-জবা-নেত্রে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি ক'র্‌বেন, অম্‌নি দেখ্‌লেন, আমা হেন বিরাট নরক-মূর্ত্তি। তিনি একে-বারে অবাক্, আর আমিও একেবারেই আড়ষ্ট। তাঁর সুখের হাট সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গিয়ে একবারেই বোবা, আর আমারও গুরুভক্তির বেজায় ঠেলায় এইরূপ বিত্তের বজ্‌রা লাভ বাবা!

রুক্মাঙ্গদ। চুপ কর বিদূষক। প্রভো! এক্ষণে ব্রতানুষ্ঠানের অবশিষ্ট কি, আজ্ঞা করুন?

বশিষ্ঠ। অনুষ্ঠানের ত্রুটী আর কিছুই নাই। এখন একাসনে সস্ত্রীক উপবেশন ক'রে ব্রতী হ'লেই হয়। ভক্তারাধ্য ভগবান, এ আমার কথা নয়—ভগবদুক্তি। ভক্তিমান্ রুক্মাঙ্গদ! ভয় কি? তোমার পার্থিব জীবনে অপার্থিব বস্তু নারায়ণ-

প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। আমি ব'লছি, তোমার এই হরিবাসর-ব্রত পূর্ণ হ'লেই পতিতপাবন হরিকে সাধের বৈকুণ্ঠপুরী পরিত্যাগ ক'রে, এই অযোধ্যা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'তেই হবে।

গীত।

ব্রতে ব্রতী হও ভূপতি হেরি শ্রীপতিরে।
যাবে হে জানা, আছে কি না করুণা কিঙ্করে।
যে জ্বালা দিয়েছেন তিনি আশীলক্ষ বারে,
আজ সে জ্বালার পিণ্ডদান আমি দিব গদাধরে॥
ডাকি যে সেধে সুধাব কেঁদে, ভক্তি-পুষ্প ধ'রে।
তরিব কি না তরিব হরি বল না আমারে,
যাবে কি এ ভাবে দিন কালস্রোত-নীরে,
তৃণের সম বেড়াব ভেসে অকূল পাথারে॥

মন্ত্রী। মহর্ষি! তবে কি সত্যসত্যই আমাদের সে দিন উপস্থিত হবে?

বশিষ্ঠ। হবে বৈকি, তবে—

রুক্মাঙ্গদ। গুরুদেব। তবে ব'লে যে নিস্তব্ধ হ'লেন?

বশিষ্ঠ। মহারাজ! তুমি যে কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছ, সে দুরূহ কার্য্য পূর্ণ ক'রতে বহু বিঘ্ন-বিপত্তি তার প্রতিদ্বন্দ্বী; তাই ব'লছিলাম বৎস!

মন্ত্রী। তাতে আর বিপদ্ বাধা কি? দুর্বৃত্ত রাক্ষসগণ উপদ্রব ক'রতে পারে বটে, কিন্তু তা নিবারণের উপায় ত সঙ্গে সঙ্গেই করা হ'য়েছে। অসংখ্য অক্ষৌহিণী সেনা ব্রতস্থল-পরিখা-

রূপে পরিবেষ্টন ক'রে থাকবে; তবে প্রভুর আশঙ্কার কারণ যে কি, তা ব'লতে পারি না।

বিদূষক। ওগো মন্ত্রি মশায়, সে ত হ'ল পরের কথা এবং পরের ভরসা। তবে ব'লতে পারেন, যখন স্বয়ং ভবদেব শর্ম্মা মহারাজের খাদ্যালয়ে সৈন্যাধ্যক্ষরূপে বিরাজ ক'রছেন, তখন কা চিন্তা মরণে রণে।

বশিষ্ঠ। কথা বটে। পেটুক ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ হস্তের সহিত দন্ত-যুদ্ধটাই ভাল বোঝ, কিন্তু রণ-প্রসঙ্গে শারীরিক তেজস্বিতা যে কত দূর আবশ্যক, তা ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্যে আর বুঝবে কি?

বিদূষক। বোঝে না ত আমি বুঝলাম কিরূপে? মনে করেছেন বুঝি, গরম গরম মসলা-যুক্ত সুমিষ্ট খাদ্য হজমের কোনও ফল নাই।

তবে আয় দুরাত্মন! পাপিষ্ঠ বর্ব্বর।
কত শক্তি আছে মোর দেখাব এবার।

বশিষ্ঠ। হাঃ হাঃ, যথেষ্ট হ'য়েছে বিদূষক! তোমার ন্যায় মহারথী যখন মহারাজের পৃষ্ঠ-পোষক, তখন আমার সে চিন্তা করাই অতীব অন্যায় হ'য়েছে।

বিদূষক। হাঁ—তবে বল, আর কোন চিন্তা নাই?

বশিষ্ঠ। তা নিশ্চয়, তবে তোমাদের মহারাজ এখন কি বলেন শুনি।

রুক্মাঙ্গদ। প্রভু! বিদূষকের কথা আপনি পরিহার করুন; হাস্য-রসের স্বরূপরূপ পেটুক বিদূষক, সর্ব্বদাই কৌতুকে মত্ত, প্রভুর অবিদিত কি বলুন?

বশিষ্ঠ। বৎস! তা আমি জানি, সেই জন্যই তোমার বিদূষকের সহিত আমি রহস্য ক'র্‌ছিলাম। এক্ষণে আর আমার কোন বক্তব্য নাই, তবে এই হরিবাসর-ব্রতের বহু বিরুদ্ধাচারী থাক্‌লেও ইন্দ্রকেই আমার বিশেষ আশঙ্কা হয়; কেন না, ইন্দ্র পরসুখদ্বেষী স্বার্থপর। ইন্দ্রত্ব নষ্টের ভয়েই ইন্দ্র সর্ব্বদা ব্যস্ত।

রুক্মাঙ্গদ। গুরুদেব! আমার কামনা আর্থিক নয়, বিষয়-সম্পত্তি বর্দ্ধনের নিমিত্ত এই হরিবাসর-ব্রতের অনুষ্ঠান করি নাই। ইন্দ্রদেব! সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ পরম দেবতা, তুমি ভগবানের অঙ্গ-স্বরূপ, তোমার উপর ভগবানের অনুগ্রহ অতুল। তুমিই রুক্মাঙ্গদের হৃদয় দেখ, হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত ক'র্‌লাম দেখ, সূক্ষ্মদৃষ্টি সংযত ক'রে দেখ, রুক্মাঙ্গদ পার্থিব ধনের কাঙাল নয়, তোমার কামনাময় স্বর্গ আমি চাই না, তোমার উত্থান-পতনশীল ইন্দ্রত্ব তোমারই থাকুক্। দেখ, আমার হৃদয় কি চায়! তোমার স্বর্গ আমি লব কেন? তোমার স্বর্গে যে তা নাই! সে যে স্বর্গের দুর্লভ, দেবের দুর্লভ, পরম নিধি, পরম পদার্থ।

বশিষ্ঠ। পাষাণে বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ ইন্দ্র হৃদয়ে এ রোদনের আঘাত কিছুতেই লাগ্‌বে না; তবে কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি, তোমার এই সরল হৃদয়ের প্রতিধ্বনি বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীহরির পাদপদ্মে ধ্বনিত হ'ক্। যে রাজ্যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, বৈষম্যের সাম্য আছে, পুণ্যের পুরস্কার আছে সেইখানে তোমার পবিত্র উচ্চ মনের

বিশ্রামের স্থান হ'ক্। এস বৎস! এবার তোমায় সম্বাৎসরিক হরিবাসর ব্রতে ব্রতী করি। তোমরা সস্ত্রীক একাসনে উত্তরাস্য হ'য়ে উপবেশন কর। এই সাত্ত্বিক হরিবাসর-ব্রতে অন্য কোন দ্রব্যেরই আয়োজনের প্রয়োজন নাই, কেবল সুবিমল পুষ্পের ন্যায় আপনার অপরিচ্ছন্ন মনকে বিশুদ্ধ কর, চিত্তানন্দই নিত্যানন্দ প্রাপ্তির একমাত্র হেতু।

রুক্মাঙ্গদ। প্রভু! সত্যই ব'লেছেন যে, মনের বিশুদ্ধতাই মুক্তি-মার্গের সোপান। এই মন বিষয়ের ঘোর আবিলসাগরে প'ড়ে নিয়ত গরলরাশি উত্থিত করে, আবার এই মনই বৈরাগ্য-মন্থন-দণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে নিষ্কাম-মুক্তি পরম-ধন লাভ ক'রে থাকে।

বিদূষক। মনের এই একটা কেমন বদ আক্কেল বাবা। মন সকাল বেলা উঠ্‌ল, অম্‌নি খাই খাই ক'র্‌তে লাগ্‌ল। তাই নয় ছাই পাঁশ যা পেলে খেলে, না আবার অম্‌নি হামা-গুড়ি দিয়ে ছেলেদের মিষ্টি আমসত্বের মত মুখখানি দেখ্‌তে দৌড়ল। তাই নয় পোড়া মুখ দেখ্‌লে, না আবার অম্‌নি দু' ঠ্যাং খাড়া ক'রে প্রাণে একটু আরাম নেবার জন্য জল-জ্যান্ত আগুনের উপর পা বাড়ালে, তাই কি ছাই কাণ্ডজ্ঞান আছে? উহু, জ্বালা, ঘুঁটকে গন্ধ, মর্, ম'রেছিস্ না ম'র্‌তে আছিস্, পেছিয়ে পড়, যদি রেহাই পাস। "আমার আমার" কেমন ছোঁয়াচে রোগ, সর্ব্বগ্রাসী ক'রে ব'সেছে—হুঁশ নাই, দাঁড়িয়ে আধপোড়া হ'ল, খাঁটি ষোল আনা পুড়ে ভুঁষ হ'য়ে

গেল, তবু ছাই আমার আমার করা ঘুচ্‌লো না, আর ঘুচ্‌বেও না। আমিও ত দেখ্‌ছি, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, মশায় এ বাড়ীটী কার? অমনি পোড়া মুখ হ'তে বেরল, আমার। মশায়, পুত্রটী কার? আমার! এ কন্যাটী কার? আমার। এ বৃক্ষটী কার? আমার। সংসার কার? আমার। মর্, সব যদি তোমার, তবে তোমার এত লেটা কেন? তুমি কেন মোণ্ডার বদলে মুড়ি চিবিয়ে মর। তাতে কেন ছাই একটা ধেনো লঙ্কা জোটে না বাবা! দোষ এ সব কারুই নয়, সব মনের। ধন্যি বাবা মনের গড়ন। যে বেটা স্যাকরা বা কামারে গ'ড়েছিল, সে বেটাকে আমি প্রতিদিন নমস্কার না ক'রে আর জলস্পর্শ করি না। যা হ'ক্ বাবা, আমি একেবারেই অবাক্!

সন্ধ্যাবতী। ঠাকুর! এই সরযূ-কূলে এসে আমার সকল আশাই মিটে গেছে। মনে হ'চ্ছে, এইখানে কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে মা সরযূর বাহ্য শোভা দিন রাত্রিই দেখি। আহা! কল-নাদিনী মায়ের কোল কি এতই শান্তিমাখা! ঠাকুর! আমা-দের হরিবাসর-ব্রত পূর্ণ ক'রে দিন। সংসারের যে অবস্থা হ'ক্, আর সরযূর কূল হ'তে যাব না, আর রাজপুরীর কর্কশ কঠোরতাময় স্বর শুনতে বিন্দুমাত্র সাধ নাই।

রুক্মাঙ্গদ। আশীর্ব্বাদ করুন, এইস্থানেই যেন আমাদের অস্তিমের বিশ্রামের স্থান হয়। মন্ত্রিবর, আর আপনিই বা আমার

মন্ত্রী কিসের? খুল্লতাত, পিতার ভ্রাতা; পিতা আপনাকে সহোদর অপেক্ষা অধিক স্নেহ ক'রতেন; একত্রে শয়ন, একত্রে উপবেশন, এরূপ সখ্য তাঁর আর অন্তের সহিত হ'য়েছিল কি না সন্দেহ। পিতা অধমকে অকালে পরিত্যাগ ক'রে স্বর্গগত হ'লেন, আপনি সেই পিতৃস্থান অধিকার ক'রে, অপত্যস্নেহ বিস্তার ক'রতে ত্রুটী করেন নাই। আপনার স্বর্গীয়, পবিত্র দয়ায় সংসার ব'লে চিন্‌তে পেরেছি, রাজ্যবাসে অনৈসর্গিক সৎপথের পথিক হ'তে ব'সেছি, তখন আপনি মন্ত্রী কিসের? শাস্ত্রমতে আপনি আমার এক পিতা, পূজনীয় পিতৃদেব! সন্ধ্যাবতী আপনার পুত্রবধূ। আমি সন্ধ্যাবতীর মন্তব্যের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। আমার হরিবাসর-ব্রত পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই সংক্ষেপতঃ দুই একটী কথা ব'ল্‌ব। প্রথম কথা এই যে, আপনি আমার ধর্ম্মাঙ্গদকে ল'য়ে অযোধ্যার সিংহাসনে উপবেশন করান। দ্বিতীয় কথা, আপনার কন্যা আমার প্রিয়তমা ভগিনী করুণা, এই স্নেহপ্রতিমা সুকুমার লোক-ললাম লতিকাকে কোন সৎপাত্রে অর্পণ করুন। তারপর তৃতীয় কথা, আপনার অন্তিমের কাজ। যে স্নেহবশে আপনি এতদিন হতভাগ্যকে গৃহাশ্রমে, সংগ্রামে, রক্ষা ক'রে এসেছিলেন, শেষে সেই স্নেহ, সেই অকৃত্রিম ভালবাসা, অনুগ্রহ যেন অধমের সহিত মিলিত হয়। উভয়ে এই সরযূ-পুলিনে ভগবচ্চিন্তায় কালাতিপাত ক'র্‌ব।

মন্ত্রী। (স্বগত) অন্তরের কথা কে যেন অন্তর হ'তে বাহির ক'রে দিলে। ভগবন্! এ দরিদ্রের সহায় হোন্। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আমারও একান্তবাসনা তাই। আপনি কার্য্যে ব্রতী হোন্, আপনার ব্রতপূর্ণ হ'লেই আপনার কথিত বাক্য কার্য্যে পরিণত ক'র্‌ব।

বিদূষক। পাঁচ জনে মিলে আমার পরকালটী খেলে আর কি? (স্বগত) কথাটা সত্যই ব'লেছি, একটী বর্ণও ভুল নাই। দু'চারটা ফষ্টিনষ্টি ক'রে মহারাজের কৃপায় উদরের চিন্তাটা ত একেবারেই রেহাই দিয়াছিলাম। দিব্য রাইধোপানীর প্রেমে ম'জে চরিত্রটা নিখুত ক'রে ভগবানের নাম ক'রে বড় সুখেই দিন কাটছিল। এখন দেখ্‌ছি, মহা বেগতিক। এবার হতভাগা বামুনের দশা যে কি হবে, তা ব'ল্‌তে পারি না। দেখি, ভগবান্ আবার কোন পথে চালান। হরি, হরি, হরি, দিন দাও ঠাকুর।

বশিষ্ঠ। কি বিদূষক! কি চিন্তা ক'র্‌ছ?

বিদূষক। পরে ব'ল্‌ব, এখন ঢেউয়ের পর ঢেউ। বড়ই চিন্তা, উগ্‌রাতে পার্‌ছি না বাবা।

বশিষ্ঠ। মহারাজ! আর কালবিলম্বের কোন প্রয়োজন নাই, দিবাভাগ মোটে আটাশ দণ্ড, তার প্রায় ১৮ দণ্ড গত, সূর্য্য, মীন রাশিতে উপস্থিত।

রুক্মাঙ্গদ। আজ্ঞে না, আমি প্রস্তুত আছি। এস রাজ্ঞি! এস সাবিত্রি! কায়মনে শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম শরণ ক'রে ব্রত-

কার্য্যে ব্রতী হই এস। হে বিষ্ণুপ্রিয় বৈষ্ণব-বর্গ! আপনারা যে যেখানে আছেন, সকলেই শ্রীহরির নাম-সংকীর্ত্তনে প্রমত্ত হ'ন্। বৎস ধর্ম্মাঙ্গদ! তুমি নিকটস্থ নারায়ণ-মন্দির হ'তে আমাদের চিরাভীষ্ট শালগ্রাম হিরণ্যগর্ভ প্রভুকে আনয়ন কর। শোভার প্রতিচ্ছায়া ভগিনী করুণা! তুমি দিদি স্বর্ণ-ভৃঙ্গারে বারিপূর্ণ করে স্বয়ং ধারা-বর্ষণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে অগ্রগামিনী হ'য়ে এস। আজ আমাদের সূর্য্যবংশের পরম আনন্দের দিন।

ধর্ম্মাঙ্গদ } যে আজ্ঞে। [উভয়ের প্রস্থান।
করুণা }

বিদূষক। (স্বগত) ঘৃতকুম্ভ-সমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্— ঘৃত আর বহ্নি বাবা রাখিবে না একস্থান। মহারাজ! এ কাজটা বড় ভাল ক'র্‌লেন না। আগেই ত ব'লেছি বাবা, মনের গড়ন বড় ভীষণ। দেখাই যাক, মুখ্যু সুখ্যুর অনুমান কতদূর গড়ায়। (প্রকাশ্যে) গা রে গা বাবা, এখন তোরা দু একটা রসভাষার গান গা।

রুক্মাঙ্গদ। প্রভো! যদি পূজার আয়োজনের কোন অঙ্গ অবিশিষ্ট থাকে, তা হ'লে বলুন।

বশিষ্ঠ। না বৎস! কুমার নারায়ণ আন্‌তে গেছেন, আপনারা ততক্ষণ পদ্মনাভ পুরুষোত্তম শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করুন।

রুক্মাঙ্গদ। যে আজ্ঞে।

বশিষ্ঠ। মহারাজ! একবার চক্ষু মুদ্রিত করুন। জ্ঞাননেত্রে একবার দেখুন, সেই নূপুর-সংযত স্থির-কনকবিজলী-বিজড়িত

কোমল চরণ। আর বলুন, আরে প্রমত্ত মন-মধুপ! প্রভুর পাদপদ্মমধুপানে মত্ত হও। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। এক্ষণে ব্রতস্থলে উপবেশন ক'র্‌বেন চলুন। মন্ত্রিমহাশয়! কুমার শালগ্রাম ল'য়ে কতদূরে আস্‌ছেন, আপনি অগ্রসর হ'য়ে দেখুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিষ্ণুর মন্দির।

ভৃঙ্গার হস্তে করুণা ও নারায়ণ হস্তে ধর্ম্মাঙ্গদের প্রবেশ।

ধর্ম্মাঙ্গদ। এত ধীর পদ সঞ্চারণ কেন রে করুণে!
সময়বিলম্বে পিতা রোষিবেন মনে,
কর দ্রুত পদবিক্ষেপণ।

করুণা। হে কুমার! দুষিও না মোরে অকারণ,
কে আসি দুর্জ্জন, সতত নয়ন—
পিছে আকর্ষণ করে মোরে,
তাই চাই ফিরে—হেরি তার মুখ।

ধর্ম্মাঙ্গদ। অদ্ভুত স্বপন, কেবা সেই দুরাচার?

করুণা। সুখ-দুঃখ তারি করে হেরি করুণার।
কোন্ মহামন্ত্রে গঠিলা তাহারে বিধি,
কোন্ মায়া জানে মায়াধর;
বধে নারী হে কুমার, সেই মন্ত্রবাণে।
ধর্ম্মাঙ্গদ। দেখা যাবে পরে, চ'লে চল, চ'লে চল।
করুণা। হে কুমার, এ কি অলক্ষণ।
অবশ চরণ পুনঃ দ ভূমি না চায় চলিতে।
ধর্ম্মাঙ্গদ। অলক্ষিতে কোন্ বায়ুবেশধারী নিরাকার,
আরে দুরাচার!
নশ্বর কলিকা স্নেহের বালিকা সারল্যের মূর্ত্তি-করুণায়
ফেলি যাতনায় পাস্ প্রীতি?
ধিক্ ধিক্ নিরমম, কঠিন নিঠুর!
করুণা। না কুমার, ব'ল না নিঠুর তারে;
সে হৃদয় পবিত্র কুসুমে গড়া,
ঢালা তার হৃদে সুধা-পরিমল,
অখল সরল সে যে স্বভাব-সুন্দর,
অনিন্দ্য অমরমূর্ত্তি চির-সাথী মোর।
খেলেছি শৈশব হ'তে দু'টী ফুলসম—
একবৃন্তে, কিম্বা রসালে লতিকা মিশে যথা;
করে খেলা পবন-হিল্লোলে একপ্রাণে, সেই প্রাণে—
তার সনে শুন হে কুমার!
করুণার সম্বন্ধের কথা!

এঁকেছি শৈশব হ'তে তার চারু ছবি,
হৃদয়-দর্পণে ; নাহি ভাবি মনে
স্বার্থের কারণে, সে হ'বে কেমন!
সে হ'ক যেমন, ক্ষতি নাহি তায়।
প্রাণ সদা চায় প্রাণে ভালবেসে,
তাই হৃদিবাসে আঁকি সে মাণিক,
দেয় প্রীতি এত প্রাণাধিক!

ধর্ম্মাঙ্গদ। (স্বগত) আরে মন! এত উচাটন কেন হ'লি তুই ?
কোন্ নিধি লভিতে, এতই সাধ ক'রেছিস্ মনে ?
আরে মন!
মাঝে মাঝে কেন তুই দেখিস্ স্বপন ?
সে ধন যে কবি-কল্পনায়ও নহে পাইবার।
(প্রকাশ্যে) করুণা স'রে যাও দেবি!
চল, শীঘ্র করি পিতার সমীপে।

করুণা। হে কুমার, আর কেন তার কথা
না সুধালে তুমি।

ধর্ম্মাঙ্গদ। না না, শুনে কাজ নাই,
করুণা রে! চ'লে চল।
(স্বগত) এই ছবি কত দিন এসেছে হৃদয়ে,
কত ক'রে সাধিয়াছি মধুর বচনে,
স'রে গেছে ভালবেসে সম্পর্কের রাখি অন্তরাল
কিন্তু আজ সরে না হৃদয় হ'তে।

ছবি কতই নূতন, কতই সুধায় গড়া, কতই সরল।
(প্রকাশ্যে) না করুণা, কতই বিলম্ব হ'ল?
(স্বগত) বুঝিতে পারিল কি বালা?

করুণা। কঠিন নিঠুর যারে বলিলে কুমার!
সেই সে কঠিন বটে,
না, না, চল হে কুমার!
এ কি নিস্পন্দ নিশ্চল কেন?
(স্বগত) তুমিও কি বাঁধা মন্মথের চাপে?
হবে কি এমন দিন, চাবে ধর্ম্ম প্রীতির আবেশে—
অভাগিনী করুণায়?
নাথ! প্রাণেশ্বর! ধর্ম্মাঙ্গদ!
চির আশা,—আশৈশব আশা,
চিরদিন যাচে কাঙ্গালিনী,
চায় দীনা প্রেমের কণিকা।
যবে হাসি হাসি আসি করুণারে,
দুটী হাত নিতে হাতে ধ'রে,
বলিতে হে শশীমুখ!
চল খেলিবারে করুণারে—
ধীরে ধীরে সরযূর তীরে।
যাইতাম ফুল্লমনে, মনে মনে কত আশা করি।
মনে মনে রহিত হে তাহা, গুরু-গঞ্জনার ভয়ে,
বুকের কাহিনী, না আসিত মুখের বাহিরে।

আজ কহি, না না মনোমাঝে কি আগুন
রেখেছ কুমার, বুঝিব কেমনে!
দাও জগদীশ! বালিকায় অসীম যাতনা।

ধর্ম্মাঙ্গদ। করুণা!

করুণা। ধর্ম্ম!

ধর্ম্মাঙ্গদ। করুণা!

করুণা। ধর্ম্ম।

ধর্ম্মাঙ্গদ। সাক্ষী করি কহ অকপটে,দোষ মোর লবে না করুণা!

করুণা। কহ ধর্ম্ম! দোষগুণ তব,
করুণার কাছে কবে হ'য়েছে বিচার!

ধর্ম্মাঙ্গদ। তবে কহ বিধুমুখি!—না না না—করুণা।

করুণা। না না কহ বিধুমুখি! শুনি বিধুমুখে—
করুণার জীবনের হ'ক পূর্ণ ব্রত।

ধর্ম্মাঙ্গদ। করুণা! তবে সত্য ক'রে বল দেখি, আমরা কেন দ্রুতপদে যেতে পাচ্ছি না?

করুণা। (নিরুত্তর)।

ধর্ম্মাঙ্গদ। কোন্ নির্ম্মম তোমায় আকর্ষণ ক'রে, তোমার গতি রোধ ক'রছিল করুণা?

করুণা। জানি না (স্বগত) তুমি।

ধর্ম্মাঙ্গদ। তবে যে তুমি মিথ্যা কথা জান না করুণা!

করুণা। ধর্ম্ম! আমায় ক্ষমা কর।

ধর্ম্মাঙ্গদ। করুণা, করুণা, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

করুণা। কেন প্রিয়তম ?

ধর্ম্মাঙ্গদ। শুন প্রিয়তমে! নিতান্ত নির্ব্বোধ আমি মন্মথের দাস।

করুণা। কোন্ মুখে, কোন্ কালামুখে না বলিব আমি,
অধিনীও মদনের দাসী,—
না না আজ নয় মদনের দাসী,
কিন্তু ভালবাসি চিরকাল।
বসায়ে রেখেছি তোমা, চিরদিন হৃদি-সিংহাসনে,
প্রতিদিন সংগোপনে পূজি তোমা দেব!
দেবভাবে তব পবিত্র মূরতি।
তুমি মোর আরাধ্য-দেবতা অন্তরে অন্তরে।
ধর্ম্ম! তুমি মোর শৈশবের সাথী ছিলে,
যৌবনের সাথী হও, কর মোরে জীবন-সঙ্গিনী।

ধর্ম্মাঙ্গদ। প্রাণাধিকে! কহি তবে মনোকথা মম।
সম্পর্কে হও লো তুমি পিতার ভগিনী
তাই আমি থাকিতাম গুমটে গুমটে,
কিন্তু দেখ রে করুণা!
কত ভালবাসা মোর,
তব ভালবাসা সনে করিয়াছে বিনিময়,
দেখ চিরি হৃদয়-আলয়,
তব কোন্ মূর্ত্তি অধিকার
করিয়াছে হৃদয় আমার।
কারে দেখ করিয়াছি আত্ম-প্রতিদান

করুণা, করুণা, আরাধ্য প্রতিমা,

বল দেখি প্রিয়তমে!

মুখখানি আজ কেন এতই সুন্দর?

করুণা। কুমদীর বুকে আজ নাচে শশধর,

তাই ত সুন্দর, ওগো তাই ত সুন্দর।

ধর্ম্মাঙ্গদ। করুণা! আজ সত্য ক'রে বল দেখি প্রাণাধিকে!

শৈশবের সেই খেলা আজ কি খেলায় খেল্‌তে ব'সেছি?

করুণা। কুমার!

ধর্ম্মাঙ্গদ। আমায় এখনও কুমার বল করুণা?

করুণা। কি ব'ল্‌ব? আমি যা ব'ল্‌তে ভালবাসি, তাই কি ব'ল্‌ব?

ধর্ম্মাঙ্গদ। এখনও যদি সেই ভয় থাকে করুণা, তাহ'লে তুমি তোমার ভালবাসার প্রতিগ্রহণ কর, আমি চ'লে যাই।

করুণা। ধর্ম্ম! আমার প্রাণের ধর্ম্ম, আমার জীবনের ধর্ম্ম, তোমার কাছে কি ফিরে নোব? ধর্ম্ম! আজ ব'ল্‌তে সময় পেয়েছি; এস প্রাণের ধর্ম্ম! হৃদয়ে এস! চুপে চুপে তোমায় একটী কথা বলি। (হস্তধারণ)

ধর্ম্মাঙ্গদ। এস করুণা! এস প্রাণেশ্বরি! এস, তোমার হৃদয়ের গুপ্তকথা আমার হৃদয়ে ব'ল্‌বে এস। করুণা! আজ আমাদের জীবন-বন্ধনের এই প্রথম দিন। এই প্রভু হিরণ্য-গর্ভ হস্তে শপথ কর, আমাদের এ জীবন একই জীবন; ইহলোকে পরলোকে একভাবে একগ্রন্থিতে সম্বন্ধ থাক্‌বে, উভয়ের আত্মা এক আত্মা, অভেদ।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। কুমার!

ধর্ম্মাঙ্গদ। করুণা! করুণা!—সর্ব্বনাশ! মন্ত্রী-মহাশয়।

করুণা। কে? বাবা? সর্ব্বনাশ হ'ল!

ধর্ম্মাঙ্গদ। মন্ত্রী মহাশয়! এই আমরা যাচ্ছি।

মন্ত্রী। আর কেন কুমার, আত্মগোপনে তৎপর? বৃদ্ধের দূরদৃষ্টি দূর হ'তেই সমস্ত প্রত্যক্ষ ক'রেছে।

ধর্ম্মাঙ্গদ। মন্ত্রী মহাশয়! ক্ষমা করুন, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। (পদধারণোদ্যত)।

মন্ত্রী। কুমার, স'রে যান, স'রে যান; আপনার হস্তে সূর্য্যবংশের অভীষ্ট শালগ্রাম প্রভু হিরণ্য-গর্ভ, আমায় স্পর্শ ক'র্‌বেন না, আমি অশুচি। আর আমাকেই বা মার্জ্জনা ক'র্‌তে হবে কেন? আপনি হ'চ্ছেন সূর্য্যবংশের বংশধর, অযোধ্যার ভাবি রাজা; আর তাই বা কেন? অদ্য রাজা হ'য়ে রাজ-সিংহাসন গ্রহণ ক'র্‌বেন, লোকের ধন, ধর্ম্ম, মান, সম্ভ্রম সকলি আপনার হস্তে ন্যস্ত হবে; দীন,আর্ত্ত প্রজাকুলের সুখ-স্বচ্ছন্দতা সকলি আপনার উপর নির্ভর ক'র্‌বে; সুতরাং আমার নিকট আপনার এরূপভাবে ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন কি?

গীত

ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ, ক'র্‌লে কি ক'র্‌লে কি. ছিঃ ছিঃ হে কুমার।
বৃথা কেন মনোদুঃখ ফেটে যায় বক্ষঃ আমার॥

কুমারীর কুল নষ্ট করি, কুল উজ্জ্বল ক'রলে আমারি,
লাজেতে মরি, কি বলিব লাজেতে মরি,
ব্যথা কেন দাও কথা ক'য়ে, জ্বালায় জ্বলি অনিবার ॥

করুণা। বাবা, আমি তোমার অভাগিনী করুণা, আমার অপরাধ নেবেন না।

মন্ত্রী। কে তুই, কলঙ্কিনী করুণা! ছিঃ ছিঃ, আজ আমার মুখ দেখাতেও লজ্জা বোধ হ'চ্ছে। রাক্ষসি! পিশাচি! তুই আমার কন্যা নোস্। পাপিনি! তুই এ বৃদ্ধ-জীবনে আজ যে দাগা দিয়েছিস্, আমার শ্মশান-অস্থিতেও সেই কলঙ্ক-বহ্নি অনন্ত-কালের জন্য ধূ ধূ ক'রে জ্বল্‌তে থাক্‌বে। ধিক্ ধিক্ কালামুখি! সম্পর্কের বিচার নাই? কোন্ অর্ব্বাচীন বালিকা বিবাহের প্রতিদ্বন্দ্বী? সেই মূর্খ এখন দেখুক্ যে, আজ অমৃত-ক্ষেত্রে কি গরল-স্রোত প্রবাহিত হ'য়েছে। ছিঃ ছিঃ, মহারাজ এ কথা শুন্‌লে কি ব'ল্‌বেন! আর লোকেই বা অমায় কি ব'ল্‌বে! আমি কেমন ক'রে জনসমাজে এ মুখ দেখাব! বজ্র! এই বৃদ্ধের মস্তকে পতিত হও। এ জীবনে অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য ক'রেছি, কিন্তু আর পারি না। গৃহিণি! কোথায় আছ! এ কুল-কণ্টকা পাপিষ্ঠা কন্যাকে রেখে কোথায় লুক্কায়িত হ'য়েছ, একবার এসে দেখ, বৃদ্ধের শোক-সন্তপ্ত অনুতপ্ত দেহ আজ কি জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে। সতি! সতি! সাধ্বি! জ্বালা সইতে পার্‌বে না ব'লেই কি, এই হতভাগ্যের হৃদয়ে সব শোক জ্বালা ঢেলে দিয়ে অগ্রেই অন্তর্ধান হ'য়েছিলে?

বেস্ ক'রেছ দেবি! আমিও যাচ্ছি। দূর হ, দূর হ, করুণা! পাপিনী! আমি আর ইহ-জীবনে তোর কখনও মুখাবলোকন ক'র্‌ব না। কুমার! তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তুমি বেস ক'রেছ! এক্ষণে মহারাজ তোমার মুখাপেক্ষী হ'য়ে ব্রতে ব্রতী হ'তে পাচ্ছেন না, তোমার কর্ত্তব্য যা হয় কর। আমি এখন এ স্থান হ'তে চল্‌লাম! হা ভগবন! এ বৃদ্ধের শেষ জীবনের অভিনয় আরও কত লোমহর্ষণ, তা তুমিই জান।

[সকলের প্রস্থান।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞস্থল।

রুক্মাঙ্গদ, সন্ধ্যাবতী, বশিষ্ঠ ও বিদূষক আসীন।

মন্ত্রী, ধর্ম্মাঙ্গদ ও করুণার প্রবেশ।

ধর্ম্মাঙ্গদ। ক্ষমা করুন মন্ত্রী মহাশয়! ক্ষমা করুন।

করুণা। বাবা! আমি তোমার অভাগিনী করুণা, আমার অপরাধ নেবেন না।

রুক্মাঙ্গদ। কৈ, ধর্ম্মাঙ্গদ কৈ? কারও ত কোন বিপদ্ ঘটে নাই মন্ত্রী মহাশয়?

মন্ত্রী। কি, কি, তুই আবার আসছিস্ কলঙ্কিনী? করুণা এখনও দূর হ' ব'ল্‌ছি, এখনও জীবনের মমতা কর্ ব'ল্‌ছি।

বশিষ্ঠ। ব্যাপার কি? সহসা এরূপ হ'ল কেন?

বিদূষক। ঘি মাথামাথি—প্রথমেই ত ব'লেছিলাম যে, ঘৃত-

কুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্, এখন আঁতুড় ঘর বাঁধ বাবা, আঁতুড় ঘর বাঁধ।

বশিষ্ঠ। ধিক্ কুলাঙ্গার ধর্ম্মাঙ্গদ, ধিক্ সূর্য্যবংশের পশু, ধিক্ ধার্ম্মিক রুক্মাঙ্গদের নামান্তকারী কামান্ধ পুত্র। পিশাচ! নারায়ণ-হস্তে সম্পর্ক-বিরুদ্ধা কামিনীর প্রতি আসক্তি! চণ্ডাল! তোর মুখ দর্শন ক'র্‌তেও যে আমার ঘৃণাবোধ হ'চ্চে!

মন্ত্রী। মহারাজ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন; আপনি বর্ত্তমানে আমার কোন ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা অতীব অন্যায় হ'লেও, আজ আমি কিছুতেই সেই অন্যায়ের হস্তে মুক্ত হ'তে সমর্থ নই।, কলঙ্কিনী কন্যা! এখনও ব'ল্‌ছি দূর হ, আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ। কি পিশাচি! এখনও আমার অন্তরালে গেলি না? তবে দেখি কার সাধ্য আজ আমাকে স্ত্রী হত্যারূপ মহাপাতক হ'তে পরিত্রাণ করে?

(হননোদ্যত)।

বশিষ্ঠ। (ধারণপূর্ব্বক) সাবধান মন্ত্রিবর! তোমার ন্যায় ব্যক্তির এতদূর অনৌচিত্য সঙ্গত হয় না। যাদের অল্প বুদ্ধি, অল্প জ্ঞান, যারা ধর্ম্মাধর্ম্ম-বর্জ্জিত, নাস্তিক, অজ্ঞ, বর্ব্বর ও মূর্খ, তাদেরই এ কার্য্য সম্ভবে। করুণা! যাও আমি তোমায় নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান ক'র্‌লাম।

করুণা। লজ্জা কিসের? যে সতীত্ব-রত্ন স্ত্রীজাতির আবরণ, তাই যখন আপনারা অভাগিনীর দেহ হ'তে গ্রহণ ক'রেছেন, তখন আর লজ্জা কিসের? অসতী আমি,

তাই আপনাদের ন্যায় রাজ্য হ'তে পরিত্যক্ত হ'য়ে চ'ল্লেম। সাক্ষী আপনি হিরণ্যগর্ভ প্রভু নারায়ণ, আপনি অন্তর্য্যামী সকলি জানেন; চির-কাঙালিনী করুণার অন্তরের ভাব সকলি অবগত আছেন, আপনিই বলুন, করুণা সতী কি কলঙ্কিনী? তাই চ'ল্লেম, হৃদয়ের দেবমূর্ত্তির ধ্যান ক'র্‌তে কর্‌'তে, জগতের অনন্ত বিস্তৃত পথে হাস্‌তে হাস্‌তে চ'ল্লেম, তাতে ক্ষুব্ধ নই!

কিন্তু সুধাই রে তরুলতা সরযূ-তটিনি,
বল্ বল্ কোন চক্রে সতী কলঙ্কিনী?
যদি রে বলিস্—"সম্পর্কে বিরুদ্ধ পতি,
তাই তুই'রে মন্দভাগিনী।"
কিন্তু শাস্ত্রমতে সতী তাহে কিসে কলঙ্কিনী?
সম্পর্ক ধরিয়া যদি হয় শাস্ত্রমত,
তবে এই বিশ্বে ভ্রাতা ও ভগিনী সূত্রে বাঁধা সব,
বিশ্বপ্রাণী ঈশ্বরের পুত্রকন্যাগণ,
বল তবে চলে কিসে বিবাহ বন্ধন?
তবে বল, বিশ্বনারী হারা সতীত্ব-রতন?
নারায়ণ! এই কি নিয়ম তব!
এই কি বিচার?
হায় রে সংসার, কবে রে বুঝিবি প্রেমনিধি দুর্লভ-রতন!
প্রেমে বিশ্ব বাঁধা, প্রেমের ভিখারী শিব নারদাদি।
যাক্, হই কলঙ্কিনী!

কিন্তু বলি, আর চলি জগতের পথে,
সমাজের দারুণ-পীড়নে সতী কলঙ্কিনী।
যাই যাই, দুঃখ নাই, মহানন্দে যাই,
নাচি আর গাই তরুলতা সাথে,
সখা—সখা—প্রাণসখা—
প্রাণ, প্রাণ, মহাপ্রাণ একমাত্র ধর্ম্মাঙ্গদ।
ধর্ম্মাঙ্গদ প্রাণের বন্ধন, ধর্ম্মাঙ্গদ পারের তরণী,
ধর্ম্ম করুণার আধার আধেয়।
ধর্ম্মরূপ স্পর্শ-রস পঞ্চভূতময়,
মম প্রেম-নাট্যমঞ্চে নীল যবনিকা।

[প্রস্থান।

রুক্মাঙ্গদ। এবার সব বুঝতে পারলাম, ধর্ম্মাঙ্গদ! তুমি কি আমার পুত্র?

ধর্ম্মাঙ্গদ। এক দোষে দোষী পিতা, সময় বিলম্বে,
অন্য দোষে শাস্ত্রমতে নহি অপরাধী।

রুক্মাঙ্গদ। শাস্ত্রবিদ্ তুই অতি, আরে মূর্খ,
আমার ভগিনী সে যে, তোর পিসি-মাতা।

ধর্ম্মাঙ্গদ। ছিঃ, ছিঃ, হও কর্ণ বধির এবার।

মন্ত্রী। রাজন্! করহ বিচার।

রুক্মাঙ্গদ। সূর্য্যবংশে নাহি রয় হেন কুলাঙ্গার রাজা,
পুত্র বলি বিচারের তারতম্য করে।
দূর হ, বর্ব্বর পুত্র! মদনের দাস,

নির্ব্বাসন করিলাম তোরে আমি।
সময়-বিলম্বে আসিয়ে জল্লাদ,
দ্বিখণ্ড করিবে মুণ্ড, না মানিবে কার' অনুরোধ।

সন্ধ্যাবতী। মহারাজ—

রুক্মাঙ্গদ। রাজ্ঞি! পতিপ্রাণা জানি তুমি চিরকাল,
পাপের যাতনা ভুঞ্জে পাপী,
তাহে বৃথা শোক অনুতাপ।

ধর্ম্মাঙ্গদ। কেন মা, পিতৃ-আজ্ঞা নিবারিতে ক'রেছ মনন,
হ'য়ে প্রণয়ের দাস, ভালবেসে তুলেছি গরল—
মরেছে আপনি বালা, মরেছিও আমি।
যদি পিতৃমতে পিসি-মাতা করুণা আমার,
তবে নহে প্রণয়িনী সেই বালা মম;
মাতা বলি মাতৃপদে বরিলাম তারে,
এ জীবনে বিবাহ আর না করিব আমি।
নহি কুলাঙ্গার পিতঃ!
সুধা-বৃক্ষে বিষ-ফল ফলিবে না কভু।
অহো পিতৃ-আজ্ঞা—নির্ব্বাসন!
পিতঃ! চলিলাম চির জীবনের তরে;
এই দেখা জীবনের শেষ।
অহো নির্ব্বাসন!
এর চেয়ে ছিল প্রিয় বজ্রের পতন।
করুণা, হা অভাগি!

বড় দাগা পেলি এই নবীনবয়সে ;
কিন্তু ভালবাসা হবে না বিভেদ,
পত্নী-প্রেম মাতৃ-প্রেমে হবে ঊর্দ্ধগামী।
প্রেম, ভালবাসা অবিশুদ্ধ নহে,
কর্ম্মভেদে লভে ফলাফল।
প্রেম নহে হলাহল,
প্রেম-দেহ সুধায় নির্ম্মাণ।
করুণা, করুণা, মাতৃময়ী—
জগৎ-জননী তুমি!
তোমা সেবি চিরকাল থাকিব কৌমার-ব্রতে।
অয়ি কাঙ্গালিনি! হ'ওনা দুঃখিনী,
হে প্রভু হিরণ্যগর্ভ! সাক্ষী তুমি রহিয়াছ—
আমাদের প্রণয়-বন্ধনে,
আজও তুমি রহ সাক্ষী,
দেখি পত্নীপ্রেম মাতৃভক্তি—
লভে কি না লভে?
অয়ি অযোধ্যে জন্মভূমি বিশ্ব গরবিনি!
দিলি না মা কোলে স্থান এই অভাগায়?
রহিল মা মনে মনে অনেক দুঃখের কথা।
রহ তুমি হে হিরণ্যগর্ভ!
পিতৃ-আশা পূরাও দীনেশ!
বাঞ্ছা পূর্ণ কর, বাঞ্ছাকল্পতরু,

প্রণাম চরণে আর আর গুরুজনে।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

[প্রস্থান।

বিদূষক। বলি ঠাকুর মহাশয়! এই দণ্ডটা কিরূপ হ'ল?

সন্ধ্যাবতী। মহারাজ! আমার ধর্ম্মাঙ্গদ কি আমায় ছেড়ে গেল? মহারাজ! আজ হরিবাসরের দিনে কি বিষাদ সাধ্‌লেন? নারায়ণ কি ক'র্‌লেন!

রুক্মাঙ্গদ। মহিষি! সকলই লীলাময়ের ইচ্ছা। এখন অধৈর্য্য হবার সময় নয়। একান্ত মনঃসংযোগ ক'রে ব্রত-কার্য্য সম্পন্ন করি এস। তার পর সে বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির ক'র্‌বার অনেক সময় পাব।

শঠ। বিদূষক! দণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিলে নয়? দণ্ড-নীতি কিছু অধ্যয়ন ক'রেছ?

বিদূষক। আজ্ঞে, পড়া থাক বা না থাক, শোনা ত আছে; আপনি এই ত সম্পর্ক বিরুদ্ধ ব'লে একজন অবলাকে চিরদিনের জন্য পথে বসিয়ে কাঁদালেন। ব'লুন দেখি, এ কি রকম দণ্ডাজ্ঞা?

শঠ। আরে মূর্খ! আমি কি সেজন্য তার দণ্ড দিলাম?

বিদূষক। তবে কি ঠাকুর, আস্‌তে বিলম্ব হ'য়েছিল ব'লে?

শঠ। তোমার বুদ্ধিতে যা আসে।

বিদূষক। তবে কি কারও অনুমতি ল'য়ে বিবাহ করে নাই ব'লে?

শঠ। সকলই বুঝেছ আর কি!

বিদূষক। ও, বুঝেছি, অদিনে কুলগ্নে বিবাহটা করা ভাল হয় না!

বশিষ্ঠ। আরও যদি কিছু থাকে, তা বল?

বিদূষক। বেস ক'রেছ, দণ্ড দিয়েছ, আমি আর কোন কথা ব'লব না; ঝক্ মেরেছি, তা—তা—আর কি হবে।

বশিষ্ঠ। আরে মূর্খ! আমি কি সেই জন্য দণ্ড দিয়েছি! নারায়ণ হস্তে দেবভাবে আস্তে আস্তে যার ঘৃণ্যভাব হৃদয়ে উদয় হয়, সে নরাধম কি পবিত্র সূর্য্যবংশের সিংহাসনে ব'স্বার উপযুক্ত পাত্র? সে পাপিষ্ঠ অসভ্য বন্য-কিরাতের সহবাসেরই যোগ্য, অথবা কোন গুপ্ত-স্থানেই থাকা তার প্রয়োজন নয়।

বিদূষক। এই দেখ দেখি, কথা ভেঙে ব'ল্লেন, সব বুঝ্তে পার্লাম। বলি ঠাকুর মশায়! ওরা কে গান ক'র্ছে না?

বশিষ্ঠ। ধন্য রুক্মাঙ্গদ! তুমিই ধন্য? ঐ দেখ তোমার হরিবাসর-ব্রত আরম্ভ দেখে, বৈকুণ্ঠবাসী হরিভক্ত বালকগণ আনন্দে প্রাণ-ভ'রে তোমার ব্রত স্থানের চারি পার্শ্বে অলক্ষিতে হরিনাম কীর্ত্তন ক'র্ছে। বৎস! পূর্ব্বভাগ্যবশে তোমার এই ফল। এক্ষণে বিষ্ণুপূজা সম্পন্ন কর। (পূজারম্ভ)

(হরিভক্ত বালকগণের আবির্ভাব)

গীত

চলরে ভাই হরিতে চল বলিতে হরি হরি।
নাচতে সবে খেলিতে ভুলাতে নরনারী॥

করি চয়ন বন কুসুম গাঁথ রে চিকণ হার,
বিনোদ মালা বিনোদ ধড়া দাও বিনোদ উপহার,
প্রেমে অনিবার, কর নামামৃত পান,—
গাও তারে শ্রীহরি শ্রীহরি ;
বামে রাস-রসময়ী প্যারী, (হরিবোল, হরিবোল,
হরিবোল মন আমার) ॥

(বালকগণের অন্তর্ধান)

রুক্মাঙ্গদ। প্রভো! বিষ্ণু-পূজা সমাপ্ত হ'য়েছে, এক্ষণে আর কি ক'র্‌তে হবে বলুন ?

বশিষ্ঠ। তাহ'লে এবার রাজ্যের অভুক্ত কীট, পতঙ্গ, নাগ, নর, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি জীবগণকে ভোজন করিয়ে দ্বাদশবার্ষিকী হরিবাসর ব্রতের একাদশবাৎসরিক-ব্রত সম্পন্ন কর ; তা হ'লেই শেষ ব্রত-পূর্ণের এক বৎসর মাত্র অবশিষ্ট থাকবে। পারণার পর তুমি স্বয়ং ভোজন ক'র্‌বে। এক্ষণে অভুক্ত আহ্বান কর।

বিদূষক। মহারাজ! আমি একজন অভুক্ত, তাহ'লে বোধ হয়, এই হরির প্রসাদগুলো আমি পেতে পারি। (ভক্ষণোদ্যত)

বশিষ্ঠ। হা পেটুক!

বিদূষক। খবরদার! খোঁড়না ব'ল্‌ছি, কাল হ'তে পেট্‌টা আমার কেমন হুড়ুম গুড়ুম ক'র্‌ছে! কি বলেন মহারাজ!

বচনে আশীলক্ষ যোজনে,
ভোজনে মনঃ কর স্পর্শনে।

বদনে হরিনাম ক'রো না,

বিভ্রমে খাদ্য দ্রব্য তুলো না। (ভক্ষণ)

বশিষ্ঠ। আরে মূর্খ! ক'রিস্ কি? ওখানে যে নারায়ণ আছেন।

বিদূষক! থাকুন নারায়ণ, "ভোজনে চ জনার্দ্দনঃ"! হরি হরি, কি আনন্দ! কি আনন্দ!

রুক্মাঙ্গদ। গুরুদেব! রাজগণের বয়স্যমাত্রই কি কিছু খাদ্য প্রিয় হয়?

বিদূষক। গর্ভ হ'লেই যেমন হয় কন্যা, নয় পুত্র, নয় গর্ভপাত, তেমনি রাজা হ'লেই হয় বিদূষক, নয় মদ্য, নয় বেশ্যা; হায় রে! হায়! অশ্লীল কথা বেরিয়ে গেল!

রুক্মাঙ্গদ। বেস্, তুমি ভোজন কর। গুরুদেব! আমি তবে অভুক্তকে আহ্বান করি। হে অযোধ্যাবাসী নাগ, নর যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, কীট, পতঙ্গাদি যে স্থানে যত জীব আছেন, আপনারা একবার এই রুক্মাঙ্গদের আদর আহ্বানে প্রীত-মনে আসুন; এসে, অধমের সাধের ব্রত পূর্ণ করুন। মন্ত্রী মহাশয়! আপনি রাজধানীবাসীর দ্বারে দ্বারে গিয়ে যথাযোগ্য ব্যক্তির যথোচিত অভ্যর্থনা ক'রে ল'য়ে আসুন। আমি প্রভু হিরণ্যগর্ভকে মন্দির-মধ্যে রেখে, আগন্তুক ও আগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সম্মান রক্ষা করিগে। মহিষি! ভৃঙ্গার হস্তে করে অগ্রগামিনী হও। গুরুদেব! আপনি স্বয়ং প্রভুকে গ্রহণ করুন।

বশিষ্ঠ। আজ আমার জন্ম সার্থক হ'ল! হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

[বিদূষক ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

বিদূষক। হরিবোল খাবাব সময় বলিস্ না রে! হরিপদে মন দৌড়ে যাবে। ভাল ক'রে খাদ্যদ্রব্য হজম হ'বে না রে বাবা! বেজায় পেটের অসুখ হবে। আমার যে বাবা, একেই চোঁয়া ঢেঁকুর দিচ্ছে। হেউ, হেউ, যে চোঁয়া গন্ধ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্বর্গপথ।

ইন্দ্র, যম, পবন ও বরুণের প্রবেশ।

বরুণ। দেখ, বিপদ্ হ'লেই হৈ চৈ ক'রো না, একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে কাজ কর্ম্ম ক'র্‌তে হয়। একেবারে যে ডাকাত পড়া গোচ ক'র্‌লেন।

পবন। থাম হে বরুণ ভায়া, থাম—থাম। তোমার কি বল না; যার হয়, সেই বুঝ্‌তে পারে। তুমি ত বারমাসই ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'সে আছ। কিন্তু যার ঘা, সেই এখন টের পাচ্চে।

বরুণ। বারমাসই যে ঐ ঘা! ও ঘা ত আর শুক্‌নো হ'বার যো নাই। যিনি স্বর্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হবেন, তারই সে ঘা হ'বে। এমন অধর্ম্মের ভোগ ত্যাগ করাই মঙ্গল! আমার কাছে বাবু, সাদাসিদে কথা। অমন ঝক্‌মারি কাজ ছেড়ে দাও। স্ত্রী-পুত্র ল'য়ে বনে ব'সে তপস্যা কর গে। কেন বাবা, ইন্দ্রাগিরি কাজ লওয়া!

যম। বরুণ-দেব! এ কথাগুলি কি আপনার ন্যায় মহতের বাচ্য হ'লো?

বরুণ। বলুন, কোন্ দিকের জল উঁচু, আর কোন্ দিকের জল নীচু, ব'ল্‌তে হ'বে? সাধে কি বলি মশায়! ছাই পাঁশ মন্ত্রণা নিয়েই ত গেলেম! আমার প্রতি যে সব কার্য্যের ভার দিয়ে রেখেছেন, তাতে যে দিন-রাত্রির খোঁজ খপর রাখ্‌তে পারি না। অমুক দেশ জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেল; যাও বরুণ, এই তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে সেখানে একটুকু জল দিয়ে এসে, তাদের পিত্তিরক্ষা কর গে। অমুক দেশের পুষ্করিণী শুষ্ক, জলাভাবে কৃষিকার্য্য যায় যায় হ'য়েছে, অন্নাভাবে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, মর মর, যাও বরুণ মহাশয়! মাথায় হাঁড়ি ক'রে সেখানে একটুকু জল দিয়ে এস। ভিস্তিওয়ালা গুলোরও ত দেখি মহাশয়, সকাল সন্ধ্যায় কাজ, তা আমা হতভাগাদিগের ত কাজের সময় অসময় দেখ্‌তে পেলাম না। এই সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে অবসর নিয়ে ব'সেছি, বারুণীও একটুকু জলখাবারের উদ্যোগ ক'রে

বাতাস ক'র্‌বার জন্য পাখাটা হাতে ক'রেছে মাত্র, এমন সময় খবর হ'ল, ইন্দ্রের মহা বিপদ উপস্থিত, মন্ত্রণার আবশ্যক, তোমাকে যেতে হবে। কি করি, সাধ ক'রে বহু তপস্যা ক'রে দেব নামটা নিয়েছি, ছাড়্‌তেও কেমন কেমন হয়, তাই আজ্ঞা পালন ক'র্‌বার জন্য ছুটে এলাম। বলুন, এখন কি ব'ল্‌বেন, বলুন?

যম। এখন আপনার মন্তব্য কি বলুন?

বরুণ। আমার আর মন্তব্য কি মশায়? আমি হ'লেম একটা গরীব দেবতা; আপনারা হ'লেন এক একটা দিগ্‌গজ। সেই ধ্রুব-প্রহ্লাদের সময়েও ত এইরূপ দু'টো একটা অভ্যাপাত ঘটে ছিল। মতলব ত সব আঁটাই আছে। কাজে কর্ত্তব্যে ক'রে নিলেই ত হয়, তা আবার গাঁ শুদ্ধ জুটে একটা হৈ চৈ না ক'র্‌লে কি নয়? রুক্মাঙ্গদের ব্রত পূর্ণপ্রায়, অভুক্ত ভোজন করিয়ে, এবার সে ভোজন ক'র্‌বে। তা হ'লেই তার দ্বাদশ বার্ষিকী হরিবাসর-ব্রতের একাদশ বর্ষ পূর্ণ হবে। তা ছাই তার জন্য আবার মন্ত্রণা! বজ্রটা ফেলে দিলেই ত কাজ চুকে যায়। তিনি আবার স্বর্গের রাজা হবেন! আঃ মর্‌!

পবন। আরে ভায়া, মশা মার্‌তে কামান পাতা কেন? আমি এ কথা পাঁচ্‌শো বার ধ'রে ব'লেছি। আমাকেই কেন বলুন না, আমি ত পবন, একটা হাওয়ায় জোরে তার মুণ্ডুটা পাঁচ্‌শো ক্রোশ দূরে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি; আর তুমিই কোন্‌ না পার হে?

বরুণ। তা ভাই, আজকার দিনটা আমায় মাপ কর। কাল প্রাতে ব'ল, সাত সাগরের জল একত্র ক'রে, রুক্মাঙ্গদের রাজ্য ভাসিয়ে দোব। তা হ'লে রুক্মাঙ্গদ হাবু ডুবু খেয়ে প্রাণটা হারাবে।

যম। ওহে তা নয়, তার যে নিয়তিতে মৃত্যু নাই, নতুবা আমি মৃত্যুপতি যম উপস্থিত থাক্‌তে সামান্য রুক্মাঙ্গদের জন্য ভীত হ'ব' কেন ?

পবন। }
বরুণ। } হাঁ, হাঁ, তা হ'লেই ত মহাবিপদ্ বটে।

ইন্দ্র। আমি আপনাদের সকল কথাই বুঝ্‌লাম, আমার অপমানিত জীবন ব'লে কোন কথা ব'ল্‌তে সাহসী নই। কিন্তু আমার একটী কথা জিজ্ঞাস্য, তা হ'লে আপনারা সকলেই বলুন, আমার এই পর্য্যন্তই দেবনাম ধারণ! আপনারা সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকুন, আমি সস্ত্রীক স্বর্গ-সিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে এই মুহূর্ত্তে বনগমন করি।

যম। তা হ'লে আমাদেরই বা আর দেবত্ব কি দেবরাজ !

ইন্দ্র। কিসের দেবরাজ বলুন ? এ দেব-রাজত্ব ত আর চিরদিনের জন্য নয় ? সাধনার স্বর্গ-সিংহাসন। যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'র্‌তে পার্‌বে, তারই স্বর্গরাজত্ব! এতদিন সাধনার পরাক্রমে অতুল সুখের অধিপতি হ'য়েছিলাম, ঐশ্বর্য্যের প্রীতি অনুভব ক'রেছিলাম, এখন আর সে সাধনা নাই, সব ফুরিয়েছে, কর্ম্মে সব হারিয়েছি, পরাৎপরকে

ভুলে গেছি, তাই আজ এত বিড়ম্বনা, তাই আজ এত যন্ত্রণা।

পবন। অনুতাপে আর কি হবে বলুন, এখন পুরষাকার।

ইন্দ্র। আমাদের যদি তাই থাক্‌তো, তাহ'লে আজ বিপদ-পাথার দেখে এত কাঁদ্‌চি কেন?

বরুণ। আপনি দেবরাজ হ'য়ে যদি চিন্তিত হন, তাহ'লে আমরা ত চুনা পুটী কি করি বলুন, আমরাও কাঁদি, আর আপনিও কাঁদুন।

ইন্দ্র। ওহে বরুণ! আমি কাঁদি নাই হে, আর আমাদের কেউ কাঁদায় নাই। আমাদের বিলাসিতাই আমাদের কাঁদিয়েছে। আমরা প্রণয়ের দাস, রমণীর ভৃত্য, আমাদের আবার পুরুষত্ব কোথায়?

বরুণ। পুরুষত্ব না থাকুক, কৌশলত্ব ত আছে? যদি তা না থাক্‌বে, তাহ'লে মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, উর্ব্বশী আদি চৌরশী গণ্ডা ডানা-কাটা মেয়ে মানুষ পুষ্‌বার দরকার?

পবন। বটেই ত, পুরুষাকার প্রেরণ করুন, তাতে না হয়, ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।

যম। তার যে এখন আর সময় নাই। ঐ দেখুন, রুক্মাঙ্গদ অভুক্ত অতিথির পারণ করাচ্ছেন। এই অতিথিপারণার পরই রাজার দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের একাদশবার্ষিক ব্রত পূর্ণ হবে।

বরুণ। দেবরাজ! সপ্তম গ্রহপতি শনৈশ্চর আস্‌ছেন।

ইন্দ্র। (জনান্তিকে) তাই ত, তবে আজ আবার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় দেখ! ঐ বিষে পোরা কাল-বিষধরকে দেখ্‌লেই মনে কেমন একটা কম্পন আসে, আতঙ্কে যেন অন্তরাত্মা ছেড়ে যায়। আজ এই দুষ্ট গ্রহোদয়ের কারণ কি? একবার শনির দশায় প'ড়ে ত সর্ব্বস্বহারা হ'য়ে পথের ভিখারী হ'য়েছিলাম; আবার সেই কুটিলমনা ক্রূর দুরাচার শনি কি মনে ক'রে আস্‌ছে। (প্রকাশ্যে) আসুন, আসুন দেবগণ! পাপিষ্ঠ শনির বিশেষ অভ্যর্থনা করি আসুন। তার যত্নের কোন ত্রুটি হ'লেই, হয় ত সে আমাদের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার ক'র্‌তে বস্‌বে। আসুন, আসুন গ্রহশ্রেষ্ঠ শনৈশ্চর, আসুন। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত।

সকলে। আসুন, আসুন, স্বর্গ পবিত্র হ'ল, স্বর্গ পবিত্র হ'ল।

শনৈশ্চরের প্রবেশ।

শনৈশ্চর। এঃ, বড্ড খাতির ক'র্‌লি যে, পরিতোষ, পরিতোষ পরিতোষ, বড্ড আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি। সন্তোষ, সন্তোষ, সন্তোষ। মুখ ফিরিয়ে নে, মুখ ফিরিয়ে নে, আমার ঠুলির নামো দিয়ে একটু ফাঁক আছে। দেখ্‌তে পেলেই সবার মুণ্ড উড়ে যাবে। জানিস্‌ ত আমি কে? শনি, শনি! ভোরপুর সংসার, সুখের হাটবাজার, আমি ঢুক্‌লেই বাবা, সব ছাই পাঁশ হ'য়ে যায়। জানিস্‌ ত শিবের বেটা

গণশা যখন হ'ল, একবার চেয়েছিলেম—খোলা চোখে একবার চেয়েছিলেম, মুখ পুড়ে পাঁশ হ'য়ে গেল। শেষে হাতীর মুণ্ড নিয়ে এসে জুড়ে দিলে। জানিস্ ত আমি কে? শনি! ঠাকুর নারাণে বড় আমার কাছে ফুকুড়ি ক'র্‌ত, কুর্‌কুরণী ভেঙ্গে দিলাম—শেষে শালগ্রাম হ'ল। হা হা হা (হাস্য)। তোরা আজ আমার বড় খাতির ক'র্‌লি। তোদের আমি এক টা উপকার ক'র্‌ব।

পবন ও বরুণ } আজ্ঞে আজ্ঞে, আপনি তা পারেন বৈকি।

শনৈশ্চর। আরে তোরা কি রে? তোরাও যে আমাকে চিনিস্। আমার যশের কথা আমি শুন্‌লে, আমি যেন মিছরীর সরবত খাই। হা, হা, তাহ'লে তোরা আমাকে জানিস্? সন্তোষ, সন্তোষ; বর নে, বর নে।

ইন্দ্র। পূজ্যবর শনৈশ্চর! মৃত্যুই হতভাগাকে বর দিন। এখন মৃত্যু ভিন্ন এ হতভাগ্যের উপায় নাই।

গীত

দেহ দেহ বর, দেব শনৈশ্চর,
যেন আশুগতি বাহিরায় প্রাণ।
সতত বাসনা চিতে করি বিষ পান॥
যে জ্বালায় জ্বলি আমি অনিবার,
লৌহ দেহ বলি ফাটে না আমার,
আজি সিংহাসনে, কাল সে কাননে,
লিখেছেন এখন ভাগ্যে ভগবান্॥

এ ছার রাজত্বে কিবা প্রয়োজন,
এ বিষম দায়ত্বে কেন বিড়ম্বন,
লাঞ্ছিত জীবনে, বল কি কারণে,
ধরায় ধ'রে রাখা সইতে অপমান।

শনৈশ্চর। কি, আমার সঙ্গে উপহাস? তুই কে রে, শনির দশা ভাবিস্ না?

বরুণ। ইনি ইন্দ্র, স্বর্গের রাজা। আপনাকে দেবরাজ ইন্দ্র বিলক্ষণ অবগত আছেন।

শনৈশ্চর। তা হ'লে আবার উপহাস?

ইন্দ্র। আপনি পিতৃ-তুল্য, আপনাকে কি ইন্দ্র উপহাস ক'র্‌তে পারে? কেবল মনের দুঃখে মৃত্যু-কামনা ক'র্‌ছি পূজনীয়!

শনৈশ্চর। তোর আবার মনের কষ্ট কিসের, তাই বল্? তুই যখন আমার ভক্ত ও অনুগত, তখন তোর আবার ভয় কি? হা, হা, হা (হাস্য) আমার ভক্ত ইন্দ্রকে কেউ কি কষ্ট দিতে পারে? আমার নাম শনি। জানিস্, শ্রীবৎস রাজার কথা? তোর কি জন্য কষ্ট বল?

ইন্দ্র। পূজ্যপাদ! অযোধ্যার রাজা রুক্মাঙ্গদের হরিবাসর-ব্রত পূর্ণ-প্রায়। অভুক্ত অতিথি পারণার পর তার দ্বাদশবার্ষিকী ব্রতের একাদশ বৎসরের ব্রত পূর্ণ হ'বে। সেই হরিবাসর ব্রত পূর্ণ হ'লেই স্বর্গ-সিংহাসন-প্রাপ্তি তার ইচ্ছাধীন মাত্র। সম্মানীয় গ্রহদেব! সেই জন্য চিত্তের এত চাঞ্চল্য, সেই জন্য প্রভুর নিকট মৃত্যু প্রার্থনা ক'র্‌ছি। ইন্দ্রের মৃত্যু

হ'লেই সকল দেব-কুলই মামাভিমানের হস্ত হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করে প্রভো!

শনৈশ্চর। আরে রে! তার জন্য আবার আমার নিকট মরণ-কামনা? শনিভক্তের আবার বিপদ্ কি রে? যাচ্চি, যাচ্চি, ভাল ক'রে তার ব্রত পূর্ণ করাচ্চি। ভাল ক'রে তার স্বর্গ-সিংহাসন লয়াচ্চি। রুক্মাঙ্গদকে এবার কোঁপায় পূর্‌বো, বংশনাশ—রাজ্যনাশ।

যম। আপনিই এখন দেবকুলের রক্ষক। যাতে রুক্মাঙ্গদের হরিবাসর পূর্ণ না হয়, তাই করুন পূজ্যবর।

শনৈশ্চর। আরে রে! তুমি কে হে?

যম। আজ্ঞে, আমি মৃত্যুপতি যম।

শনৈশ্চর। আরে বাস্ তুমি যম? ইন্দ্রকে ভরসা দাও, ভরসা দাও। আমি এখন অযোধ্যায় চ'ল্‌লাম, রুক্মাঙ্গদের সহিত একবার সাক্ষাৎ ক'রে আসি গে। বেটা এখনি যে স্বয়ং পারণার জন্য যাচ্ছে? আরে রে, আমি যে এখনও উপবাসী, আমি যে এখনও অভুক্ত অতিথি আছি। বেটা! তুই আমায় না খাইয়ে মজা ক'রে খেতে যাচ্ছিস্ বটে! যাচ্ছি, যাচ্ছি, ইন্দ্র। তুমি এক কাজ কর। উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরাগণকে সরযূতীরস্থ বনে পাঠিয়ে দাও গে। তারা সব হরিণ-বাচ্চা জড় ক'রে মায়াকানন সৃষ্টি ক'রে ব'সে থাকুক্ গে। তারপর আমি রাজাকে বনে পাঠাচ্চি। যা ক'র্‌বার

আমিই সব ক'র্‌ব ; তবে শাস্ত্রমতে রাজা উর্ব্বশীকে বিবাহ ক'র্‌বে এই সত্যটী করিয়ে নিয়ে, তারা যেন একটী হরিণ-বাচ্চা রাজাকে দেয়। বুঝ্‌লে, না সুধা খেয়ে বুঁদ্ হ'য়ে রইলে ?

বরুণ ও পবন। আজ্ঞে, সব বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তারপর কি ক'র্‌তে হবে বলুন।

শনৈশ্চর। আর কিছুই নয়। তোমাদের বড় ভয় হ'য়েছে না ?

বরুণ। তা আর জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন ? রাজা রুক্মাঙ্গদকে যত না হ'য়েছে, আপনাকে দেখে ততোধিক।

শনৈশ্চর। হা হা, (হাস্য) তা হ'লে সকলে আমায় ভয় করিস্ ?

বরুণ। বিলক্ষণ।

শনৈশ্চর। কিরূপ ?

বরুণ। আপনি স্বয়ং ভগবান্।

শনৈশ্চর। হা হা,) হাস্য)। এতদূর। দেখ্ দেখ্ তোরা একবারে আমাকে কিনে ফেল্‌লি, আমি তোদের কেনা হ'য়ে গেলাম। দেখ্ দেখ্, আগে আমি কাজ ঠিক্ করি, কিন্তু আমায় কিছু খাওয়াতে হবে।

পবন। আজ্ঞে আপনারই ত সব, খেলেই হ'ল। বলুন না, এখনি গ্রহ-বিপ্রকে।

শনৈশ্চর। এঁ্যা, এঁ্যা, কি বল্লি ?

পবন। গ্রহ-বিপ্র আচার্য্য।

শনৈশ্চর। কি কি? কচার্য্য! ওরে বেটারা! তোদের তা হ'লে মনে মনে কুমতলব আছে বল্? না না চল্লাম।

(গমনোদ্যত)

বরুণ। আজ্ঞে, প্রণাম গ্রহণ করুন।

শনৈশ্চর। কচার্য্য ডাকৃতে যাবি না ত? ও বাবা! ও বেটার জাতকে আমার বড্ড ভয় হয়। এখনি লোহা, কাল রঙে ছোবান কাপড় আর কাল ফুল বাগান হ'তে উজোড় ক'রে হাজির ক'র্‌বে। দেখ্ দেখ, আমি তোদের উপকার ক'র্‌ব। আমায় কিছু খাওয়াতে হ'বে না। (গমনোদ্যত)।

বরুণ। আজ্ঞে সেটা কি ভাল দেখায়? একটু জলযোগ ক'রে যাবেন বৈকি?

শনৈশ্চর। না, না, তুই আচার্য্যি ডাকৃতে যাস্‌নি! তোরা অপ্সরাদিগকে পাঠাগে। সর্ সর্ আমি যাচ্ছি, না হ'লে চোখের ঠুলি খুলে ফেল্‌ব। বেটারা কন্ধ-কাটার দল হ'য়ে যাবি।

[প্রস্থান।

যম। দেবরাজ! নারায়ণের ইচ্ছায় অকূলে কূল পাওয়া গেল।

ইন্দ্র। তাঁর অনুকম্পা ব্যতিরেকে দেবের আর অন্য সম্বল কি আছে ধর্ম্মরাজ! ইহলোকের, কর্ম্ম সাধনা, তপস্যা, যা কিছু আছে, সকলই সেই পুরুষ-প্রধান পুরুষোত্তমের করুণার অভিন্ন মূর্ত্তি। ইহকাল, পরকাল, সকলই তাঁর প্রদত্ত।

সংসার-নাট্যমঞ্চে স্বয়ং তিনি নট। নট-প্রধান বংশীধর মোহন-বংশী করে ল'য়ে জীবকে পুতুল ক'রে আশার তারে নাচাচ্চেন, তারাও নাচে। জীব যতই চেষ্টা করুক না কেন, যতই পুরুষাকার পুরুষাকার ব'লে চীৎকার করুক না কেন, কিন্তু আমার স্থূল-বুদ্ধিতে সকলই তাঁহার করায়ত্ত ভিন্ন অন্য কিছুই বোধ হয় না।

যম। তা আর একবার ক'রে ব'ল্‌তে? তবে পুরুষাকার শব্দটা কেবল নিরাশা-পদদলিত হতভাগ্য ব্যক্তির প্রাণ-রক্ষার জন্য। যারা সংসার-চক্রে নিতান্ত পেষিত হ'য়েছে, যারা মৌখিক ভগবৎ-ভক্ত ব'লে স্বার্থের মোহিনী মূর্ত্তি ভাব্‌তে ভাব্‌তে আশার কূল-কিনারা দেখ্‌তে পায় না এবং উদ্‌ভ্রান্ত ও আশ্রয়-বিহীন। যারা অভাব মোচন-আশায় "ছাতি ফেটে যায়, ছাতি ফেটে যায়" ব'লে চীৎকার ক'রে মর্‌ছে, তাদেরি বুঝাবার্ জন্য একটা পথ পুরুষাকার। অথবা যারা জড়ের ন্যায় অকর্ম্মণ্য, বিশ্বাসশূন্য, অলসতায় পূর্ণ, তাদের জন্যই পুরুষাকারের সৃষ্টি। যত্ন চেষ্টাই ত পুরুষাকার, কিন্তু সেই যত্ন চেষ্টা সমুদয়ই ভগবানের অনুকম্পার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'র্‌ছে, এ কথা আমি স্বীকার করি।

বরুণ। এ কথা আমরাও স্বীকার করি। এখন নাচনউলী-দিগে পাঠাবার বন্দোবস্তটা শীঘ্র শীঘ্র ক'র্‌বেন চলুন। দেখি, বেটা রুক্মাঙ্গদ শনির খর্পর হ'তে কেমন ক'রে রক্ষা পায়।

ইন্দ্র। চলুন, যতক্ষণ না কার্য্যোদ্ধার হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নয়।

যম। সে কথার আর বাদানুবাদে কাজ কি? নারায়ণ যা করেন, তাই হবে; চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

দ্রুতপদে রুক্মাঙ্গদ ও সন্ধ্যাবতীর প্রবেশ।

রুক্মাঙ্গদ। মহিষি! পুত্রের জন্য আর রোদন ক'র্‌ছ কি? এদিকে যে সর্ব্বনাশ হ'ল।

সন্ধ্যাবতী। যার জন্য ধর্ম্মাঙ্গদ আমার জন্মের মত ছেড়ে গেল, তা অপেক্ষা আর কি সর্ব্বনাশ হবে মহারাজ!

রুক্মাঙ্গদ। আর সাধের হরিবাসর-ব্রত পূর্ণ হবে না; আর নারায়ণের চরণ-দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটবে না। মহিষি! মহিষি! কি কুলগ্নেই আজ বিষ ভক্ষণ ক'র্‌তে ব'সেছিলাম! হায় পুরুষোত্তম, হায় ঠাকুর! (রোদন)

সন্ধ্যাবতী। এ কি আপনি যে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন? কেন মহারাজ! কি হ'য়েছে?

রুক্মাঙ্গদ। রাণি! কি হ'য়েছে, এখনও জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ? যা হবার তাই হ'য়েছে, হতভাগ্যের অদৃষ্টে কি কখন রত্নলাভ ঘটে? অন্তিমে স্বর্গলাভ ক'র্‌তে যাচ্ছিলাম, এখন নরকগামী হ'তে ব'সেছি। যাঁর জন্য পুত্রধনে বিসর্জ্জন দিলাম! হা বাবা ধর্ম্মাঙ্গদ! তোর মনোকষ্টের ফল বুঝি আমার হাতে হাতেই ফল্‌ল!

গীত।

ফল ফলিল রে, অভাগারে, বাহারে দুঃখ-নীরে।
যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন তরে, বিসর্জ্জিনু ধন তোরে,
বিধি দোষে কর্ম্ম ফেরে, সে ধর্ম্ম আজ গেল রে।
পুষেছিলাম কত আশা মনে ভেবে,
এ সাধের হরিবাসরে হরি আমার আসিবে,
ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম-ঠামে এসে দাঁড়াবে,
মনোসরোজ, পদ-সরসে ভাসিবে,—
সকল সুখ সাধ রৈল মনে, মলাম ঋষির কোপাগুণে
বল কি উপায়ে এক্ষণে, রক্ষা পাই এ দুস্তারে।

সন্ধ্যাবলী। কেন মহারাজ! অভুক্ত অতিথি ভোজন করিয়ে আহার ক'র্‌তে ব'সেছেন, আমি এই দেখে আসছি; এরই মধ্যে কি দুর্ঘটনা ঘ'ট্‌ল? কি হ'ল মহারাজ!

রুক্মাঙ্গদ। সেই বিষ ভক্ষণ ক'র্‌তে গিয়েই ত সর্ব্বনাশ হ'য়েছে রাণি। যেই সেই বিষ পঞ্চগ্রাস ক'রেছি মাত্র, অমনি এক অভুক্ত অতিথিব্রাহ্মণ দ্বারে উপস্থিত হ'লেন। আমি আগ-

স্তক ব্রাহ্মণকে সম্মুখে দেখে তাঁর সম্বর্দ্ধনার্থ বিস্মৃতির বশে সেই অশুচি অবস্থায় দণ্ডায়মান হ'লাম। অমনি ব্রাহ্মণ প্রলয়কালীন রুদ্রের ন্যায় আরক্ত চোখে ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে বিকৃত-স্বরে ব'ল্লেন, রে দাম্ভিক রুক্মাঙ্গদ! আজ তোর ধর্ম্মমদ, ঐশ্বর্য্যমদ এককালে দূর ক'র্‌ব। আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ব'ল্লেন, তোর একটী অপরাধ নয়, প্রথম অপরাধ, রাজ্যে অভুক্ত অতিথিকে রেখে তুই স্বয়ং আহার ক'র্‌তে ব'সেছিস! দ্বিতীয় অপরাধ এই, তুই অশুচি অবস্থায় আমার সম্মানের জন্য অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিস্ নাই! এই কথা বলেই ব্রাহ্মণ যজ্ঞোদ্ভূত যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ হস্তে উত্তোলন ক'রে 'বংশান্ত ক'র্‌ব' ব'লে অভিশাপ-প্রদানে উদ্যত হ'লেন! মহিষি! যদি তৎকালে একত্রে শত বজ্র সম্মিলিত হ'য়ে আমার মস্তকে পতিত হ'ত? তা হ'লেও তত আশঙ্কার কারণ হ'ত না! আমি কি করি, অনন্যোপায় হ'য়ে ব্রাহ্মণের পায়ে পড়্‌লাম। ব্রাহ্মণ আমার মিনতি এবং ভক্তি দেখে কতক ক্রোধ শান্ত ক'রে ব'ল্লেন, রে রুক্মাঙ্গদ! আমি তোর প্রতি প্রীত হ'তে পারি, যদি তুই সদ্য-কর্ত্তিত হরিণ-শিশুর মাংস পারণা করাতে পারিস্। আমি তখন তাই স্বীকার ক'র্‌লাম। হায় রাণি! এখন উভয় সঙ্কট! কি করি! কোথায় মৃগ-শিশুর সন্ধান পাই! কিরূপে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করি! কোথায় যাই!

সন্ধ্যাবত। কি ক'র্‌বেন নাথ! অসহায়ের সহায় দীনবন্ধু হরি

ভিন্ন আর কে এ বিপদ্ হ'তে উদ্ধার করবার কর্ত্তা আছে মহারাজ ?

বেগে মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। রাজ্য গেল, রাজা গেল, প্রজা গেল, ব্রহ্ম-কোপানলে সব গেল! মহারাজ! উপায় করুন, শীঘ্র করুন! নৈলে সব গেল! অতিথি ব্রাহ্মণ মুহুর্ম্মুহু অগ্নির ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ ক'রছেন, তিনি আর অপেক্ষা ক'র্‌বেন না। মৃগশিশুর মাংস না পেলে, এইক্ষণে ঘোর সর্ব্বনাশ সংসাধিত হবে।

রুক্মাঙ্গদ। কি হ'বে মন্ত্রিন্? কিরূপে রক্ষা পাই? কিসে এই বিষম বিপদ-সাগরের মধ্যে কূল পাই? মন্ত্রি! সাগরে উত্তীর্ণ হ'লাম, গোষ্পদে পার হ'তে পার্‌লাম না। কি যে ক'র্‌ব, কি যে হ'বে, ভেবে স্থির ক'র্‌তে পার্‌ছি না। অহো! কপিলের অভিশাপে একদিন সূর্য্যবংশ ভস্ম হ'য়েছিল, আজ আবার এক অজ্ঞাত-কুলশীল-বিশিষ্ট অতিথি ব্রাহ্মণের উৎকট ক্রোধানলে সূর্য্যবংশ পুনঃ রসাতলগত হ'তে বসেছে। মন্ত্রি! শুধু বংশ নষ্ট হ'বে না, চিরদিন দগ্ধভাগ্য রুক্মাঙ্গদকে ভীষণ রৌরবে কালযাপন ক'র্‌তে হবে। কি হ'বে মন্ত্রি, কি হ'বে!

মন্ত্রী। একটুকু সময় প্রার্থনা ক'র্‌লাম, ব্রাহ্মণ তাতেও সম্মত হ'লেন না, কি হ'বে মহারাজ!

সন্ধ্যাবতী। হা জগন্নাথ! এ আবার কি ক'র্‌লেন ঠাকুর!

বেগে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূষক। রেখে দে, রেখে দে তোর বামুন। ঢের ঢের বামুন দেখেছি; আমিও বাবা নৈকষ্যি কুলিনের ছেলে, কেবল রাই ধোপানীর সঙ্গে পীরিত ক'রেই যা বল। নৈলে ঢের ঢের অর্কওয়ালা বামুন দেখেছি, কিন্তু এমন বেয়াড়া দুষ্মণ চেহারার বামুন কখন দেখি নাই। একটুকু ভয় নাই? খাবি তো খাবি মৃগমাংস, আরে বাপ্ রে আসুক। মুখের কথা ব'ল্লেই হলো! রাজা কি মৃগ-শিশুর জন্ম দিচ্চেন যে, বের ক'রে দিলেই হ'লো! একটুকু বিবেচনা নাই! পাছে দেরী হ'লে মাংসটা ফস্কে যায়! আরে বাপু, তা কি হবার উপায় আছে! এ যে অযোধ্যা, এমন সত্যসন্ধ রাজা আর কি কোথাও আছে?

রুক্মাঙ্গদ। অহো বুঝ্লাম বিদূষক! অদৃষ্ট আমার বাম হ'য়েছে! তা না হ'লে এতে আর অপরাধ কিসের—

ছদ্মবেশে শনৈশ্চরের প্রবেশ।

শনৈশ্চর। অপরাধ কি? অপরাধ কি? রাজা হ'য়ে যে পাপাশয়, রাজধর্ম্মের অপমান ক'রে, তার অপরাধ কি? যে ব্রাহ্মণের সম্মান-রক্ষার জন্ম ব্রহ্মণ্যদেব বক্ষোপরি ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন ধারণ ক'রেছেন, সেই ব্রাহ্মণের অসম্মান ক'রেও তার অপরাধ কি?

রুক্মাঙ্গদ। প্রভো! এ নরাধম ত ব্রাহ্মণে আর ব্রহ্মণ্যদেবে কোন প্রভেদ বিবেচনা করে না। ব্রাহ্মণের অপমান করা দূরের কথা, এই রাজ্যে যদি কোন দুরাচার কোন দিন ব্রাহ্মণের পাদোদক পান না ক'রে জলগ্রহণ করে, তৎক্ষণাৎ তার চির-নির্ব্বাসন দণ্ড অনুমতি হয়। রুক্মাঙ্গদ ব্রাহ্মণের চিরদাস, ব্রাহ্মণের মান্য রক্ষা ক'র্‌তে জানে বলেই রুক্মাঙ্গদের এত গৌরব।. সে রুক্মাঙ্গদ কখনই ব্রাহ্মণের অসম্মান করে নাই।

শনৈশ্চর। করে নাই? রুক্মাঙ্গদ ব্রাহ্মণের অপমান করে নাই? উপবাসী ব্রাহ্মণ, এই মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে রুদ্ধকণ্ঠে, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, কণ্ঠাগত প্রাণে বার বার সংবাদ প্রেরণ ক'র্‌ছি, যিনি রাজধর্ম্মের অধিনায়ক, যার রাজ্যে ব্রাহ্মণের পাদোদক পান না ক'র্‌লে চির-নির্ব্বাসন দণ্ড অনুমতি হয়, তিনি একবার, দুইবার, তিনবার এমন কি চারিবার সংবাদ পেয়েও তথাপি অন্তঃপুরমধ্যে রমণীমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হ'য়ে আনন্দ-সাগরে মগ্ন আছেন! দ্বারে ব্রহ্ম-হত্যা হয়. অথচ যিনি হরিভক্ত রাজা, তিনি পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন ক'র্‌ছেন, এতে ব্রাহ্মণের অবমাননা হয় নাই? রাজধর্ম্মের অবমাননা হয় নাই? যদি হ'য়ে থাকে, তবে জান্‌তে চাই যে, এই রাজ্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে কিরূপ কার্য্য ক'র্‌লে ব্রাহ্মণের অবমাননা হয়? অসহ্য—অসহ্য, নিতান্ত অসহ্য! এতাদৃশ দুরাচারের দণ্ড বিধান না ক'র্‌লে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম রক্ষা আর কোন প্রকারে হবে না। দুরাচার বক-

ধার্ম্মিক! শ্রীহরির ভক্ত এই বিবেচনায় মনে মনে বড় অহঙ্কার! দেখ্‌বো সেই অহঙ্কার চূর্ণ হয় কিনা? দেখ্‌বো সে গর্ব্ব খর্ব্ব হয় কি না? ব্রহ্ম-কোপাগ্নির তেজঃ আছে কি না? যে তেজোবলে একবার সগরবংশ ভস্মীভূত হ'য়েছিল, সেই তেজোবলে পুনর্ব্বার সূর্য্যবংশ ভস্ম হয় কি না? (শাপপ্রদানোদ্যত)।

মন্ত্রী। (পদ-ধারণ পূর্ব্বক) প্রভো করেন কি, করেন কি! মহাত্মন্! ক্ষান্ত হোন্। আপনি কাকে ভস্মীভূত ক'র্‌তে যাচ্চেন? রাজা রুক্মাঙ্গদকে? ভাবুন দেখি, আপনার আগমন-সংবাদ জ্ঞাত-মাত্র মহারাজ আহার ক'রতে বসেই গাত্রোত্থান ক'রেছেন কি না? এখন পর্য্যন্ত ওঁর আচমন করা হয় নাই। এ হেন রাজা কি ব্রাহ্মণের অপমান ক'র্‌তে পারে?

শনৈশ্চর। সে পরামর্শ তোমায় জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

মন্ত্রী। প্রভো! ক্ষমা করুন। ক্ষুৎ-পিপাসায় আপনি নিজে অবসন্ন, এ জন্য প্রকৃত বিষয় অনুভব ক'র্‌তে পারেন নাই। যদি মহারাজ রুক্মাঙ্গদের ভক্তি না দেখ্‌তে পান, তবে আর এ জগতে কোথাও দেখ্‌তে পাবেন না। মহাসমুদ্র যদি শুষ্ক বোধ ক'রে থাকেন, তা হ'লে জল আর এ জগতে নাই। আপনি রাজা রুক্মাঙ্গদকে অধার্ম্মিক বিবেচনা ক'রে যথার্থই বিষম ভ্রমে পতিত হ'য়েছেন।

শনৈশ্চর। ভ্রম, ভ্রম, ভ্রম! সেই ভ্রমই আজ দুরাত্মাকে—

মন্ত্রী। বিনয় করি, শান্ত হোন, অভিশাপ দিবেন না।

রুক্মাঙ্গদ। না মন্ত্রিন্! আর নিবারণ করো না. আমার মত নরাধমকে যে ব্রাহ্মণে অভিসম্পাত ক'র্বেন, সে ত অতি সৌভাগ্যের কথা! আমার এতক্ষণে ভয় ঘুচেছে। না মন্ত্রিন্! আর অনুরোধ ক'র না, সূর্য্যবংশে ব্রহ্মশাপই হ'ক্।

মন্ত্রী। বলেন কি? ব্রহ্মশাপ সৌভাগ্যবশতঃ হয়? আপনি কি উন্মত্ত হ'লেন না কি!

রুক্মাঙ্গদ। মন্ত্রিন্! যথার্থই ব্রহ্মশাপ সৌভাগ্যবশতঃই হয়। কেন না, ব্রাহ্মণের কোপ হ'লেও যে ফল, আর ব্রাহ্মণ সন্তোষ হ'লেও সেই ফল। ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ আর নিগ্রহ উভয়ই হিতকর। বরং ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের নিগ্রহ অধিক মঙ্গলজনক।

মন্ত্রী। ব'ল্‌ছেন কি? ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত মঙ্গলজনক? গৌতম-শাপে গৌতম-পত্নী ষষ্টি সহস্র বৎসর পাষাণী হ'য়েছিল, তা কি জানেন না? এই কি আপনার ব্রহ্মশাপ হিতের জন্য?

রুক্মাঙ্গদ। মন্ত্রিন! ভেবে দেখ দেখি, অহল্যার প্রতি যে ব্রহ্মশাপ তা কি মঙ্গলের জন্য নয়? যদি ব্রহ্মশাপ না হ'তো, তাহ'লে কি অহল্যা সেই পতিত-পাবন পরমব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের পদরেণু স্পর্শে পবিত্রা ও প্রাতঃস্মরণীয়া হ'ত? নতুবা যে পদ পাবার আশায় দেবাদিদেব মহাদেব সর্ব্বদা শ্মশানে বাস ক'র্‌ছেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির পদলাভ করা কি অহল্যার ভাগ্যে ঘট্‌তো? আরও দেখ, সেই দশরথ রাজার প্রতি ব্রহ্ম

শাপ হ'য়েছিল ব'লেই ত, নারায়ণকে নররূপে ধরাধামে জন্মগ্রহণ ক'র্‌তে হ'য়েছিল। যদি না হ'ত, তাহ'লে রাক্ষসকুল, বানরকুল ও চণ্ডালকুল কেমন ক'রে পবিত্র হ'ত? তাই বলি, ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত হ'লে আমি এখন কৃতার্থ হই।

মন্ত্রী। বলেন কি মহারাজ! ব্রহ্মশাপে অহল্যার মুক্তি হ'য়েছিল ব'লে কি ব্রহ্মশাপ মঙ্গলজনক? একবার সগর-বংশের দুর্গতির কথা ভাবুন দেখি?

রুক্মাঙ্গদ। তাই ভাব মন্ত্রিন্! তাই ভাব। তাহ'লেই তোমার মোহঘুম ভেঙে যাবে। যদি সগর-বংশে ব্রহ্মশাপ না হ'ত, তাহ'লে কি তাদের পাপের ভারে বসুন্ধরা এতদিন স্থিরা থাক্‌তেন? তাই বা কেন? সগরবংশে যদি ব্রহ্মশাপ না হ'ত, তাহ'লে কি ভগীরথের জন্ম হ'ত? না সর্ব্বসন্তাপ নাশিনী বিষ্ণুপদোদ্ভবা মা সুরধুনী ধরাধামে আস্‌তেন? বল, তাহ'লে প্রাণীর উপায় কি হ'ত? কোন্ পবিত্র-সলিলে অবগাহন ক'রে পাপী-তাপী মানব, মনের ও শরীরের জ্বালা দূর ক'র্‌তো? মন্ত্রিন্! আর কোন ভয় নাই! শ্রীহরির নাম উচ্চারণ কর। ব্রাহ্মণ শাপ দিন, আর কোন ভয় নাই।

গীত

আর নাই ভয় গাও বিশ্বময় জয় ব্রাহ্মণের জয়।
(আমার) ঘুচে যাবে তাপ হোক্ ব্রহ্মশাপ,
দ্বিজের দয়া ক্রোধ সমান উভয়।

স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ব্রাহ্মণ আকারে, ধরায় অবতীর্ণ পাপী তরাবারে,
দ্বিজ নয় সামান্য, ধরায় সেই ধন্য যার জন্য দ্বিজের হয় ক্রোধোদয়॥

শনৈশ্চর। (স্বগত) এ আবার কি হ'লো! তাহ'লে শনির উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় কৈ? তা হ'চ্চে না! তোমাকে বনে পাঠাতেই হবে। (প্রকাশ্যে) বলি মহারাজ! ওহে সত্যসন্ধ পুণ্যশ্লোক রাজন্! তুমি যে মৃগ-শিশুর মাংস আহার করাবে ব'লে প্রতিশ্রুত হ'য়ে আমায় অপেক্ষা ক'র্‌তে ব'লে এলে, তার কি হ'লো? বলি, এখন যে ব্রহ্মশাপ প্রার্থনা ক'র্‌ছ? আচ্ছা আচ্ছা, তাই নয় হ'বে, তাই নয় তুমি ব্রহ্মশাপে অনন্ত সুখময় স্থান বৈকুণ্ঠধাম লাভ ক'র্‌বে, তাই নয় তুমি উপবাসী অতিথি ব্রাহ্মণের অবমাননা ক'রে অহল্যার ন্যায় মুক্তি. সগর-বংশ উদ্ধারের ন্যায় সুরধুনীকে লাভ ক'র্‌বে। আরে দুরাচার—

রুক্মাঙ্গদ। আজ্ঞে না! সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময় দিন। মৃগ-শিশু অন্বেষণে মৃগয়ায় বহির্গত হই। মৃগয়ায় না গেলে মৃগ-শিশু কোথায় পাবো প্রভো! আপনি মূর্ত্তিমান্ বৃহস্পতি-স্বরূপ! জ্ঞানে লোক-শিক্ষার আদর্শ। একটুকু ক্রোধ সম্বরণ করুন! হতভাগ্য ব্যক্তির প্রতি কৃপা দৃষ্টি করুন।

শনৈশ্চর। তারপর? (স্বগত) এখন তোমাকে বনে পাঠানই আমার প্রয়োজন। (প্রকাশ্যে) তার পর?

বিদূষক। তার পর গরম গরম মসলা দিয়ে, বুঝ্‌লে ভায়া। "ছেলের নামে পোয়াতি পাবে" দুই ভায়ে মজা ক'রে কচি কচি নরম নরম মৃগমাংসের অস্থিগুলি এই দন্তে দন্তে চর্ব্বণ

ক'রে, বাঁধা সালসার কাজ গোছাল করা যাবে। বুঝ্‌লে ভায়া! তার পর।

শনৈশ্চর। কি বর্ব্বর, আমায় উপহাস?

বিদূষক। বা মাণিক! এ বুঝি তোমায় উপহাস হ'লো! তবে বোবা হ'য়ে রৈলাম। কিন্তু তা ব'লে যেন এ নরাধম মৃগ-মাংসে বঞ্চিত না হয়!

রুক্মাঙ্গদ। প্রভো! অপরাহ্ন প্রায়। অনুমতি দেন ত—

শনৈশ্চর। দিলাম। কিন্তু মহারাজ। এটী যেন বেস স্মরণ থাকে, আমি এতাবৎকাল অভুক্ত। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা, এ কেবল তোমার অলৌকিক বিনয়গুণের বিনিময়।

রুক্মাঙ্গদ। দয়াময় হরি রক্ষা ক'র্‌লেন! মহিষি! তুমি মন্ত্রী মহাশয়কে ল'য়ে উভয়ে অতিথি ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাক, আমি মৃগয়ায় গমন করি। যত শীঘ্র পারি, মৃগ-শিশু শিকার ক'রে আন্‌ছি। হে বিপদভঞ্জন মধুসূদন! তুমিই এখন এ নরাধম রুক্মাঙ্গদের একমাত্র ভরসা। তোমারই অভয় নাম ল'য়ে মৃগান্বেষণে মৃগয়ায় যাত্রা ক'র্‌লাম ঠাকুর! যেন নিষ্কলঙ্ক বাঞ্ছাকল্পতরু নামে আজ কলঙ্কের কালি না পড়ে দয়াময়! শ্রীহরি! শ্রীহরি! শ্রীহরি! [দ্রুতপদে প্রস্থান।

বিদূষক। ভায়া! আর কেন? একটুকু পাচারি করা যাক্ চল। মহারাজ আজ যখন স্বয়ং মৃগয়ায় বেরিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই অদৃষ্টে যে মৃগমাংসের ঝোল দিয়ে "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্' গোল গোল চক্রাকার দিয়ে বুঝ্‌লে ভায়া,

উদর-দেবের তৃপ্তি-সাধন ঘটবে, সেটা নিশ্চয়। হরি! হরি! মহারাজকে মৃগ-শিশু মিলাও ঠাকুর! আমারও বহুদিন মৃগ-মাংস ভক্ষণ হয় নাই। চল, চল ঠাকুর চল। একটুকু দক্ষিণে হাওয়া খাওয়া যাক্ গে।

শনৈশ্চর। (স্বগত) এ বেটার বামুন মহা বেগতিক লাগালে বেটা জানে না যে, আমি কে? তাহ'লে এতক্ষণ জুজু মেরে থাকৃত। আমি শনি,—রাজ্যনাশ—বংশনাশ আমার পদার্পণেই ঘটে। রুক্মাঙ্গদ রাজার ত ঘটিয়েছি। এখন এ বেটারাও তাই ঘটাবো না কি? তা এ বেটার কি আছে বল?—রাজ্যও নাই; আর বংশও নাই। যাই হোক্, এ স্থানে থাকা আর উচিত নয়। রাজা ত মৃগয়া ক'র্‌তে গেলেন, কিন্তু মৃগয়ায় যে কি শিকার আছে, শনির চক্রান্তে যে, সেখানে কি সর্ব্বনাশ সজ্জিত হ'য়েছে, তা বাছাধন গেলেই টের পাবেন। আমিও সেখানে গিয়ে মিশ্‌ছি। এখন কৌশল ক'রে এখান হ'তে প্রস্থান ক'র্‌তে হবে।

মন্ত্রী। দ্বিজবর! তা হ'লে আর অপেক্ষা কেন। চলুন, বিশ্রামাগারে একটুকু বিশ্রাম ক'র্‌বেন।

শনৈশ্চর। চল, চল, মন্দ কি।

(সকলে গমনোদ্যত, সহসা সম্মুখে একটী মৃগ-শিশুর আবির্ভাব)।

মন্ত্রী। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য! দেখুন, দেখুন! ইচ্ছাময় হরির কি ইচ্ছা দেখুন! মহারাজও মৃগয়ায় বহির্গত হ'লেন, অমনি একটা মৃগ-শিশু নৃত্য ক'র্‌তে ক'র্‌তে এই দিকে আসছে

দেখুন! আহা ভক্তবৎসল হে! ধন্য তোমার লীলা! ভক্তকে কিরূপে রক্ষা ক'র্‌তে হয়, তা আপনিই বিলক্ষণ জানেন প্রভো! ব্রাহ্মণ ঠাকুর! ধন্য আপনার আশীর্ব্বাদ! রাজ্ঞি! মা! মৃগ-শিশু দেখ্‌ছেন কি! (গ্রহণপূর্ব্বক) এই যে আপনা হ'তেই মৃগ-শিশু ধরা দিলে! কৈ একবারও ত মৃগ-শিশু চঞ্চল হ'লো না! যেন মহারাজের প্রতিজ্ঞা-পূরণের জন্যই এ মৃগশিশু অপেক্ষা ক'র্‌ছিল! বিদূষক! তুমি অগ্রসর হ'য়ে দেখ, বোধ হয় মহারাজ মৃগয়ার পথে এখনও অধিক দূর যেতে পারেন নাই। শ্রীহরির কৃপায় গৃহেই মৃগ-শিশু মিলেছে, এই কথা বল গে। তা হ'লেই তিনি প্রত্যাবৃত্ত হবেন; আর কষ্ট ক'র্‌বার প্রয়োজন কি?

বিদূষক। (স্বগত) এ বেটা আবার মহা বেগতিকে ফেল্‌লে! তা তিনি গেলেনই বা! আরও দু' চারটা মৃগ-শিশু জমা হ'ক্‌ না। এই মৃগশিশুটী বামুনকে খেতে দিয়ে বিদায় ক'রে দিন, আর বাকী গুলো—উদর—মহৎ দেব। তা ব'লে আমি মহারাজকে ফিরাতে যাচ্ছি না বাবা!

মন্ত্রী। বিদূষক! শীঘ্র যাও। অপেক্ষা ক'র্‌ছ-যে!

শনৈশ্চর। মহারাজ বোধ হয় এতক্ষণ বনমধ্যে প্রবেশ ক'রেছেন।

বিদূষক। (ব্যস্তভাবে) নিশ্চয়ই। তিনি এখন গেছেন কি— এতক্ষণ বোধ হয় শিকার ক'রে ফির্‌লেন!

মন্ত্রী। না, না, বোধ হয় তিনি এতক্ষণ রাজপুরী উত্তীর্ণ হ'তে পারেন নাই।

শনৈশ্চর। না, না, তা কি হ'তে পারে! মহারাজ অতি ব্যস্তেই গেছেন।

বিদূষক। ব্যস্ত ব'লে ব্যস্ত, তীরের মত ছুটে বেরিয়েছেন। কি বলেন ঠাকুর মশায়! এতক্ষণ নিশ্চয়ই তাঁর শিকার করা হ'য়ে গেছে। মিছে আমার যাওয়া! তার চেয়ে মন্ত্রি মহাশয়! এক কাজ করুন, এই মৃগ-শিশুটী হত্যা ক'রে রন্ধন ক'র্ত্তে দিন্ গে। ব্রাহ্মণ্ ক্ষুধার্ত্ত, শীঘ্র আহারের উদ্যোগ করিয়ে এঁকে আহ্বান করান। পরে মহারাজ শিকার ক'রে ফিরে এসে, এ কথা শুন্‌লে অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন। কেমন রাণি মা! এতে আপনার মত কি?

সন্ধ্যাবতী। উত্তম পরামর্শ। মন্ত্রি মহাশয়! বিদূষক মহাশয়ের কথামত আপনি কাজ করুন। তাতে মহারাজ সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হবেন না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মা! আপনারা অপেক্ষা করুন। আমি মৃগ-শিশুটী হত্যা ক'রে আনি গে।

[প্রস্থান।

শনৈশ্চর। (স্বগত) এই ঠিক হ'লো! এইবার প্রস্থানের সুযোগ আপনা হইতেই হ'য়েছে। যাই হ'ক্, এবার রাণীর সহিত দু' পাঁচটা কথা ব'লে এর পোড়া বুককে আরও পুড়িয়ে দি! আমি শনি, আমার পদার্পণে কারও মনের সুখে থাক্‌বার কথা নয়! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা রাণি মা! আপনার কয়টী পুত্র?

সন্ধ্যাবতী! বাবা, আর কেন আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন?

শনৈশ্চর। কেন মা! আপনি কি বন্ধ্যা?

সন্ধ্যাবতী। না বাবা, আমি পুত্র-সত্তেও বন্ধ্যা! বাবা ধর্ম্মাঙ্গদ রে—(রোদন)।

বিদূষক। ঠাকুর! চুপ কর। রাণী মা একে পাগলিনী, আর আগুনে ঘি দিবেন না!

শনৈশ্চর। এ কেমনতর কথা হ'লো!

বিদূষক। কেমনতর কথা নয়! ওঁর একটী মাত্র পুত্র ছিল, মহারাজ তার নির্ব্বাসন ক'রেছেন।

সন্ধ্যাবতী। বাবা গো! বাছার চাঁদমুখ মনে প'ড়্‌লে আমার বুক ফেটে যায়। বাবা আমার! তুই গেলি, হতভাগিনীর কি উপায় ক'রে গেলি যাদু! মাণিক রে! তোমা বিনা যে অযোধ্যা অন্ধকার হ'য়েছে! ধর্ম্মাঙ্গদ রে! তোকে কেমন ক'রে ভুলি বাবা! (রোদন)

কর্ত্তিত মৃগ-হস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। বিদূষক! পাচককে ডাক। শীঘ্র মৃগ-শিশুর মাংস রন্ধন ক'রে দিক্। রাণি মা! আপনি একজন পরিচারিকাকে ডেকে এই মৃগমাংস প্রস্তুত ক'র্‌তে দিন। আসুন দ্বিজবর, আমরা ততক্ষণ বিশ্রামাগারে বিশ্রাম করি গে।

(করস্থ মৃগশিশুর সহসা গো-বৎস মূর্ত্তি-ধারণ)

শনৈশ্চর। এ কি, এ কি! এ কি হ'লো! মৃগ-শিশু গো-বৎস হ'ল যে!

সকলে। তাই ত, তাই ত, এ কি হ'লো!

শনৈশ্চর। এ কি হ'লো, তুই জানিস্ না দুরাচার! তুই না পুণ্যাত্মা ধর্ম্মশীল রুক্মাঙ্গদের মন্ত্রী? তোর না ত্রিকাল অতীত হ'য়ে চতুর্থ কাল সমাগত? হা ম্লেচ্ছ! হা দুর্বৃত্ত! দেখ্ দেখি, এই কি তোর মৃগ-শিশু! গো-বৎস হত্যা ক'রে মৃগ-শিশুর মাংস ব'লে আমার ধর্ম্ম নষ্ট ক'র্‌তে যাচ্চিস্? আরে পিশাচ! হিংস্র শার্দ্দূল! দেখ্ দেখ্, আজ ব্রহ্ম-কোপানলে কে তোকে রক্ষা করে? আজ সেই ধূর্ত্ত অদূরদর্শী পাপমতি রুক্মাঙ্গদের বংশনাশ রাজ্যনাশ ক'রে তবে এই দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণের মহাপারণার মহাব্রত পূর্ণ হবে। আমার ধর্ম্ম নষ্ট ক'র্‌তে তোরা যেমন উদ্যত হ'য়েছিলি, তেমন তোরা নিজ নিজ ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিবি। হা দুরাচার! পবিত্র নিষ্কলঙ্ক সূর্য্যকুলের আবাসভূমি অযোধ্যায় গো-বৎস হত্যা ক'র্‌লি? আর এ পাপরাজ্যে ক্ষণকালের জন্য আমার থাকা কর্ত্তব্য নয়। তোদের ধূর্ত্ত রাজাকে বলিস, সে পাপবুদ্ধি কোশল-বাগুরা প্রসারিত ক'রে যেমন আমার সনাতন-ধর্ম্মে কলঙ্ক লেপন ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিল, তেমনি আমার অভিশাপে তার রাজ্যনাশ, বংশনাশ অচিরেই সম্পন্ন হবে। সে যেমন অভুক্ত অতিথির পারণা না করিয়ে, নিজে দগ্ধ উদর-জ্বালায় মূত্র বিষ্ঠা ভক্ষণ ক'রেছিল, তেমনি তাকে আমার শাপে

স্বর্গ-সুখের পরিবর্ত্তে সেইরূপ বিষ্ঠা-মূত্রময় স্থানে আজীবন কালযাপন ক'র্‌তে হবে। অথবা তাই কেন? আজ এই দণ্ডে সেই পাপাচারী কুটিলমনা ক্রূর রাজার রাজ্য ধ্বংস ক'র্‌ব। রে যজ্ঞোপবীত! মহাযজ্ঞে ঋষিমুখ-নিঃসৃত সিদ্ধ-মন্ত্রে তোমার উৎপত্তি! অনাহারে তোমার মহাসম্মান আমরা রক্ষা করি; এস, আজ এই আশ্রিত ব্রাহ্মণের সম্মান তুমি রক্ষা ক'র্‌বে এস। (শাপপ্রদানোদ্যত)

সন্ধ্যাবতী। (পদধারণ-পূর্ব্বক) ঠাকুর, ঠাকুর, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! পায়ে ধরি রক্ষা করুন! একে পুত্র-শোকানলে জ্ব'লে পুড়ে ম'র্‌ছি, আর প্রাণে ব্যথা দিবেন না! আমরা কোন অপরাধে অপরাধী নই ঠাকুর! আপনি অন্তর্য্যামী, একটু অন্তরে চিন্তা ক'রে দেখুন না! ঋষিরাজ! আমাদিগে রক্ষা করুন।

গীত

রক্ষ হে ঋষিরাজ এই ভিক্ষা করি।
ক্ষম স্বগুণে, কৃপা-নয়নে, বেদনা দিও না প্রাণে,
সত্য কহি প্রভো, নিত্য শ্রীচরণে, আবদ্ধা আশ্রিতা কিঙ্করী।।
কর কৃতার্থ এক্ষণে, পরমার্থ-পদ-দানে,
যে ব্যাধির কোন ব্যাধি নাই হে নিদানে,
সে বিধি ঐ শ্রীচরণে, ব্যক্ত বেদ পুরাণে,—
জীবে মুক্তি পায় নিদানে, বিপ্র-পাদোদক পানে,
সে দ্বিজ হ'লে হে বাম, ওহে প্রভু গুণধাম, কি সুখে জীবন ধরি।।

শনৈশ্চর। যাও, যাও রাণি! স্বকার্য্যের প্রতিফল ভোগ কর গে। এ পাপ-রাজ্যমধ্যে ক্ষণকালের জন্য ব্রাহ্মণের অবস্থান করা কোন মতে বিধেয় নয়।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

সন্ধ্যাবতী। ধর ধর মন্ত্রি! মোরে,
ঘোর অন্ধকারে, নাহি চলে দৃষ্টিশক্তি আর!
চারিধার ব্যূহাকারে ব্যাপে ধূমরাশি।
আকাশ পাতাল মহাকাল-মূর্ত্তি ধরি যেন,
সপ্তসিন্ধু আনি ব্যাপিয়াছে সুন্দরী অবনী।
নীরদ কালিমাময়! অনন্ত অনন্ত জুড়ে, আছে প'ড়ে,
প্রলয়ের বারি, ছুটে তায় তরঙ্গ-লহরী,
এক লীন, পুনঃ আবির্ভাব!

মন্ত্রী। রাজ্ঞি! মাতঃ! দেখি সব তড়িতের খেলা!
বিশ্ব-মেলা যাদুতে ডুবিল বুঝি!
মৃগ-শিশু গো-বৎস হইল,
না জানি ব্রাহ্মণ, কিবা ভাবে এসেছিল পুরে।

বিদূষক। অবাক্! অবাক্! হরিণ-বাচ্চা বাছুর হ'ল! অবাক! অবাক্! মুখে আর কথা সরে না! অবাক্ অবাক্, হ'য়ে গেছি তাক্।

সন্ধ্যাবতী। হায় মন্ত্রি! দেখ দেখ, দ্বিজ গেল কতদূর!
ফিরাও ফিরাও তারে, শান্ত কর ব্রাহ্মণেরে,
দাও দাও পাদ্য অর্ঘ্য জল।

অবিরল কায়মনে যাচহ আশীষ বর !
ঐ, ঐ, ভবিষ্যের ছবি ভয়ঙ্কর !
দিগম্বরী এলোকেশী রণ উলাঙ্গিনী—
কে রমণী আযোধ্যার দ্বারে করেন রোদন !
ছেঁড়ে কেশ, ছিন্ন বেশ, ভীতির ভবন !
ঘোর অন্ধকার কুহেলিকাময় !
তাথৈ তাথৈ নৃত্য তার চারিভিতে ।
অট্টহাসে পূরিতা মেদিনী !
কে রমণি ! কে রমণি ! তুমি কে রমণি !
অযোধ্যা প্রকৃতি ? হইবে অযোধ্যা শ্মশান !
চিতাবহ্নি জ্বলিয়া উঠিছে ধূ ধূ !
যাও যাও মন্ত্রি ! শুন বাণী,
ব্রাহ্মণের পাদোদক আনি,
নিবাও নিবাও চিতা দীপ্ত হুতাশন !
জ্ব'লেছে প্রলয়ানল সূর্য্যবংশ ধ্বংসের কারণ ।
কোথা মহারাজ ! দাও গে সংবাদ !
মন্ত্রি ! মন্ত্রি ! ক'র না ক ব্যাজ,
গিয়ে বনমাঝে, বল মহারাজে,
জ্ব'লেছে প্রলয়ানল সূর্য্যবংশ ধ্বংসের কারণ ।

[বেগে প্রস্থান ।

মন্ত্রী । কোথা যাবো ? কোন্ বনে আছেন রাজন্ ?
কোন্‌রূপে দিব গে সংবাদ ?

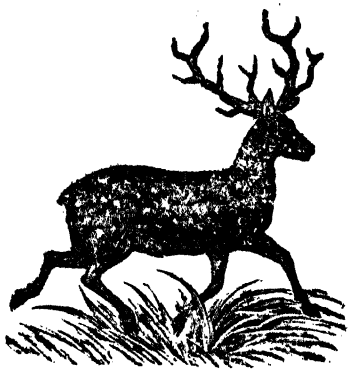
আর হায়! বলিব কেমনে,
আজ মন্ত্রিবুদ্ধি-দোষে অকারণ
জ্ব'লেছে প্রলয়ানল সূর্য্যবংশ ধ্বংসের কারণ!
কোন্ পথে যাই, কাহারে সুধাই,
কোন্ বনে আছেন রাজন্?
কেমনে বলিব, হায়! আজ মন্ত্রিবুদ্ধি দোষে অকারণ
জ্ব'লেছে প্রলয়ানল সূর্য্যবংশ ধ্বংসের কারণ।

[বেগে প্রস্থান।

বিদূষক। অবাক্! অবাক্! হরিণ-বাচ্চা বাছুর হ'ল! তাই ত মুখে আর বাক্ সরে না! তাই ত, তাই ত, রাই ধোপানীর শ্রীমন্দিরে যেতে পার্‌ব ত! অবাক্! অবাক্!

[প্রস্থান।

ঐক্যতান বাদন।



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মায়া কানন।

দ্রুতপদে ধনুর্ব্বাণ-হস্তে রুক্মাঙ্গদের প্রবেশ।

রুক্মাঙ্গদ। দীনের বন্ধু জগন্নিবাস হরি! শক্তি দাও, শক্তি দাও, শক্তি দাও! কৈ, একটাও ত হরিণ-শাবক দেখ্‌তে পাচ্চি না! বন তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'র্‌ছি, এই হরিণ-শিশু দেখ্‌তে পাচ্চি, এই আবার কোথায় তারা বনের পাতায় মিশিয়ে যাচ্চে! শ্রান্ত দেহ, আর পারি না দয়াল ঠাকুর! জীবের জীবন জগন্নাথ! শক্তি দাও, শক্তি দাও, শক্তি দাও। অতিথি ব্রাহ্মণ মৃগমাংসের আশায় আমার দ্বারে অপেক্ষা ক'রে র'য়েছে; প্রতিজ্ঞা ক'রে গৃহ

হ'তে বহির্গত হ'য়েছি যে, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আপনাকে মৃগ-মাংস আহার করাব। কিন্তু কৈ? হরিণ-শাবক কোথায়? সুশ্যামল ঘন নিবিড় অরণ্যাণী, কত জন্তুর চিরবাস, কিন্তু একটী মৃগ কোথাও নাই। দয়াময়! অসহায়ের সহায় হরি হে! কি ক'র্‌লে প্রভো! ভক্ত-বৎসল নাম কোথায় রাখ্‌লে ঠাকুর! আর অধিক বেলাও নাই। সূর্য্যদেব অস্তাচল-পতনোন্মুখ! রশ্মিজাল ক্রমেই তেজোহীন! বিহঙ্গম নীড়া-ভিমুখী! দিনের দিন গেল, কত দীনের দীনতা ঘুচ্‌ল, কিন্তু হতভাগা অভাগার কোন অভাব ত ঘুচ্‌ল না! কৈ, হরিণ-শিশু কোথায়? তারা প্রাণের ভয়ে—না না, আমার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের জন্য লুক্কায়িত হ'য়েছে! অথবা কে জানে, তাদের মনের কথা! মনোময় বাঞ্ছাকল্পতরু হরি! হতভাগা রুক্মাঙ্গদের উপায় কি ক'র্‌লে দয়াল! ঐ না দুটো মৃগশাবক! কজ্জল-ভূষিত চক্ষুঃ-চতুষ্টয়, গাঢ়-কালিময় বনজ-মহীরুহ-পত্রের মধ্য দিয়ে বেস দেখা যাচ্চে! ঐ যে—আহা—হা—অতি সুন্দর! অতি সুন্দর! অতি মনোহর! বনকে যেন আলো ক'রে তুলেছে! কি চারু-চিত্রিত বপু! যাই, যাই, দয়াল হরি হে! তোমার দয়ার পরিচয় ত হাতে হাতেই পেলাম। ধন্য প্রভো! যাই, যাই, এখন একটা শিকার ক'র্‌তে পার্‌লে হয়! আর না যাই, প্রভো! শক্তি দাও, শক্তি দাও, শক্তি দাও।

[বেগে প্রস্থান।

অপ্সরাগণের পশ্চাতে রুক্মাঙ্গদের বেগে প্রবেশ।

অপ্সরাগণ। গীত

বধো না বধো না হরিণে ॥
বঁধু, এ নহে মৃগ, মৃগাক্ষি রমণী মোরা ভ্রমি বনে বনে।
গুটাও রে প্রাণ বাণ তুণে, কোমল-কায়ে বিঁধিবে কেমনে,
উহু মরি মরি বাঁচিনে, বাঁচিনে মদন-দাহনে ॥
(লাজে মরি, আমরা)।

[বেগে প্রস্থান।

রুক্মাঙ্গদ। কি বিচিত্র ব্যাপার। হরিণ-শাবক অকস্মাৎ দিব্য দিগঙ্গনা-মূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌লে! বিবিধ তানমানলয়-সংমিশ্রিত মৃদু-মধুর স্বর-লহরীতে বনপাদ আচ্ছন্ন ক'রে দিলে! এ সঙ্গীতে ঋষির মনও চঞ্চল হয়! রসহীন বালকেরও চিত্ত-বৈকল্য জন্মে! অপূর্ব্ব যুবতী মূর্ত্তি! কে এরা? আবার ঐ না—তারাই? না, একটী নয়, দুটী নয়, এবার যেন তার চেয়েও অধিক হরিণ-শিশু! কোথা হ'তে বাহির হ'ল! এই ত দেখ্‌লাম, বনে একটীও হরিণ-শিশু নাই, চক্ষের পলক না প'ড়্‌তে এত হরিণ-শিশু কোথা হ'তে এলো! যাই হরি হরি ব'লে শর নিক্ষেপ করি। প্রেমময়! প্রেমসিন্ধো! অতিথি ব্রাহ্মণ মৃগশিশুর আশায় আমার গৃহে অপেক্ষা ক'রে আছেন। দীননাথ! অধমকে রক্ষা করুন। লক্ষ্য যেন ব্যর্থ না হয়। জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি!

[বেগে প্রস্থান।

অপ্সরাগণ ও পশ্চাতে রুক্মাঙ্গদের পুনঃপ্রবেশ।

অপ্সরাগণ। গীত

চোখ্ গেল, চোখ্ গেল, বোকথা কথা ক' গো।
ফটিক জল ফটিক জল ব'লে পাখী মলো গো ॥
তোরা জানিস্ কি লো সই, এখন এলো না কেন সে প্রাণ সই,
কোথা গো সে মনচোরা, আমরা যারি হই ;—
এ বুঝি নয়, সে রসময়, বাণে পুড়িয়ে মারে গো ॥

[বেগে প্রস্থান।

রুক্মাঙ্গদ। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! অব্যর্থ-সন্ধান আজ ব্যর্থ হ'ল! বুঝি, মৃগ-শাবকগুলিই পূর্ণ-যুবতী-মূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌লে। আশ্চর্য্য! কি যাদুকরী! এরা এলো, আবার চলে গেল! দেখি, দেখি, এরা কোথায় যায়? হায় হায়। এ দিকে যে সূর্য্যদেব অস্ত যান্!

[বেগে প্রস্থান।

সহসা রাণীভাবে উর্ব্বশী, মন্ত্রীভাবে মেনকা, দ্বারীভাবে রম্ভা, তিলোত্তমা ও মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরাগণের অবস্থান।

গীত

আসমানে ফুটেছে কমল ফুল, সৌরভে প্রাণ করে আকুল।
লুকে নেয় প্রেমিক অলি দিয়ে চুন্-কুড়ি ছোঁড়া বুড়োর ঘটে ভুল ॥

বল্‌ কমল তুই ফুটেছিস্ না ফুট্‌তে আছিস্‌ সই,
ম'জেছিস না ম'জ্‌তে আছিস খুঁজ্‌তেছিস্‌ লো তাই,
ঐ আসে তোর রসিক নাগর, এবার জেতে তুলে দে লো কুল॥

রুক্মাঙ্গদের প্রবেশ।

রুক্মাঙ্গদ। এ কি? পশ্চিম-আকাশ যে লোহিত-বর্ণ! ভগবান্‌ আদিত্যদেব যে অন্ধকার দিনের মত বিদায় গ্রহণ ক'র্‌ছেন! হে সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ সহস্র-রশ্মি দিবাকর! দাঁড়াও দাঁড়াও, বিদায় গ্রহণ ক'র না! তুমি বিদায়-গ্রহণ ক'র্‌লে, কল্য আর এসে তোমার বংশের চিহ্নমাত্র দেখ্‌তে পাবে না। অথিতি ব্রাহ্মণের নিকট যে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি, হে সর্ব্বচক্ষুঃ সর্ব্বান্তর্য্যামিন্‌! তুমি ত সকলি অবগত আছ।* হে পিতৃব্য মহোত্তম সবিতৃ-দেব! আজ তোমার বংশের অঙ্গার রুক্মাঙ্গদের অবস্থা বেস্‌ নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হ'য়ে প্রত্যক্ষ কর। না, না, যাও যাও, আর কুলাঙ্গারের মুখ-দর্শনের প্রয়োজন নাই। কাঁদ্‌তে হ'বে, এ পাপাত্মার মুখ দর্শন ক'র্‌লে কাঁদ্‌তে হবে। আমি এম্‌নি কুলের কাপুরুষ জন্মগ্রহণ ক'রেছি যে, আমার অবস্থা দেখ্‌লে তোমায় কাঁদ্‌তে হ'বে। না, আমার জন্য তোমায় কাঁদাব না; যাও। হরি হে! বনে যে আজ একটীও মৃগ নাই! ব্রাহ্মণকে যে আশা দিয়ে বসিয়ে রেখে এসেছি; ফিরে গিয়ে কি ব'ল্‌ব! হায় হায়! আর বংশ-রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লাম না!

হায়! আমা হেন পাপাত্মা হ'তে আজ স্বনাম-প্রসিদ্ধ পবিত্র সূর্য্যকুল নির্ম্মূল হ'ল! ঐ না—কতকগুলি হরিণ-শিশু একত্রে একটী কুঞ্জমধ্যে নৃত্য ক'রে বেড়াচ্চে! সত্যই ত! যাই হ'ক্, ঐ বৃক্ষটার অন্তরাল হ'তে শর-যোজনা করিগে। ভক্ত-বৎসল নারায়ণ! আর অধমকে কষ্ট দিও না। এই বুঝি পলায়! মারি বাণ! জয় শ্রীহরি। (শর-সংযোজন-পূর্ব্বক বেগে গমনোদ্যত)।

রম্ভা। (সম্মুখে আসিয়া) সাবধান, এ ন্যায়রাজ্য! এখানে কাঁরও মৃগ-শিশু হত্যার অধিকার নাই।

তিলোত্তমা। কে তুমি? তুমি কি জান না, এ কার রাজ্য? কোথায় এসেছ?

রুক্মাঙ্গদ। পথ দাও, পথ দাও! সময় বিলম্বে ব্রহ্ম-কোপানলে ধ্বংস হ'তে হবে দেবি।

রম্ভা। এক দিকে ব্রহ্ম-কোপানল, অন্য দিকে অহিংসক মৃগ-শিশু-হত্যা জনিত মহাপাতক, তুমি কোন্ দিক রক্ষা ক'র্‌তে চাও?

রুক্মাঙ্গদ। আমি কর্ত্তব্য-পালন ক'র্‌তে চাই। আমার গৃহে মৃগ-শিশু-প্রার্থী এক ব্রাহ্মণ অতিথি। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাঁকে মৃগ-মাংস প্রদান ক'র্‌ব ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে গৃহ হ'তে বহির্গত হ'য়েছি! দেবি! দেবি! আমার পথাবরোধ ক'র না! আমার কর্ত্তব্য প্রতিপালন ক'র্‌তে দাও।

তিলোত্তমা। বাঃ মহাপুরুষ! তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞান খুব ত!

তুমি বিনাপরাধে একটী মৃগ-শিশু হত্যা ক'র্‌তে যাচ্চ, আর আমরা তোমার সাহায্য ক'র্‌ব? শোন বীর! এ ন্যায়-রাজ্য, এখানে পাপের লেশমাত্র নাই; এখানে হিংসা, অধর্ম্ম, চৌর্য্য, লাম্পট্য, যাকে যাকে তোমরা পাপের সাকার-মূর্ত্তি ব'লে বর্ণনা ক'রে থাক—জীবকে কত শাসন-বাক্য প্রয়োগ কর,—তার ছায়াও এখানে প্রবেশ ক'র্‌তে পারে না। তোমার দুরাশা তুমি পরিত্যাগ কর। কর্ত্তব্য কার্য্য কোন্‌টী, তাই অগ্রে বিবেচনা কর, তার পর—

রুক্মাঙ্গদ। এখন আমার বিবেচনা-শক্তি নাই দেবি! দ্বারে অতিথি, সাক্ষাৎ রুদ্রমূর্ত্তি! স্মরণেই আমার সকল জ্ঞান, সকল বুদ্ধি, সকল বিবেচনা, সকল শক্তিকেই সবলে হরণ ক'র্‌ছে! তবে এই মাত্র ব'ল্‌তে পারি, মৃগয়া রাজগণের একটী ধর্ম্ম। মৃগ-হত্যায় নৃপতিগণের কোন বাধা নাই। কারণ, শাস্ত্রে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, প্রাচীন নৃপতিবর্গ প্রায়ই মৃগয়ার্থী ছিলেন।

রম্ভা। তা হ'লে তুমি একজন রাজা। ওহে রাজা! তোমার রাজাদিগের ধর্ম্মের কথা আর এ ন্যায়রাজ্যে তুল' না, তার তুলনা দিতে যেয়ো না, যেয়ো না। শাস্ত্র-কর্ত্তারা যে নিতান্ত রাজগণের আজ্ঞাকারী বশম্বদ চাটুকার ছিলেন, তা তোমাদের শাস্ত্র দেখেই আমরা বুঝে নিয়েছি। তোমায় আর কি ব'ল্‌ব! তুমি যদি আমাদের ন্যায়-রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট যেতে, তা হ'লে তিনি তোমায়

রাজগণের ধর্ম্ম যে কেমন, বেস বুঝিয়ে দিতেন। এ সংসারের ধর্ম্ম-কর্ম্ম যা কিছু আছে, সব তোমাদের নিকট পৃথক্। শাস্ত্রীয় শাসন যা কিছু আছে, সব প্রজাদের উপর। কেন বৃথা কথা বাড়াও রাজন্! তর্ক কর, এস, আমিও প্রস্তুত আছি।

রুক্মাঙ্গদ। না তর্ক ক'র্‌তে চাই না! আর তর্ক ক'র্‌বার বিন্দু-মাত্র সময়ও নাই। আর দিন নাই,—সন্ধ্যা উপস্থিত। হায় হায়, প্রতিজ্ঞা বুঝি ভঙ্গ হ'ল! এতক্ষণ বোধ হয় কালান্তক ঋষি ক্রোধান্ধ হ'য়ে অযোধ্যা-রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। দেবি! পথ পরিত্যাগ কর! একবার ঐ কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে দাও। আমায় প্রতিজ্ঞাপাশ হ'তে মুক্ত কর। আমি অতি বিপদ্‌গ্রস্ত। বিপন্ন, শরণাপন্ন, আর্ত্ত অতিথিকে রক্ষা গৃহাশ্রমীর অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য আপনারা প্রতিপালন করুন। হতভাগ্য গ্রহচক্র-পৃষ্ট রুক্মাঙ্গদের প্রতি আপনারা সদয় হ'ন্।

তিলোত্তমা। আপনি কে, অগ্রে পরিচয় দিন।

রুক্মাঙ্গদ। আমি কে? পথের ভিখারী, এর চেয়ে আর আমার এখন অন্য পরিচয় নাই।

রম্ভা। মৃগয়া কি ভিখারীর ধর্ম্ম?

রুক্মাঙ্গদ। অগ্রে ভিক্ষুক ছিলাম না, এখন পথের ভিখারী।

তিলোত্তমা। তবে সেই সঙ্গে মহাশয়ের মৃগয়া-ধর্ম্মটী লুপ্ত হওয়া উচিত ছিল।

রুক্মাঙ্গদ। তা হ'য়েছে; এক্ষণে ভিখারী, একটী মৃগ-শিশু ভিক্ষা ক'রছে। আপনারা অগ্রে ভিখারীর বাসনা পূর্ণ করুন।

রম্ভা। বা, বেস ভিখারী! ভিখারীর গাত্রে বিবিধ রত্ন-খচিত অলঙ্কার, শিরোদেশে রাজমুকুট শোভমান, লাবণ্যে কামদেব লজ্জিত, ও মা, এ ভিখারী কে—গো! এ কি প্রেমের ভিখারী না কি?

রুক্মাঙ্গদ। না দেবি, আমি সত্যই মৃগ-শিশুর ভিখারী। সত্যই এক ব্রাহ্মণের জন্য রাজ্য, ধন, স্ত্রী-পরিজন সকল বিসর্জ্জন দিয়ে, আপনাদের পদাশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি। সত্যই এক প্রতিজ্ঞা-সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে, এই বিড়ম্বনা ভোগ ক'র্‌ছি। আপনারা দেবি! আপনাদের পায়ে ধ'র্‌ছি, আমায় রক্ষা করুন। (পদধারণোদ্যত)।

রম্ভা। ও কি কর হে! কার পায়ে ধ'র্‌ছ? যার পায়ে ধ'র্‌লে এই মহা-পারাবার হ'তে পার হ'তে পার্‌বে, তার পায়ে ধ'র্‌বে এস। এ মৃগ-শিশুতে আমাদের কোন অধিকার নাই, আমাদের একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন, তাঁরই আদেশ-মত এই স্থায়রাজ্য শাসিত এবং এই সকল মৃগ-শিশু রক্ষিত, জান্‌লে? এখন তাঁর মনস্তুষ্টি ক'র্‌তে পার্‌লেই তোমার মনের চরিতার্থ হবে।

রুক্মাঙ্গদ। চল, তিনি কোথায়? কতক্ষণে তাঁর দর্শন পাব?

তিলোত্তমা। তিনি ঐ কুঞ্জমধ্যে আছেন, কিন্তু ওলো দিদি,

একে নিয়ে যাবি, পাছে দেবী রাগ করেন! ওলো দিদি, এখন কি ক'র্‌বি কর।

রুক্মাঙ্গদ। কেন, কেন, এতে তাঁর ক্রোধের কারণ কি হবে?

রম্ভা। কারণ আছে বৈ কি? তা হয় হবে, তুমি এস। (রম্ভা, তিলোত্তমা ও রুক্মাঙ্গদের অগ্রবর্ত্তী হওন)।

তিলোত্তমা। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক) ঐ দেখুন মহাপুরুষ! জ্বলন্ত পাবক-শিখারূপিণী আমাদের অধিষ্ঠাত্রীদেবী উনিই।

রম্ভা। নিস্তব্ধভাবে পরিদর্শন কর, কোন বাক্য-প্রয়োগে প্রয়োজন নাই।

উর্ব্বশী। মেনকে! তিলোত্তমাকে জিজ্ঞাসা কর, এই অজ্ঞাত পুরুষ কে? কোথা হ'তে আস্‌ছেন? অতিথি হ'ন ত সম্ভাষণের যেন ত্রুটি না হয়।

মেনকা। তিলোত্তমা! দেবী জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন, এই অজ্ঞাত মহাপুরুষ কে? কোথা হ'তে আসছেন?

তিলোত্তমা। উনি মৃগার্থী জনৈক রাজা। গৃহে এক অতিথি ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞা ক'রে গৃহ হ'তে বহির্গত হ'য়েছেন যে, সদ্য-কর্ত্তিত মৃগ-শিশুর মাংস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আপনাকে ভক্ষণ করাব। কোন বনে মৃগ দেখ্‌তে না পেয়ে, শেষে আমাদের এই রাজ্যে এসে উপস্থিত হ'য়েছেন. ওঁর মনের অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পেরেই, প্রথমে আমরা ওঁকে আমাদের ন্যায়রাজ্যের বিবরণ যা, তা খুলে ব'ল্‌লাম। কিন্তু উনি কিছুতেই বুঝ্‌লেন না। দেবীর সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌বার জন্য বিশেষ

অনুরোধ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। আমরা অনন্যোপায় হ'য়ে শেষে এখানে এনেছি। আশা করি, এতে আমাদের প্রতি যেন দেবীর ক্রোধ উপস্থিত না হয়।

উর্ব্বশী। মেনকে! তুমি জিজ্ঞাসা কর, উনি কে? কোথায় নিবাস? আমার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বার ওঁর প্রয়োজন কি?

মেনকা। হে অজ্ঞাত পুরুষবর! আমাদের অধিষ্ঠাত্রীদেবী আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন, আপনি কে? আপনার নিবাস কোথায়? দেবীর সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বার প্রয়োজন কি?

রুক্মাঙ্গদ। হে ভদ্রে! আপনি আপনাদের দেবীকে বলুন, অধম অযোধ্যা নগরের রাজা, নাম রুক্মাঙ্গদ, ওঁর সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন, ওঁর ন্যায়-রাজ্যস্থ একটী মৃগ শিশু ভিক্ষার জন্য।

উর্ব্বশী। মেনকে! উনি কি ব'ল্‌লেন? উনিই কি সেই অযোধ্যার রাজা পুণ্য-শ্লোক পুরুষোত্তম রুক্মাঙ্গদ? আসুন, আসুন মহারাজ! আজ অধিনীর আশ্রম পবিত্র হ'ল! আহা সখি! এত দিন যাঁর চরণ পাবার জন্য তপস্যা ক'র্‌ছিলাম, আজ সেই অসামান্য ভাগ্যবান মহাপুরুষের দর্শনলাভ ভাগ্যক্রমেই হ'য়েছে। আসুন, আসুন মহারাজ! আপনি এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রুক্মাঙ্গদ। সত্যই আপনি এই বিশাল ন্যায়-রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মূর্ত্তিমতী শান্তিতেই আপনি গঠিতা। তা না হ'লে এত ভক্তি অঙ্গে আর শোভা পায় না। দেবী! আপনার আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য; কিন্তু আমি আর সময় বিলম্ব ক'র্‌তে পারি

না। এক অপূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা-সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে মৃগ-শিশুর জন্য ভিক্ষায় বহির্গত হ'য়েছি। সময় যায়, দিনমণি অস্তগত প্রায়! অস্তে গেলেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবে! সেই জন্য বলি,যদি দাসের প্রতি সদয় হ'য়ে থাকেন, তা হ'লে আমাকে একটী মৃগশিশু ভিক্ষা দিন। এ পাতকী কিঙ্করকে এ সঙ্কটে পার করুন।

গীত

কর পার সঙ্কটে সতি পাতকী কিঙ্করে।
মৃগ-শিশু-দানে তার প্রতিজ্ঞা-পাথারে॥
বাধ্য এই প্রতিজ্ঞাতে, সূর্য্য অস্ত নাহি হ'তে,
হরিণ-মাংসেতে, তুষিব এক দ্বিজেরে॥
গৃহে বসি সে ব্রাহ্মণ, না পাই মৃগ-অন্বেষণ,
কি করি বল এখন, পণ পারাপারে;—
হের হের বনরাণি, অস্তে যান ঐ দিনমণি,
এখনি অশনি, পড়িবে শিরোপরে॥

উর্ব্বশী। মহারাজ! আমি অতিশয় দুঃখিত হ'লাম।

রুক্মাঙ্গদ। কেন দেবি! দাস শ্রীপদে কি অপরাধ ক'রেছে?

উর্ব্বশী। সত্যসন্ধ অযোধ্যার ভূস্বামী রুক্মাঙ্গদের আবার অপরাধ? যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে, তা হ'লে এ হতভাগিনীর পোড়া অদৃষ্টের অপরাধ মহারাজ!

রুক্মাঙ্গদ। আর কাল-বিলম্বন ক'র্‌তে পারি না।

উর্ব্বশী। কি ক'র্‌ব মহারাজ! আমিও এক প্রতিজ্ঞা-সূত্রে আবদ্ধ আছি, সেইজন্য অধিনী আপনার শ্রীপদে অপরাধিনী।

রুক্মাঙ্গদ। বলুন, বলুন, আপনি কি প্রতিজ্ঞা-সূত্রে আবদ্ধ আছেন? আর সময় নাই দেবি! সূর্য্যদেব অস্তে যান।

উর্ব্বশী। মহারাজকে ত পূর্ব্বেই ব'লেছি, আমি এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। আপনি আমার নিকট প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হ'লে, আমি সেই প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ ক'রে, আপনাকে একটী মৃগ-শিশু প্রদান ক'র্‌তে পারি।

রুক্মাঙ্গদ। (স্বগত) হা হরি! আবার প্রতিজ্ঞা! এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হ'য়ে এই নিদারুণ বিড়ম্বনা ভোগ ক'র্‌ছি, রাজ্য ত্যাগ ক'রে, ভিখারীর ন্যায় বনে বনে ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন ক'রেছি, আবার সেই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হ'ব? আবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হ'য়ে—অহো! আর না, আর পারি না! রাজ্য যাক্, ধন যাক্, প্রাণ যাক্, সপ্তমপুরুষ নরকস্থ হউন, তাও স্বীকার, এবার আত্মহত্যা ক'রে সকল জ্বালার অবসান ক'র্‌ব। কোথায় ত্রিভঙ্গ-মূরলীধর দ্বিভুজ জলধররূপ দামোদর হে! কোথায় লোক-পিতা—অনাথবন্ধো—দীনবৎসল মধুসূদন হে! আজ নামের মাহাত্ম্য বুঝি হতভাগা রুক্মাঙ্গদ হ'তে সকলই লুপ্ত হ'ল। হ'ক্, সব লুপ্ত হ'ক্। জগৎ জ্ঞানহীন হ'ক্। নির্জ্জনস্থানে কালামুখ নিয়ে লুক্কায়িত হ'য়ে থাকি। আর পারি না, আবার প্রতিজ্ঞা! এখনও এক প্রতিজ্ঞাপাশ হ'তে মুক্ত হ'তে পারি নাই। ব্রাহ্মণ—উপবাসী ব্রাহ্মণ এতাবৎ উপবাসী! হায় হায়, ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত উপবাসী দ্বিজ! কি মনে ক'র্‌ছ? আবার সেই প্রতিজ্ঞা!

এক প্রতিজ্ঞাসাগর উত্তীর্ণ হ'তে না হ'তে আবার এক প্রতিজ্ঞাসাগরে মগ্ন হব? কি করি? কোথায় যাই? ঐ যে সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাচ্চেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও ঠাকুর! একটুকু অপেক্ষা কর, একটুকু সদয় হও, তা হ'লে আর আমায় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হ'তে হয় না! মৃগয়ার সময় পাই। না, না, তোমার সে উদ্দেশ্য নয়; বুঝ্‌লাম, আশ্রিতকে রক্ষা করা এ ক্রূরব্রতের ধর্ম্ম নয়। কি করি! কি ক'রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি! এই মুখে তাকে স্বীকার ক'রেছি, এই হস্তে সেই কার্য্য সম্পাদনের জন্য ধনুকে গুণ-যোজনা ক'রেছি! আর সময় নাই, আর সময় নাই, অদৃষ্টে যাই থাক্‌, সত্য রক্ষা ক'র্‌তে হবে, প্রতিশ্রুত-বাক্য রক্ষা ক'র্‌তে হবে। দেবি! বলুন, বলুন, আপনার নিকট কি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌তে হবে বলুন? স্ত্রী, রাজ্য, ধন অথবা নিজের অসার অপদার্থ প্রাণ আপনার কোন্‌টী প্রয়োজন? আজ রুক্মাঙ্গদ এক অতিথি উপবাসী ব্রাহ্মণের জন্য সব ক'র্‌তে পার্‌বে! বলুন, বলুন, আর সময় নাই, আর অপেক্ষা ক'র্‌তে পারি না। কি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌তে হবে তাই বলুন।

ঊর্ব্বশী। মহারাজ! অপরাধ নিবেন না। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে এ মৃগশিশুর পরিবর্ত্তে আপনি, আমাকে শাস্ত্রমতে বিবাহ ক'র্‌বেন এবং আমার বিনানুমতিক্রমে কোন স্থলে গমন ক'র্‌তে পার্‌বেন না।

রুক্মাঙ্গদ। (স্বগত) হা হতভাগিনী সন্ধ্যাবতি! হা পোড়া-

কপালি! এতক্ষণে বুঝ্‌লাম যে তোর পোড়া কপাল পোড়া-তেই এই সব চক্রান্ত ঘটেছে? হা মন্দভাগিনি! না, না, আর সময় নাই, বিবেচনা ক'র্‌বারও আর সময় নাই। সূর্য্য-দেব অস্তে যান্। (প্রকাশ্যে) তাই হবে, তাই হবে, যখন প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তখন তাই হবে। দাও, দাও, হরিণশাবক দাও, তার পর সব হবে! যদি এ প্রাণ চাও, তাও দিতে পার্‌ব', তারপর সব হবে।

তিলোত্তমা। কেন চাঁদ! আর ভয় কি? শিকার ক'র্‌তে এসে এমন সোণার প্রীতিমে শিকার ক'রে নিয়ে গেলে, তবু দুঃখ, তবু আক্ষেপ! ওহে, তুমি কেমন পুরুষ? ওলো দিদি, এ রসিক বর বলে কি?

রুক্মাঙ্গদ। দেবি! এখন রহস্য রাখুন, আর সময় নাই।

উর্ব্বশী। আর অপেক্ষা ক'র্‌তে হবে না, এই নিন্ (হস্তে মৃগশিশু প্রদান) কিন্তু আপনি কখন আস্‌বেন?

রুক্মাঙ্গদ। যখন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হ'য়েছি, তখন নিশ্চিন্ত থাকুন। হতভাগিনী সন্ধ্যাবতীর অদৃষ্টে যাই থাক্, আমার পরিণাম যাই ঘটুক্, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌ব না; রাজধানী হ'তে শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌ব। শীঘ্রই সত্য-পাশ হ'তে মুক্ত হ'ব। এখন চ'ল্‌লাম, হরি, হরি, রক্ষা কর দয়াময়!

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

মেনকা। উর্ব্বশি! বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দিই আয় বোন্! এ পাপ রাখ্‌বার স্থান আর কোথায় আছে দিদি! আহা! হরিভক্ত

রুক্মাঙ্গদ রাজার অবস্থা দেখ্‌লে, পাষাণও ফেটে যায়। তাকে কি ক'র্‌লাম বল্‌ দেখি বোন্‌?

উর্ব্বশী। এতে আর আমাদের পাপ কি বোন্‌? ইন্দ্রের কার্য্যে ইন্দ্রের অনুরোধে ত আমাদের এই কার্য্য, এতে কি দেবরাজ ইন্দ্রেরও পাপ নাই?

মেনকা। সে পাপ ভিন্ন রূপ; কিন্তু বোন্‌! আমাদের এ পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নাই! পরম-ধার্ম্মিক হরিভক্ত ব্যক্তিকে চিরদিনের জন্য পাপ পথের পথিক ক'র্‌তে ব'স্‌লাম! ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম নষ্ট ক'র্‌লে কি যে মহাপাপ হয়, আমরা কি তা জানি না? জেনে শুনে অর্থ প্রলোভনে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে তাই ক'র্‌তে ব'সেছি। যৌবনে ধর্ম্মের কথা মনে থাকে না, কিন্তু এ যৌবন গত হ'লে, পরিণামে অনুতাপ ত আছেই, তা ছাড়া পরজন্মের ভাবনাও ভাব্‌তে হয়। দিদি! ইন্দ্র তোমার তখন কোথায় থাক্‌বে? কর্ম্ম ক'র্‌ছ তুমি, কর্ম্মের ফল তুমি না ভোগ ক'রে, ইন্দ্র ভোগ ক'র্‌বে কেন? সে দিন পুরাণ পাঠে শুন্‌লাম, কর্ম্মে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত ভীত হয়।

উর্ব্বশী। এ কর্ম্মের নিয়ন্তা ত সেই ইন্দ্র? তখন আমরা কে?

মেনকা। এ যে ভুল বুঝা হ'চ্ছে বোন্‌! ইন্দ্র পাপ কর্ম্ম ক'র্‌তে ব'লেছে মাত্র, অবশ্য এ কর্ম্মের ফল তার; কিন্তু তুমি পাপকর্ম্ম ক'র্‌ছ কেন? না ক'র্‌লেই ত পার।

উর্ব্বশী। তিনি আমাদের রাজা, রাজাদেশ লঙ্ঘন করাও ত মহাপাপ।

মেনকা। যে রাজা পাপকর্ম্মের আচরণ ক'র্‌তে বলেন, সে রাজাদেশ লঙ্ঘনে পাপ নাই।

উর্ব্বশী। তা না হ'লে রাজদণ্ড নিতে হবে।

মেনকা। সে রাজার রাজ্যে না থাক্‌ব?

উর্ব্বশী। যাব কোথায়?

মেনকা। যে রাজার রাজ্য ন্যায়দণ্ডে শাসিত।

উর্ব্বশী। তোমার যে ভুল বুঝা হ'চ্ছে বোন্! এ কর্ম্ম পাপের হ'লে, দেবরাজ ইন্দ্র ইহাতে অনুমতি দিবেন কেন?

মেনকা। পোড়া স্বার্থে, পোড়া ঐশ্বর্য্যে, পোড়া রাজ্যে। এ দুর্বুদ্ধি তাঁর না হ'লে, বছরে পাঁচবার তাঁর দেবরাজ্য অসুরে কেড়ে লয় কেন? তা না হ'লে ভাব দেখি, সেই দুধের ছেলে ধ্রুবের কথা!

উর্ব্বশী। তাই ত বোন্! তুই যে একবারে অন্ধকার দেখিয়ে-দিলি। এখন তুই কি ক'র্‌তে ব'লিস্ বল্।

মেনকা। আমি বলি, আর কেন? এ রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাই চল্, অনেক পাপ ক'রেছি বোন! চল, স্বর্গে মন্দাকিনীর জলে স্নান ক'রে, হরিনামের নামাবলী নিয়ে বনে তপস্যা করি গে। দেখ বোন! এ যৌবন চিরদিন কিছু থাক্‌বে না।

তিলোত্তমা। আ মরে যাই, হরিনামের মালা নিয়ে বৈষ্ণবী হবে, রসরাজ বৈষ্ণব কোথা পাব গো? ও রম্ভা দিদি! বলে কি?

রম্ভা। দিদির খারাপ মাথা হ'য়ে গেছে। চল ধন্বন্তরী মশায়ের

কাছে যাওয়া যাক্; একটু বিষ্ণুতেল নিয়ে মাথায় দোব, মাথাটা ঠাণ্ডা হবে, কেমন দিদি!

মেনকা। ওলো, বয়স একটু গড়িয়ে আসুক, তখন সব গড়িয়ে আস্‌বে। আই দিদি কি বলে শুনিস নি, "শুন শুন লো রাজার ঝি, যৌবনভরে কর কি? ধনযৌবন কিছুই নয়, বয়স গেলে সবই যায়"।

রম্ভা। যায় গো যায়;— কিন্তু প্রেম—ও দিদি!

পীরিত যারই নাম, সে শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম,
তাতে পাপীতাপী, সাধু যোগী, সবে পায় পরিত্রাণ।
সে প্রেম যায় না গো,—সে প্রেম যায় না,আর সব যায়;
সে প্রেম সদাই সুধা,সদাই স্বর্গ,সে ছুঁড়ী বুড়ী মানে না গো,
সে ছুঁড়ী বুড়ী মানে না।

ওমা! ওমা! এ আবার কিগো! এ আবার একটা বুড়ো আস্‌ছে না? ওমা! ওমা! এ কে গো?

সকলে। ওগো, উনি আমাদের তিনি।

শনৈশ্চরের প্রবেশ।

শনৈশ্চর। বা, বা, বা, বাহবা, বাহবা! এই যে চন্দনগন্ধ-সেবিনী,পাড়া-জড়-কারিণী,সদা কুপথ-চারিণী, নিত্য নব-পুরুষানু-বর্ত্তিনী, মা ছুছুন্দরী সুন্দরীরা একত্র মিলিত হ'য়েছেন! আর কি রক্ষা আছে? এবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পায়ে গড়াগড়ি যাবেন আর কি? সে বেটা ত সামান্য

রুক্মাঙ্গদ! শনির যুক্তি, শনির বুদ্ধিতে প্রবেশ করে কার সাধ্য! এঁরা সব হাসিতে জগৎ মাতান, কটাক্ষে পুরুষকে নরকে ফেলেন, অঙ্গ-ভঙ্গিতে যা খুসি তাই ক'র্‌তে পারেন। বা, বা, বা, বাহবা, বাহবা, বাহবা! তবে বলি, চন্দন গন্ধ-সেবিনীরা! এদিক্‌কার কতদূর কি হ'ল?

উর্ব্বশী। সব ঠিক, রাজা আমায় বিবাহ ক'র্‌বেন ব'লে একটী মৃগশিশু ল'য়ে গেছেন।

শনৈশ্চর। বা, বা, বা, বাহবা, বাহবা! ঠিক হ'য়েছে, ঠিক হ'য়েছে, সেদিকেও কাজ ফরসা ক'রে এসেছি। মায়া দ্বারা গো-বৎস হত্যা হ'য়েছে ব'লে, আমি ত শট্‌কে বেরিয়ে এলাম। এখন সে দিকে কান্নাহাটী। রাজা এই এলেন ব'লে। তবে আমাকে পুরুত হ'য়ে ব'স্‌তে হ'চ্ছে, খড়িমাটী, ছেঁড়া গাছ কতক চুল পাব ত?

উর্ব্বশী। কি হবে?

শনৈশ্চর। এই ত সুন্দরি! বুঝ্‌তে পার্‌লে না? তিলক মাটী ক'র্‌তে খড়ি চাই। চৈতন ক'র্‌তে ছেঁড়া গাছ কতক চুলেরও দরকার।

উর্ব্বশী। তা পাবেন বৈ কি; কিন্তু রাজা যদি আপনাকে চিন্‌তে পারেন?

শনৈশ্চর। তা আর পার্‌তে হয় না? এ অপর আর কেউ নয়, —শনির চক্র। এখন দাও, রাজা এল ব'লে। (তিলোত্তমাকর্ত্তৃক খড়ি ও ছিন্নকেশ প্রদান ও শনির সজ্জিত হওন)।

মেনকা। আহা, ঐ হরিভক্ত রুক্মাঙ্গদ কি বকৃতে বকৃতে আস্‌ছেন।

শনৈশ্চর। কেন, তোমার প্রাণ কি উথ্‌লে উঠ্‌ল নাকি? চুপ্ কর, শনির দশা ভাব। রুক্মাঙ্গদ রাজা সেই শনির দশায় পতিত।

রুক্মাঙ্গদ ও মন্ত্রীর প্রবেশ।

রুক্মাঙ্গদ। তা নয়, তা নয় মন্ত্রি! বিধাতা যখন বাম হন, তখন সকল কর্ম্মই পাপ-পথের অনুগামী হয়। তার পর কি হ'ল বল।

মন্ত্রী। তার পর মৃগশিশু হত্যা ক'র্‌তেই সেই মৃগশিশু গোবৎসে পরিণত হ'ল। ব্রাহ্মণ ক্রোধান্ধ হ'য়ে অভিশাপ প্রদান ক'র্‌তে ক'র্‌তে রাজধানী হ'তে গমন ক'র্‌লে। রাণী মা উন্মাদিনীর ন্যায় হ'লেন, আমিও মহারাজের অনুসন্ধানের জন্য বনাভিমুখে এলাম। হায় মহারাজ! এখন কর্ত্তব্য-কর্ম্ম কি তাই বলুন, পবিত্র সূর্য্যকুল রক্ষা করুন।

রুক্মাঙ্গদ। আর সূর্য্যকুলরক্ষা! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে মন্ত্রিন্! আর রুক্মাঙ্গদের উত্থানের শক্তি নাই। আবার এক প্রতিজ্ঞা-সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে এই হরিণশিশু গ্রহণ ক'রেছি। তার উপায় কি মন্ত্রি! তাই ব'লছি, অতীত বিষয়ের প্রতি আর আমি ভাবি না।

মন্ত্রী। আবার কি প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন মহারাজ?

রুক্মাঙ্গদ। এক সুন্দরীকে বিবাহ ক'র্‌ব; তার বিনানুমতিতে কোন কার্য্য ক'র্‌তে পার্‌ব না, এই প্রতিজ্ঞা; শুনলে? ভাব্‌ছ, হতভাগ্য রুক্মাঙ্গদের অবস্থা এখন কিরূপ? প্রথম পুত্রধন বিসর্জ্জন, তার পর ব্রহ্মশাপ গ্রহণ, সেই সঙ্গে সঙ্গে গো-হত্যা প্রভৃতি অনাচার রাজ্যমধ্যে সংঘটন, তার পর আত্ম-বিক্রয়। এর অপেক্ষা আর কি শোচনীয় অবস্থা আছে? সচিব! যাও, রাজ্যে যাও, সেই অপবিত্র রাজ্যে আর আমার কোন প্রয়োজন নাই। রাণীকে ব'ল, সেই হত-ভাগিনী যেন মুহূর্ত্তমধ্যে সেই পাপপুরী পরিত্যাগ ক'রে তপস্বিনী বৃত্তি অবলম্বন করে। আহা! এই ত্রিসংসারে তার আর কেউ নাই! পতি পুত্রে বঞ্চিতা অভাগিনী অনাথিনী রমণীর এবার বনবাসিনী হ'ল! মন্ত্রি! অভাগিনী যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন কি ব'ল্‌বে? বল্‌বে, বনে মৃগশিকারে মহারাজকে ব্যাঘ্রে হত্যা ক'রেছে। যেন ব'ল না—আমি এক সুন্দরীর প্রেমে আবদ্ধ হ'য়েছি, যেন ব'ল না যে, এক সত্য রক্ষা ক'র্‌তে গিয়ে আর এক সত্যে আমি আত্মবিক্রয় ক'রেছি। আর কেন, আর অপেক্ষার প্রয়োজন নাই। সন্ধ্যা সমাগত, আমার ভাগ্যদিবাও সেই সঙ্গে অন্ধকারময় হ'য়ে এসেছে। যাও রাজ্যবাসিদিগকে কোন কথা বল্‌বার প্রয়োজন নাই; যতদিন জীবিত থাক্‌বে, ততদিন রাজ্যরক্ষা ক'র্‌বে, তার পর কোন সদাশয় ধর্ম্মশীল মহাত্মাকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে উপবেশন

করাবে। মন্ত্রিন্! আর কিছুই ভাবি না, ভাব্ছি কেবল সেই অভাগিনী সন্ধ্যাবতীর কথা! যাক্, আমার সকল আশা ফুরিয়েছে। আমার যত্নের রোপিত বৃক্ষ আজ অকালে শুষ্ক হ'তে ব'সেছে।

গীত

আশা ফুরাল সকল, যতনেরি তরু তাহে ফলিল না ফল।
ভাগ্যফলে, সুধা তুলে, লভিনু গরল॥
না হ'ল আর হরি-সাধন, না হ'ল আর রাজ্যশাসন,
মনে মনেই আশার পূরণ, সার অশ্রুজল॥
যাও হে মন্ত্রি অযোধ্যায়, এ কথা ব'ল না কাহায়,
কেউ যদি সুধায়—
সুধালে কেউ ব'ল তারে, প্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে,
ম'রেছে রাজা বনান্তরে সবাই হরি বল॥

মন্ত্রী। মহারাজ! একবারে অত কাতর হ'চ্চেন কেন? মৃগ-শিশুর জন্যই ত এই প্রতিজ্ঞা? তা যখন আপনার এখন মৃগশিশুর কোন প্রয়োজন নাই, তখন আর তার নিকট কিসের সত্য? মৃগ প্রত্যর্পণ ক'র্লেই ত তার নিকট সত্যপাশ হ'তে মুক্ত হ'তে পার্বেন?

রুক্মাঙ্গদ। চল দেখি, দেবীর যদি দয়া হয়। (উভয়ের উর্ব্বশী-সমীপে গমন)

উর্ব্বশী। আসুন, আসুন, আস্তে আজ্ঞা হয়। মহারাজ এরই মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হ'লেন?

রুক্মাঙ্গদ। রাজধানীতেও যেতে হয় নাই, পথিমধ্যে মন্ত্রীমহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হ'ল। মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুন্‌লাম, যে আমার মৃগয়াগমনের পরেই ব্রাহ্মণ ক্রোধান্ধ হ'য়ে রাজধানী হ'তে প্রস্থান ক'রেছেন! সুতরাং আর এখন আমার মৃগশিশুতে প্রয়োজন নাই। এই আপনার মৃগশিশু গ্রহণ করুন, আর আমাকে সত্যপাশ হ'তে মুক্ত করুন।

উর্ব্বশী। এ কিরূপ কথা মহারাজ! এই কি অযোধ্যার রাজা সত্যসন্ধ রুক্মাঙ্গদের বাক্য? এ মৃগশিশু যখন আপনাকে দান ক'রেছি, তখন আর এ হরিণশাবকে আমার আবশ্যক কি? আপনার প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক, আমার তা জান্‌বার কোন আবশ্যক নাই। আমার নিকট আপনি যে প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছেন, সেই প্রতিজ্ঞা হ'তে আপনি মুক্ত হ'তে চান কিরূপে? তা হবে না মহারাজ! তাহ'লে পূর্ব্বে আপনার বিবেচনা করা উচিত ছিল। এখন প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রে, সত্যসন্ধ নামের পরিচয় দান করুন।

শনৈশ্চর। একি গো! বিয়ের সময় ক'নে বলে আমি হাগ্‌বো! এ দিকে সব উদ্যোগ, সাঁজের সময় বিয়ে হয় হয়। এ কি মহারাজ! এমন সময় কি এ কথা মুখে আন্‌তে আছে? আপনি সূর্য্যকুলোদ্ভূত, এ কথা শুন্‌লে লোকে আপনাকে কি ব'ল্‌বে?

উর্ব্বশী। এ কি মহারাজ! মৌন রইলেন কেন? আপনার মনের অভিপ্রায়টা কি বলুন। আপনি ত রাজা,—বিচারক; আপনার হস্তেই ত ন্যায়দণ্ড বিরাজিত, আপনিই বিচার

করুন। আপনি কি প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন যে, মৃগশিশু আবশ্যক না হ'লে মৃগশিশু প্রত্যর্পণ ক'রে সত্যপাশ হ'তে মুক্ত হ'ব? কথা কন্ না যে? উত্তর দিন্।

রুক্মাঙ্গদ। মন্ত্রি! এ কথার আর উত্তর কি? এখন প্রতিজ্ঞা-রক্ষা ভিন্ন আর কি উত্তর আছে? যাও, হতভাগ্যের ভাগ্যে যাই ঘটুক, প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'র্‌তে হবে। যে সকল কথা পূর্ব্বে আপনাকে ব'লেছি, তদনুসারে কার্য্য করুন গে।

মন্ত্রী। মহারাজ! হস্তে ধনুর্ব্বাণ আছে, আমার কণ্ঠে শরনিক্ষেপ করুন। আর এ পাপপ্রাণ, পোড়ামুখ ল'য়ে রাজাহীন পাপ অযোধ্যায় যাব না। কার কাছে যাব মহারাজ! মেষে যদি বৃষের কার্য্য সমাধা ক'র্‌ত, তা হ'লে সংসারে কারও বৃষের আবশ্যক থাক্‌ত না। দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহন ক'র্‌বে কে মহারাজ! হে ভদ্রাগণ! আমাকেও তোমরা মহারাজের নিকট একটুকু স্থান দাও। আমি রাজহীন শ্মশানময় অযোধ্যায় কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌ব না। এই পলিত কেশ, লোলিতমাংসবিশিষ্ট, দৃষ্টিহীন বৃদ্ধের আপনারা সহায় হ'ন। মঙ্গলময় ভগবান্ আপনাদের মঙ্গল ক'র্‌বেন। মহারাজ শ্রীচরণে ধরি, আমাকে আর সে পাপরাজ্যে যাবার অনুমতি ক'র্‌বেন না।

রুক্মাঙ্গদ। মন্ত্রীমহাশয়! আজ দুরদৃষ্ট রুক্মাঙ্গদের অদৃষ্টের সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও বাম হ'লেন!

মন্ত্রী। আর না, আর না মহারাজ! আর আপনাকে কোন

কথা ব'ল্‌তে হবে না। বুঝ্‌লাম, এই দগ্ধভাগ্য পাপিষ্ঠের আর সংসারে শান্তি নাই। এ পরাধীন জীবনে সবই সহ্য ক'র্‌তে হ'বে। তা না হ'লে পাপীর শাস্তিভোগ কিরূপে হবে? হায় হায়, এতদিনের পর সূর্য্যবংশ নির্ম্মূল হ'ল! এতদিনের পর পবিত্র সূর্য্য-কুলের সিংহাসন শূন্য হ'ল। হা রাক্ষস ব্রাহ্মণ! তুমি কি কুক্ষণেই আজ অযোধ্যায় পদার্পণ করেছিলে? তোমার কাল-পদার্পণে, লাবণ্যময়ী অযোধ্যা আজ মহা-শ্মশান। রাজ্য শূন্য, রাজা বন্দী, রাণী পতিসত্তেও পতিহীনা, প্রজাকুল অনাথ, কি করি, কোথায় যাই! রাজার আদেশ, রাজ্যে যেতে হবে। বিস্তৃত বালুকা-পূর্ণ মরুভূমিমধ্যে কিরূপে যাব? কিন্তু যেতে হবে! রাজাদেশ। মহারাজ! আপনার আদেশেই চ'ল্‌লাম, কিন্তু বৃদ্ধের শেষ নিবেদন,—আপনি এইটী স্মরণ রাখ্‌বেন যে, দেবারাধ্য পবিত্র সূর্য্যবংশে আপনার জন্ম। চল্‌লাম! হে জল, স্থল, গহন, কানন, আকাশ! তোমরা মহারাজ রুক্মাঙ্গদকে রক্ষা ক'র। চল্‌লাম। হে বন-নিবাসী যক্ষ, রক্ষ, ঋষি, সিদ্ধ, কিন্নর! তোমরা মহারাজকে রক্ষা ক'র। চল্‌লাম! হে বনজ-লতা, মহীরুহ! তোমারা মহারাজকে রক্ষা ক'র। হে জগন্নিবাস জগন্নাথ পুরুষোত্তম শ্রীহরি দয়াময়! যদি তুমি অনাথতারণ হও, তা হ'লে সূর্য্যবংশের পিণ্ড দিবার একমাত্র অবলম্বন মহারাজ রুক্মাঙ্গদকে রক্ষা ক'র।

[প্রস্থান।

তিলোত্তমা। এ বুড়ো মহাবিপদেই ফেলেছিল। এখন আর কেন পুরুত মশয়। বিয়ে হ'য়ে যাক্ না।

শনৈশ্চর। শুভস্য শীঘ্রং।

সকলে। উলু দে না লো, উলু দে! (উলুপ্রদান)।

শনৈশ্চর। গন্ধর্ব্ব-মতেই তা হ'লে বিয়ে হ'ক্। ওগো দেবি! মালা বদল কর না। (উর্ব্বশী কর্ত্তৃক রাজাকে মাল্যদান)।

উর্ব্বশী। মহারাজ! আমি আপনার দাসী!

তিলোত্তমা। আর তুমি দেবীর দাস। ওলো, উলু দে না লো!

সকলে! (উলু প্রদান)।

শনৈশ্চর। হে কন্যা দান, মাথার কাপড় টান।

রম্ভা। ও বর!' চোখ্ মিলে ভাল ক'রে চাও; ওলো, উলু দে না লো। চল্ লো, বরকে বাসর ঘরে নিয়ে যাই চল।

সকলে। (উলু প্রদান)।

রুক্মাঙ্গদ। হা মধুসূদন! তোমার ইচ্ছার গতি কে রোধ ক'র্‌তে পারে?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন-পথ।

ধর্ম্মাঙ্গদ ও বেত্রহস্তে লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। দুষ্ট! এখনও ব'ল্‌ছি হরিনাম ত্যাগ কর্।

ধর্ম্মাঙ্গদ। সে কি মা হরিপ্রিয়ে! আপনি হরিভাবিনী জগজ্জননী লক্ষ্মী হ'য়ে কেমন ক'রে হরিভক্ত ধর্ম্মাঙ্গদকে হরিনাম ত্যাগ ক'র্‌তে ব'ল্‌ছেন?

লক্ষ্মী। কি দুষ্ট! আবার বিট্‌লেমো ধ'রেছিস্? জানিস্ না, আবার তেম্নি ক'রে "হা মধুসূদন হা মধুসূদন" ব'লে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে রসনার রস তোর শুষ্ক হ'য়ে যাবে। কেবল হরি-নাম! দিন নাই, রাত্রি নাই, সময় নাই, অসময় নাই, কেবল হরিনাম। হাঁ রে দুষ্ট! আমায় কি তোরা স্বামী ল'য়ে ঘরকন্না ক'র্‌তে দিবি না? ভাব দেখি, আমার একবার অবস্থাটা! আমি কয় দিন স্বামী ল'য়ে সুখে সংসার-ধর্ম্ম করি? সেই ধ্রুব, প্রহ্লাদ,—এখনও সেই দুষ্টদের নাম মনে প'ড়্‌লে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বল্‌তে থাকে। তারা যে কতদিন আমার স্বামীধনে বঞ্চিত ক'রে রেখেছিল, আমার হরিকে আমার পর ক'রেছিল, তাতে যে আমি কত যন্ত্রণাভোগ ক'রেছি, তার আর ইয়ত্তা নাই। আমি কি তোদের জন্ত আমার হরিকে তোদের দিয়ে, চিরদিনই শূন্য বৈকুণ্ঠে বাস ক'র্‌ব?

ধর্ম্মাঙ্গদ। কেন মা, আমি আপনাকে শূন্য-বৈকুণ্ঠে থাক্‌তে ব'ল্‌ব?

লক্ষ্মী। তুই যেরূপ হরিনাম ক'র্‌তে বসেছিস্ এতে ত দেখ্‌ছি, আমার হরিকে আর যে আমার ক'রে রাখ্‌তে পার্‌ব, সে আশা দুরাশা! তাই ব'ল্‌ছি, তুই এখন হরিনাম ত্যাগ

কর; তা না ক'রলে এখনি বাছাধন টের পাবে! বেতিয়ে পিঠ লাল ক'রে দেব! তোরা কি আমায় কম্ জ্বালাতন ক'র্‌ছিস? তোরি মত আর একটা,—সেটা শ্মশানে মশানে থাকে, চিতা-ভস্ম গায়ে মাখে, আর মুখে সদাই হরিনাম। জ্বালাতন, জ্বলাতন, জ্বালাতন! আরও একটা সেটার তিন কাল গিয়ে, এক কাল ঠেকেছে, পাগল না মাথা গোল, সেটা আবার একটা বীণা ল'য়ে পথে, মাঠে, ঘাটে, সর্ব্বদাই আপনার ভাবে হরিনামেই মত্ত। আবার আমার হরিও তেমনি! তিনি নাম শুনেই বিভোল! পোড়াকপালীর পোড়া ভাগ্যে সকলই সমান গো! কেউ যদি একবার প্রাণ গলিয়ে হরি ব'লে ডেকেছে, অমনি আমার হরি আমার পর হ'য়ে, আমায় পর্য্যন্ত ভুলে গেলেন! একি অল্প মনোকষ্ট! সাধে কি আমি চঞ্চলা হ'য়ে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে বেড়াই!

ধর্ম্মাঙ্গদ। হাঁ মা, কেন বালক ভুলাচ্চেন? আপনার ন্যায় ভাগ্যবতী কে? যাঁর স্বামীকে পাবার জন্য যোগী যোগে মগ্ন, দেবাদিদেব মহাদেব, ঋষিরাজ নারদ সদাই উন্মত্ত, সে নারীর কি কম সৌভাগ্য মা?

লক্ষ্মী। তা তোরা ত ঐ কথা বলবি! তা না হ'লে তুই ধর্ম্ম কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে, মন্ত্রি-কন্যা করুণাকে অভাগিনী ক'রে পথে বসিয়ে কাঁদাবি কেন? সে কথা থাক্, বল্ তুই এখন হরিনাম ছাড়্‌বি কি না বল?

ধর্ম্মাঙ্গদ। মা, যদি তোমার কথায় আমি হরিনাম ত্যাগ করি

তা হ'লে কি ল'য়ে আর সংসারে থাক্‌ব? ভাগ্যদোষে নিজ কর্ম্মে জন্মদাতা পিতা আমায় ত্যাগ ক'রেছেন, রাজপুত্র হ'য়ে বনে বনে নিরাশ্রয় অবস্থায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি! হাঁ মা, এ সংসারে মধুময় হরিনাম ভিন্ন আর কি সম্বল আছে? কার মুখ চেয়ে মা, জীবনধারণ ক'রব! সে নাম না ক'র্‌লে তাকে না ডাক্‌লে, সে না এলে, কে মা বনের মাঝে মোহন-বিনোদ সাজে এসে "ধর্ম্মাঙ্গদ রে! আর কাঁদিস্‌" না, "এই যে আমি তোর প্রাণের বন্ধু, প্রাণের পিতা মহাপ্রাণ এসেছি, ভয় কি বাপ্‌" ব'লে সাহস দিবে মা! আমি নিরাশ হৃদয়ে ব'সে কাকে দেখে আনন্দে বাহু তুলে বনের মাঝে নেচে উঠ্‌ব মা!

লক্ষ্মী। ও মা দুষ্টের কথা শুনেছ? যে যার সুখ চায় রে, যে যার সুখ চায়! ওঁর সুখের জন্য আমার হরিকে আমি ওঁকে দোব! তা হ'বে না, তুই এখন হরিনাম ছাড়্‌। ছাড়্‌বি কি না বল্‌?

ধর্ম্মাঙ্গদ। তার চেয়ে আমায় মেরে ফেল্‌ না মা!

হরিনাম ছাড়্‌ব কি মা, হরি আমার প্রাণের প্রাণ,
নামে প্রাণে গিঁট দিয়েছি, তাই ত আমার হরি-ধ্যান।
হরি হরি তাই ত করি, হরি সখা জীবন-বল,
হরি ব'লে ডাক্‌লে, পরে, হরি ঘুচিয়ে দেয় মা, চোখের জল।
ক্ষুধার সময় হরি এসে ফল যুগিয়ে দেয়,
ভয়ে যদি কেঁদে ফেলি অম্‌নি কোলে তুলে নেয়।

এ হরিনাম ছাড়্‌ব কি মা, তুইও হরি বল,
দেখ্‌বি মাগো, ঘুচে কি না তোর আঁখির জল।

গীত।

হরিনাম ছাড়্‌ব কি মা, হরি আমার প্রাণের সখা।
প্রাণ ভ'রে বল্‌ হরিনাম, হরি এসে দিবেন দেখা॥
হরি বোলে ডাক্‌লে পরে, না এসে কি থাক্‌তে পারে,
হরির দয়া এ সংসারে, এখন ছার প্রাণ রাখা॥
কি ছিলাম মা কি হ'য়েছি, রাজার ছেলে বনে আছি,
তবু কি মা সে নাম ছেড়েছি সার ক'রেছি নামমালা ;—
ভাব্‌না মা তাঁর পদ-কমল, থাক্‌বে না তোর ও অশ্রুজল,
কেবল মা ভবের সম্বল, সেই বিনোদ ত্রিভঙ্গ বাঁকা॥

লক্ষ্মী। তোমার পেটে পেটে এত মার প্যাঁচ! তবে তুমি হরিনাম ছাড়্‌তে চাও না বটে! আমাকে তুমি এখনও টের পাচ্চ না? টের পাওয়াচ্চি! ডাক্ তোর হরিকে? দেখি কেমন ক'রে তোকে আজ রক্ষা করে? (বেত্রাঘাতোদ্যত)।

ধর্ম্মাঙ্গদ। কোথায় হরি! কোথায় মধুসূদন! বিপদভঞ্জন! দীনদয়াময়! নারায়ণ!

দ্রুতপদে বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। কর কি, কর কি লক্ষ্মি! ও যে আমার ভক্ত!

লক্ষ্মী। (অভিমানে) ঐ তোমার ভক্ত, আর অভাগিনী আমি, আমি কি তোমার ভক্ত নই ঠাকুর! যখন পরিশ্রান্ত হ'য়ে

ভক্তের বিষম আব্দারে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে বৈকুণ্ঠের শূন্য-পালঙ্কে এসে শয়ন ক'রে, "ম'রে যাই, আর পারি না" ব'লে কত আক্ষেপ কর, তখন কে তোমার পদতলে ব'সে পদ-সেবা করে নারায়ণ! যখন ভক্তের উচ্চ-রোদনে শয্যায় শুয়ে ভক্তসখা তুমি, এ পাশ ও পাশ কর, প্রাণ যায় যায় হয়, সর্ব্বদাই আই ঢাই ক'র্‌তে থাক, তখন কে তোমার পার্শ্বে ব'সে ব্যজন করে হরি! এত সেবা ক'রে লক্ষ্মী হ'য়ে দাসী বৃত্তি করেও আমি তোমার ভক্ত নই, আর যারা তোমায় সুখের ভবন হ'তে তাড়িয়ে নিয়ে বনে, মাঠে ঘোরাবে, যে তোমায় সুধার বিনিময়ে বিষ খাওয়াবে, দড়িতে বাঁধবে, নির্দ্দয় যাও, আর তোমায় চাই না ব'লে দিনের মধ্যে সাতবার তাড়িয়ে দিবে, সেই তোমার ভক্ত! কেমন? তা আজ আমি কিছুতেই শুন্‌ব না, তোমার ভক্তকে পীড়ন করাই এখন লক্ষ্মীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বিষ্ণু। আমার ভক্তকে কোন্ কালে না পীড়ন ক'র্‌ছ লক্ষ্মি! যে আমার নাম করে, যে আমার ভক্ত হয়, তার প্রতি ত তুমি চিরদিনই বিরূপ। পেটে তার অন্ন নাই, গৃহে তার আবর্জ্জন নাই, পরিধান তার কৌপীন মাত্র, তবে আর নূতনভাবে আমার ভক্তকে কি পীড়ন ক'র্‌বে লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। পীড়ন ক'র্‌ব না ত তোমার ভক্তকে কি আমায় ভাল বাস্‌তে হবে না কি? তারা আমায় একদিনের জন্যও সুখী হ'তে দিবে না, নিশ্চিন্ত হ'য়ে এক'দিনও স্বামী ল'য়ে থাক্‌তে

দিবে না, সাধের সুখের বৈকুণ্ঠকে চিরদিন অন্ধকার ক'রে রাখ্‌বে, তাদিগে আমি ভালবাস্‌বো! তা তুমি ত আমায় ঐ কথা ব'ল্‌বে হরি! আমার কষ্টে যে তোমার কষ্ট নাই! আমি তোমায় আপনার ভাব্‌লে হবে কি, তুমি যে আমার নও! আমি যদি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ ক'রে "হা হরি হা হরি" ক'র্‌তে পার্‌তাম, তা হ'লে কি হ'ত জানি না। অ' হ'তই বা কি? আমি কি হরিনাম করি না? তোমার ভক্তের মত বুঝি আমার হরি ব'লে ডাকা হয় ন! হ'তেও পারে, তাই কাঁদাচ্চ? কিন্তু একলা কাঁদি বে তোমাকেও কাঁদাব! তোমাকেও চোখের জলে ভাসাব যেখানে তোমার ভক্ত পাবো, সেইখানে তাকে পীড়ন ক'রে আমার মনের জ্বালা দূর ক'র্‌বো। তোমার ভক্তই ত আমার শত্রু! ধর্ম্মাঙ্গদ, তোর হরিকে ত ডেকে এনেছিস্‌! এখন তোর হরিকে বল্‌, তোকে রক্ষা করুন। কিন্তু আমি তোকে হরিনাম না ছাড়িয়ে কিছুতেই যাচ্চি না।

ধর্ম্মাঙ্গদ। মা, তা হ'লে তুই আমার পরম উপকার করিস্‌। আজ যদি শ্রীহরির শ্রীচরণ দর্শন ক'র্‌তে ক'র্‌তে তোর প্রহার-যন্ত্রণায় আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, তা হ'লে ত ধর্ম্মাঙ্গদের মহামুক্তি ঘটে মা; হরিনাম না ক'রতে দিয়ে আমায় তুই যন্ত্রণা দিবি ব'লে মনে ক'রেছিস্‌ সেই যন্ত্রণাই ত আমার জীবনের আজ শেষ যন্ত্রণা মা!

বিষ্ণু। শুন্‌লে লক্ষ্মি, আমার ভক্তের কথা! এমন ভক্তেও তুমি বিরূপ হও?

লক্ষ্মী। আমি তোমার ভক্তের শত্রু ব'লেই তুমি ত অনেক কথা ব'ল্‌ছ, কিন্তু তুমি ভক্তের প্রতি বিরূপ কেন নাথ! ব'ল্‌তে পার ব'লেই যে অনেক কথা ব'ল্‌লে! কিন্তু একবার রাজা রুক্মাঙ্গদের অবস্থাটা ভাব দেখি! আমি নির্দ্দয়, না তুমি নির্দ্দয়!

ধর্ম্মাঙ্গদ। কি বল্‌লি মা! পিতার অবস্থার কথা কি ব'ল্‌লি মা! হরিভক্ত রুক্মাঙ্গদের কথা কি ব'ল্‌লি মা!

লক্ষ্মী। তোমার দয়াল হরিকে জিজ্ঞাসা কর বাছা! তোমার হরি ত সাক্ষাতে, তুমিই কেন জিজ্ঞাসা কর না। ও কঠিনেরও আবার নাম করে? আহা! রাজা রুক্মাঙ্গদ একাদশবর্ষ ধ'রে কত কঠিন পরিচর্য্যায় হরিবাসর-ব্রত সম্পন্ন ক'র্‌তে ব'স্‌লো, কোথায় সে সুখের বৈকুণ্ঠ-ধামে বাস ক'র্‌তে যাবে, এমন সময় ক'র্‌লেন কি না তার বেশ্যাগৃহে বাস! ছিঃ ছিঃ শ্রীনাথ! নামের মাহাত্ম্য আর দেখিও না! আর ভক্ত ভক্ত ব'লে চীৎকার ক'রো না! তুমি যে ভক্তবৎসল, অসহায়ের সাহায্য, তা এবার রাজা রুক্মাঙ্গদ হ'তে সব বুঝ্‌তে পারা গেছে।

বিষ্ণু। কি ক'র্‌বো রমে! দেবচক্রে পরম হরিভক্ত রাজা রুক্মাঙ্গদের এই দুর্গতি!

লক্ষ্মী। তবে বিপদভঞ্জন নাম কেন ধ'রে ছিলে নারায়ণ!

দেবতারা চক্রান্ত ক'র্‌লে, শনি তাদের সহায় হ'ল; রাজার পারণার সময় পাপাচার শনি অতিথি হ'য়ে কৌশলে রাজাকে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে মৃগ-শিশুর মাংস খাওয়াবার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে বনে পাঠালে। এ দিকে শনির চক্রে রাজা মৃগয়ায় গেলেই রাজসভায় একটী মৃগ-শিশু গিয়ে উপস্থিত হ'ল! মন্ত্রী আহ্লাদে তোমার বিজয়-নাম স্মরণ ক'রে যেই মৃগ-শিশু হত্যা ক'র্‌লে, অমনি সেই মৃগ-শিশু গোবৎসরূপে পরিণত হ'লো। আবার দেখ, রাজা মৃগয়ায় গেলেন, বনে মৃগ নাই! স্বর্গবেশ্যাগণ বনের সকল মৃগ হরণ ক'রে মায়ারাজ্য ক'রে ব'সে আছে, রাজা তখন সত্যরক্ষার জন্য কি করেন, মায়া-চাতুরী মধ্যে প্রবেশ না ক'রে উর্ব্বশীর কথামত প্রতিজ্ঞা ক'রে উর্ব্বশীর নিকট বন্দী হ'লেন। যাক্, এখন তোমার সে ভক্ত কোথায়? আর তোমার ভক্তবৎসল নাম কোথায় ঠাকুর! কেন ভক্তকে দেব-চক্রান্ত হ'তে রক্ষা ক'রতে পার্‌লে না? ধর্ম্মাঙ্গদ, শুন্‌লে তোমার পিতার কথা?

ধর্ম্মাঙ্গদ। শুন্‌লাম মা! কিন্তু কে জানে মা, অনন্ত লীলাময় শ্রীহরির মায়া! পিতার প্রতি যে এরূপ বিড়ম্বনা, এ হয় ত প্রভুর কোন মহা-পরীক্ষা।

লক্ষ্মী। পরীক্ষা বৈকি! তোদের হরির যেমন পরীক্ষা, আর তোদেরও তেমনি পরীক্ষা! তা না হ'লে অভাগিনী মন্ত্রি কন্যাকে তুই পথে বসিয়ে কাঁদাস্? যাক্ এখন তুই হরি-নাম ছাড়্‌বি কি না বল্ দেখি?

বিষ্ণু। আর কেন রমে! তুমি আমায় ক্ষমা কর! আর ভক্তকে কিছু ব'লো না। আমার অনুরোধ, আমায় ক্ষমা কর।

লক্ষ্মী। তবে অধিনীরও একটী অনুরোধ আপনি রক্ষা করুন। আমার করুণার সহিত আপনার ধর্ম্মাঙ্গদের বিবাহ দিন।

বিষ্ণু। তা কিরূপে হবে লক্ষ্মি। ধর্ম্মাঙ্গদ যে কঠিন শপথ ক'রেছে।

লক্ষ্মী। কপট! শপথই তোমার বড় হ'ল! কিন্তু সে অভাগিনীর কথাও ত একবার ভাব্‌তে হয়।

বিষ্ণু। তা কি ভাবি নাই লক্ষ্মি! পরে তোমায় ব'ল্‌ছি! বৎস ধর্ম্মাঙ্গদ! তুমি এই পথ দিয়ে অশ্বথ-তলায় অপেক্ষা করগে।

লক্ষ্মী। না, না, কদমতলায় যাও।

ধর্ম্মাঙ্গদ। যে আজ্ঞা মা! [প্রস্থান।

লক্ষ্মী। (স্বগত) যাও না, সেখানে আমিও করুণাকে পাঠাচ্চি; দেখি যুবক! তোমার মনের দৌড় কত দূর! আমারও প্রতিজ্ঞা, করুণার সঙ্গে ধর্ম্মাঙ্গদের বিয়ে দোবই দোব—তবে আমার নাম লক্ষ্মী। (প্রকাশ্যে) এখন কি বোঝাবে, বোঝাও দেখি ঠাকুর?

বিষ্ণু। করুণার সহিত ধর্ম্মাঙ্গদের কিরূপে শুভবিবাহ হ'বে রমে! ধর্ম্মাঙ্গদ যে সত্যে আবদ্ধ, সে সত্য লঙ্ঘনে যে তার মহাপাপ।

লক্ষ্মী! তাহ'লে দুঃখিনীর উপায় কি হবে নাথ! সে ধর্ম্মাঙ্গদের জন্য পাগলিনী।

বিষ্ণু। কি করি ইন্দিরে। এতে যে কোন উপায় নাই।

লক্ষ্মী। নিরুপায়ের উপায়! তুমি ভিন্ন অভাগিনী লক্ষ্মীর অনুরোধ, আর কে রক্ষা ক'র্‌বে নাথ! সে চির-কাঙালিনীরই বা কি উপায় আছে হরি!

বিষ্ণু। তবে তুমি এস, কদমতলায় ব'সে ধর্ম্মাঙ্গদের সহিত অভাগিনী করুণার বিবাহের উপায় চিন্তা করি গে।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী আপনি অগ্রগামী হোন্। আমি একবার তাপিতা মন্ত্রিকন্যাকে একটুকু সান্ত্বনা দি গে। ভগবন্! রমণী-জাতি তোমার নিকট কোন্ অপরাধে অপরাধিনী! এ পোড়া জাতিকে কি চিরদিনই কাঁদাতে হয়? চিরদিনই কি পরের উপর নির্ভর ক'রে রাখ্‌তে হয়? পর ভিন্ন কি এ জাতির আর দ্বিতীয় উপায় রাখ্‌তে নাই? ঐ যে মন্ত্রিকন্যা এই দিকেই আস্‌ছে! আমি একটুকু অন্তরাল হ'তে দেখি। আহা সরলা আবার লজ্জায় আমায় কোন কথা বলে না! দেখি এখন কি করে? (লুক্কায়িতভাবে দণ্ডায়মান)।

উন্মাদিনীভাবে করুণার প্রবেশ।

করুণা। ভোলা যে যায় না রে! পোড়া বিধাতার কেমন বিধান—কেমন নিয়ম—কেমন কাজ! ভোলা যে যায় না রে! ভুলি ভুলি মনে করি, আকাশের পানে চাই,

শ্যামময় গাছ পাতায় কাছে যাই, কত ক'রে তাদিগে সুধাই; পাখীকে বলি পাখি রে! যেখানে আমার সে আছে, তোরা শূন্যে থেকে অবশ্যই দেখেছিস, তারে তোরা জিজ্ঞাসা ক'রে আয়, আমি তারে ভুলি কেমন ক'রে? আবার ওরাই এসে আমায় বলে, তারে ত ভোলা যাবে না সখি! তারে ভোলা যাবে না! হাঁগা, সে কোথা? সত্যই কি তারে পাবো না? এক দিনের নয়, সে যে অনেক দিনের। সেই শুভ্রজ্যোৎস্না-স্নাতা শ্যামলবিটপীর তল, সেই নিদাঘের স্বায়ংকালীন বিবিধভঙ্গিনী ক্ষীণশরীরা কল-নাদিনী পূততোয়া সরযূর তট, সেই অমল বিমল সৌধ অট্টালিকার নিভৃত নির্জ্জন কক্ষ, সেই নানা তরুলতাপরিপূর্ণ নয়নশোভী রাজোদ্যান! সব মনে পড়ে গো, সব মনে পড়ে। কত কথাই হ'তো, চাঁদমুখে কত কথাই কইতো। এখনও মনে পড়ে। সেই অমৃতময় মুখখানি—তাতে কত সুধার হাসিই হাসতো! সেই হাসিতে কত মুক্তা, কত প্রবাল, কত সুধা ঝর্‌তো, কত চকোরিণী তাতে পিয়াসী হতো, এখনও সে সব কথা মনে পড়ে গো, মনে পড়ে। কঠিন নিষ্ঠুর পিতা, নির্দ্দয় নির্ম্মম ঋষি বাদ সাধ্‌লে! পোড়া বুক খালি ক'রে দিলে! আশার গৃহে নিরাশার দীপ জ্বেলে দিলে! তাই বলি কোথা যাই! সংসার মরুভূমি, কানন, শ্মশান; হৃদয়—যে হৃদয় কত পূর্ণ থাক্‌তো, কোন অভাব জান্‌তো না, অভাগিনী গরবে ভরা ছিল, কৈ সে হৃদয়?

এখন যেন গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নের মত খাঁ খাঁ ক'রছে! ঠিক যেন বালুময় প্রশস্ত প্রান্তর! চারিদিক ধূ ধূ ক'রছে! তাই বলি, কোথা যাই! জলে ঝাঁপ দোব, না বিষ খাবো? পোড়া শাস্ত্রে লিখে, আত্মহত্যায় মহাপাপ! আমি শাস্ত্র মানি না; কথায় কি হয়? লেখায় কি হয়? যারা বলে, বা লিখে, কৈ তারা আমার মন ফিরিয়ে দিক্ দেখি? তবে তাদের বুঝ্‌বো, তবে তাদের কথায় ধ্রুব-বিশ্বাস ক'রবো! কি করি, কোথায় যাই?

লক্ষ্মী। (প্রকাশ্যে) পাগ্‌লি! কোথায় যাবি? আয় আমার কাছে আয়। আমি ত তোকে ব'লেছি, তুই ভাবিস্‌নে। আমি তোর বিয়ে দোবই দোব।

করুণা। কে আবার তোমায় বিয়ের কথা বল্‌লে মা! আমার বিয়ে তো হ'য়ে গেছে!

লক্ষ্মী। দুষ্ট মেয়ে! মায়ের কাছে কি মিথ্যা কথা ব'ল্‌তে আছে? তুই কি ক'রে বেড়াস, তা কি আমি জান্‌তে পারি না?

করুণা। আমি কি ক'রে বেড়াই, তা তুমি কি করে জান্‌বো মা! আমার বুকে কি আগুন জ্বল্‌ছে, তুমি কি ক'রে দেখবে মা!

লক্ষ্মী। কেমন, এখন ত ধরা প'ড়েছিস্? তুই ধর্ম্মাঙ্গদের জন্য পাগলিনী। পাগ্‌লি আর কি! সেই রাজপুত্রের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব, তুই কাঁদিস না, ভাবিস্ না! আমি তোর লক্ষ্মী মা, আমাকে কি তুই বিশ্বাস করিস্ না?

করুণা। মা, আমি তোর লজ্জাহীনা কন্যা! কোথায় যাই মা! কিছুই চাই না, কেবল একবার দেখ্‌তে চাই। চোখের দেখা একবার দেখ্‌বো মা!

লক্ষ্মী! দেখ্‌বি, তা আমায় তুই বলিস্ না কেন? যা, এই পথ দিয়ে যা, রাজপুত্র এই যাচ্চে, হয় ত পথেই দেখা হ'বে এখন! তা না হ'লে সেই কদমতলায় যাস্! বুঝ্‌লি? যা, একবার দেখে আয় গে! ভাবিস্ না, আমি তোর বিয়ে দোবই দোব।

করুণা। পোড়ারমুখী মরে না কেন মা!

লক্ষ্মী। যা না, পাগ্‌লি, যা না।

করুণা। কালামুখ কবে লুকাবে মা!

লক্ষ্মী। আবার দাঁড়িয়ে রৈলি? যা না, পথেই দেখা হ'বে এখন।

করুণা। আমি যারে চাই, সে আমায় চায় না! আশায় যাই! আশাসুন্দরি! তুমিই এখন হতভাগিনীকে বাঁচিয়ে রেখেছ।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। (স্বগত) পাগ্‌লী ম'লো! আমিও ভেবে ভেবে গেলাম। এখন দু'হাত এক ক'র্‌তে পার্‌লে হয়। লক্ষীর তা হ'লে প্রতিজ্ঞা থাকে! ঠাকুরকে ত অনেক ক'রে ব'লেছি, তিনিও তার উপায় ভাব্‌ছেন! দেখি কি হয়। এ কি! নারায়ণ যে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এই দিকে ছুটে আস্‌ছেন!

এ কি নাথ। এ কি হরি! সহসা আবার এ কি বেশ! একি ভাব?

দ্রুতপদে বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। রমে! যাই যাই, বিদায় দাও! আর থাক্‌তে পারি না। আর সহ্য হয় না। রাণী সন্ধ্যাবতী ম'লো! হরিনামের তরী ডুব্‌লো! আর থাক্‌তে পারি না! আর সহ্য হয় না! প্রাণ অস্থির ক'রে তুলেছে। রাণীর যন্ত্রণায়, রাণীর কাতর-রোদনে, হরির প্রাণ আজ কেঁদেছে! রমে, বিদায় দাও, এক্‌বার অযোধ্যায় যাই। কমলিনি! একবার তাকে সান্ত্বনা ক'রে আসি! যাই কমলিনি, একবার যাই।

গীত

যাই যাই যাই, কমলিনী রাই, আর বুঝি নাই, অযোধ্যার রাণী।
ক'রে হরিনাম, হ'লো পরিণাম, চরমে পেলে না চরণ-তরণী॥
সাধু উক্তি এই নামে মুক্তি ঘটে, তাই ভক্তিভরে সবে নাম রটে,
হরে কৃষ্ণ হরে, (হায় রে) কৈটভ-সংহারে, আর কে যোড়-
করে ক'রবে নামের ধ্বনি॥
ভব-জ্বালা আমি করি বলি দূর, তাই হরিনাম এতই মধুর,
মধুর মধু গেছে, (হায় রে) মধুসূদন আছে, ভক্ত-নাশে শুধু ও মধুহাসিনি॥

লক্ষ্মী। এমন হরিনাম কেন ধ'রেছিলে হরি! যদি সাধ ক'রে হরিনাম নিলে, তা হ'লে জীবের যন্ত্রণা কেন সৃষ্টি ক'রেছিলে নারায়ণ? এখন কোন্ দিক্ রক্ষা ক'র্‌বে? অযোধ্যায় যে

যাবে ব'লছ, সে অযোধ্যায় কি দেখ্‌তে যাবে? সে যে শ্মশান হ'য়েছে! রাজা রুক্মাঙ্গদের অদর্শনে প্রজাগণ রাজ্য হ'তে চ'লে গেছে! হরিভক্ত মন্ত্রী উন্মাদের মত হ'য়েছে! বিদূষক দিনকতক রাণীকে রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে, শেষে রাজ্য ছাড়বার উদ্যোগ ক'রছে। রাণী উন্মাদিনী। এখন আর কি দেখ্‌তে যাবে হরি!

বিষ্ণু। রাণী কি জন্য উন্মাদিনী, তা ত জান্‌ছি লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। তোমার জন্য। নিষ্ঠুর! তুমি একবার যাঁর হৃদয়ে ব'সেছ, যাঁকে একবার তোমার মন-মাতোয়ারা নামে মাজিয়েছ, তার দুর্গতি না হ'য়ে হবে কার? এবার যে রাণীর দ্বাদশ-বার্ষিকী হরিবাসর-ব্রতের শেষ বর্ষ। রাজা রাজ্যে নাই, হরিবাসরব্রত আর পূর্ণ হবে না—কাজেই সে উন্মাদিনী। এখন ত সে উন্মাদিনী, কিন্তু ব্রতের দিনে, যখন তার ব্রত পূর্ণ হবে না, সে দিন তখন সে নিশ্চয়ই আত্মঘাতিনী হবে। সে দিন আবার তোমার বিমল হরি-নামের বিজয়-ধ্বনি আরও বেজে উঠ্‌বে নারায়ণ!

বিষ্ণু। কি করি রমে! ও কি, ধর্ম্মাঙ্গদের মত কে ঐ আস্‌ছে না? পশ্চাতে আবার কে—করুণা নয়?

লক্ষ্মী। তবেই হ'য়েছে! বোধ হয়, করুণা ধর্ম্মাঙ্গদের কাছে গেছ্‌লো, তাই ধর্ম্মাঙ্গদ পালিয়ে আস্‌ছে। চলুন, চলুন, আমরা অন্তরাল হ'তে দেখিগে চলুন।

বিষ্ণু। না রমে! আমি অযোধ্যায় চল্লাম, তুমি যা হয় তা কর!

[উভয়ের প্রস্থান।

ধর্ম্মাঙ্গদের প্রবেশ।

ধর্ম্মাঙ্গদ। দুল্‌ছে লতা, নাচ্‌ছে পাতা, অনিল ভরে দেখ,
দু'য়ের প্রেম একই ধারা, দেখেই প্রেম শেখ।
প্রেম কথাটী শুন্‌তে মন্দ সন্দেহ তায় ঘটে,
(কিন্তু) প্রাণের বাঁধা, প্রেমের দেহ, এই যে অর্থ রটে।
হায় গো পাঁচে, ক'র্‌লে মিল, সেই প্রেম-বাজার,
অর্থ বিভেদ, ক'রে গো ভেদ, দিলো গো ছারখার।
মায়ের কোলে শয়নে ছেলে, কেমন শোভো হয়,
স্বামীর কোলে, থাক্‌লে নারী, তেম্‌নি শোভা তায়।
ভ্রাতার কোলে, ভগিনী থাকে, তাও ত মনোহর,
প্রেম, স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, নামই রুচিকর।
এমন প্রেমে, দেয় গো দাগা, মূর্খ যতেক হায়,
প্রেম বুঝে না, প্রেম করে গো, প্রেমের একি দায়!
আয় গো তোরা, শিখ্‌বি যদি, প্রেমের নব ধারা,
শিখ্‌লে প্রেম জগৎ হবে সুধার স্বর্গ পারা।
নিত্য নূতন, এই প্রেম গো, নিবি যদি আয়,
বিনা মূল্যে এ প্রেম গো, বিকাইয়া যায়—

করুণার প্রবেশ।

করুণা। যায় গো যায়, তোরা কে নিবি গো আয়,
তোরা কে নিবি গো আয়;
বিনা মূল্যে পথে ঘাটে এ প্রেম গো বিকাইয়া যায়।

তবে কেন নিষ্ঠুর! অভাগিনী করুণাকে তার একটুকু প্রেম দাও না? যে তোমার কাঙালিনী, যে তোমার চরণদাসী, যে তোমার আশ্রিতা, তাকে কেন তোমার সে প্রেমের কণিকা দিতে কৃপণতা কর? তুমি পথে ঘাটে প্রেম দিতে পার, তরু-লতাকে প্রেম শিখাতে পার, বিনামূল্যে প্রেম যাচা যাচি ক'র্‌তে পার, আর তোমার প্রেমের প্রেমিকা, তোমার দেহতরুর লতিকা, দুঃখিনী করুণাকে কি একটুকু প্রেম দিতে পার না? নাই পার, কিন্তু একবার চোখের দেখাও ত দেখ্‌তে পার? একবার এ পোড়া বুকে ও একটুকু শান্তির জল ঢেলে দিতে পার? ধর্ম্মাঙ্গদ! প্রাণেশ্বর! জীবনসখা! প্রাণবল্লভ! এর মধ্যে তুমি করুণাকে ভুলে গেলে? তুমি ভুল্‌লে আমি কি ক'রে ভুল্‌বো নাথ।

ধর্ম্মাঙ্গদ। (কর্ণে অঙ্গুলিদান পূর্ব্বক) হরি হরি! কর্ণ বধির হও। সরে যা মা, সরে যা। প্রেম শিখ্‌তে চাচ্চিস্‌, প্রেমময় হরিকে ডাক্‌। ক্ষণিক অস্থায়ী প্রেমের পরিবর্ত্তে অনন্ত-স্থায়ী প্রেম পাবি—শুক্তির বিনিময়ে মুক্তা পাবি। করুণা! মাতৃময়ী দেবি! তুমি পিতার ভগিনী, আমার পিসিমাতা! যে কারণে উভয়ের চিরনির্ব্বাসন, মনে কর করুণা! কিন্তু আমি ভালবাসি। করুণা, আমি তোকে প্রাণের চেয়ে ভাল-বাসি। সে ভালবাসা, স্নেহ ভক্তিতে গ্রথিতা, তুইও আমায় সেই ভাবে ভালবাস্‌ মা! আমি তোকে মা ব'লে ডাকি, তুই আমায় পুত্র ব'লে কোলে নে মা!

করুণা। স'রে যা, স'রে যা নিষ্ঠুর! চোখের সম্মুখ হ'তে স'রে যা। এত যদি মনে ছিল, এত যদি বাদ সাধ্বি ব'লে প্রাণের ভিতর পুঁটুলি বেঁধে রেখেছিলি, তা হ'লে অনাথিনী কুল-কামিনী করুণাকে কুলত্যাগিনী করালি কেন? নির্ম্মম! বিশ্বাসঘাতক! সেই প্রতিজ্ঞা—সেই হিরণ্যগর্ভ সাক্ষী রেখে দৃঢ় সত্য, এখন তোর কথায়? ঘৃণা হয়, রাজপুত্র! সত্যই ব'ল্‌ছি, তোর নাম ক'র্‌তে ঘৃণা হয়। তুই যে সরলে গরল ঢেলেছিস্! তুই যে আশ্রিতা লতিকায় সবলে বিনা অপ-রাধে ছিন্ন ক'রেছিস্! সত্য ব'ল্‌ছি, সেই কারণে তোর মুখ দেখ্‌তে ঘৃণা হয়। দূর হ কালামুখ, শঠ, বিশ্বাসঘাতক, দূর হ, আমি তোকে চাই না।

গীত

চাই না কপট শঠ চাই না তোমারে।
জেনেছি যেমন তুমি, তব ব্যবহারে॥
যে ব্যথা দিয়েছ বুকে, থাক তুমি মনের সুখে,
কি কথা কও কালামুখে, লজ্জা কি নাই অন্তরে॥
এম্‌নি কপাল ক'রেছিলাম, পিতৃকুলে কালি দিলাম,
সকল সুখে বাদ সাধিলাম, নিলাম জ্বালা বুকে ধ'রে॥

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। দুষ্ট বেটি! তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা! প্রাণের

দেবতা, জগতের আরাধ্য, হৃদয়ের দেব-প্রতিমা অভীষ্ট-পুরুষ স্বামী ধনে মন্দবাক্য !

করুণা। মা, শোন্ মা ! স্বামীর কথা শোন্ মা ! মাগো, এসেছিস্, তবে এবার তোর সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে যা মা !

লক্ষ্মী। কেন কি হ'য়েছে? একটী ঘটনা ঘট্‌তে না ঘট্‌তেই, অমনি তোদের প্রণয় গেল—ভালবাসাবাসি গেল? ধন্য তোদের প্রণয় ! ধন্য তোদের ভালবাসা !

ধর্ম্মাঙ্গদ। আমি করুণাকে ভালবাসি মা, করুণা সে ভালবাসা চায় না। কিন্তু করুণা, তুমি আমায় যতই বল, আমি তোমায় তবু ভালবাসবো, তুমিও ভালবাস। উভয়েই সত্যে আবদ্ধ, সত্যভঙ্গ ক'র না করুণা ! ইহ-জন্মের এই শাস্তি, আবার পরজন্মের শাস্তিভোগ একবার ভাব। আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় ভালবাস্‌বে না কেন? বুঝেছি, আমি তোমায় যেরূপে ভালবাস্‌তে চাই, তুমি সেরূপ ভালবাসা চাও না। যদি রাক্ষসী হ'য়ে সেই ভালবাসা না চাও, যদি পিশাচী হ'য়ে সে প্রেম ভুলে যাও. যদি নাগিনী হ'য়ে প্রাণে বিষের বাতি জ্বেলে রাখ, যদি বিশ্বাস-ঘাতিনী হ'য়ে নিজের হৃদয়ের কু-অভিসন্ধির চিতায় জ্ব'লে পুড়ে মর, ক্ষতি নাই। কিন্তু করুণা, আমি তোমায় তবু ভালবাস্‌বো, তুমিও ভালবাস। ভালবাসা এক, প্রাণ এক রূপ। তবে তুমি যে ভালবাসা চাও, সে ভালবাসা ইহ-

জন্মের ক্ষণিক সুখের ক্রীড়াভূমি। কিন্তু আমার ভালবাসা অনন্ত; এর শেষ নাই, সীমা নাই, সমাপ্তি নাই। একভাবে সমানরূপে ইহকাল পরকাল এক ক'রে অনন্ত সময়-সমুদ্রের মধ্যে অনন্তযুগ প্রশান্তভাবে খেল্‌বে। তুমি আমায় চাও বা নাই চাও, আমি তোমায় ব'ল্‌ছি, আমাদের প্রণয়-বন্ধন চিরদিনের। কালও ব'লেছি তাই, আজও ব'ল্‌ছি তাই। যত দিন বাঁচবো, তত দিনই ঐ কথা পাবে। পোড়া-কপালি!- কু-পথে যাস্‌নে! এ শ্রীহরির রাজত্বে কু-পথের সুখ নাই। কু-পথ, কতকদূর শান্তিময় বোধ হয়, তার পর কণ্টক! যেও না, যেও না, সু-পথে যাও, যাও যাও মন্থরপদে যাও। দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাও, ধর্ম্মের আলো—কত মৃদু-মধুর স্নিগ্ধ শীতল আলো! পোড়াকপালি! কু-পথে যাস্‌ না, সু-পথে যা! আমি তোরে ভালবাসি, এই কথা মনে ক'রে যা! আবার দুজনে দেখা হবে।

[প্রস্থান।

করুণা। চ'লে গেল মা চ'লে গেল! এত ক'রে ব'ল্‌লেম, এত রূঢ় কথা ব'ল্‌লেম, তবু সে প্রশান্ত ধীরমূর্ত্তি একটীও কঠিন কথা ব'ল্‌লে না! সে আমায় ভালবাসে, আমি তাকে সে ভালবাসায় ভালবাস্‌তে পারি না। ব'লে দে মা, আমি তাকে ভালবাসি কি ক'রে? সে হরির দয়ায় সে ভালবাসা শিখেছে, তুইও আমায় সে ভালবাসা শিখা। আর কাঁদ্‌তে পারি না মা, আর কাঁদ্‌তে পারি না। কেঁদে কেঁদে দিন গেল, অস্থি-

চর্ম্ম সার হ'লো। চোখে আর দেখ্‌তে পাই না। স্থান দে মা, কোলে তোর একটুকু স্থান দে মা!

লক্ষ্মী। চল্ মা, এখন যাই চল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞস্থল।

ইন্দ্র, শনৈশ্চর ও যমের প্রবেশ।

শনৈশ্চর। (হাস্যের সহিত) কেমন দেবরাজ! হ'ল ত? কার্য্যোদ্ধার হ'ল?

ইন্দ্র। এখনও কার্য্যোদ্ধার হয় নাই গ্রহদেব!

শনৈশ্চর। হয় নাই? এখনও কার্য্যোদ্ধার হয় নাই? শনির নামে কলঙ্ক? আর কি ক'র্‌তে হ'বে বল্? শনির নামে কলঙ্ক দিস্ না! রাজ্যনাশ—বংশনাশ অচিরেই ঘটেছে।

যম। তা আর কিসে ঘট্‌লো গ্রহদেব, রুক্মাঙ্গদের রাজ্য আর গেল কিরূপে? রাজার একটু চৈতন্য হ'লেই ত রাজ্যে এসে হরিবাসর-ব্রত সম্পন্ন ক'র্‌বে আর রাজ্যও গ্রহণ ক'র্‌বে। এমন কি রাণী সন্ধ্যাবতীও যে, এ রাজ্যে থেকে সে কার্য্য ক'র্‌তে না পারে, এমন কিছু কার্য্য হয় নাই।

শনৈশ্চর। কি—কি, এখনও কার্য্যোদ্ধার হয় নাই? এখনও অযোধ্যা-রাজ্য নষ্ট হয় নাই? আজ অযোধ্যা শ্মশান ক'র্‌বো। রাজ্যবাসীর চিতা অযোধ্যার প্রতি অণুতে অণুতে জাল্‌ব! শনির দৃষ্টিতে সৃষ্টিনাশ ক'র্‌তে পারে, এ অযোধ্যা ত সামান্য। ভস্ম, ভস্ম, ভস্ম, এই দণ্ডেই ভস্মসাৎ হ'বে। তবে শনির দর্প, শনির গর্ব্ব—তবে শনির নাম। দেবরাজ! বজ্র ধরুন,ধর্ম্মরাজ কালদণ্ড গ্রহণ করুন আর আমার তীব্রদৃষ্টি; এই তিন অস্ত্রের একত্র সংযোগ! আজ বসুন্ধরা কম্পিত হ'ক, ত্রিলোক ভীত হ'ক্, অযোধ্যা রসাতলে যাক্।

ইন্দ্র। ধর্ম্মরাজ! কি বলেন?

যম। আমি আর কি ব'লব? যে কর্ম্মের সূচনা হ'য়েছে, তাতে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখলে হবে না। এখন ছল, বল, কৌশল, এই তিন পদ্ধতিরই অনুসরণ করা আবশ্যক।

শনৈশ্চর। যদি আবশ্যক, তা হ'লে কালবিলম্বের আবশ্যক কি?

ইন্দ্র। অন্য কোন আবশ্যক নাই, কেবল পুণ্যবতী অযোধ্যা রাজলক্ষ্মীর জন্য দয়া হয়।

শনৈশ্চর। দয়া! আর আগামী কল্য যে তার হরিবাসর-ব্রত পূর্ব্বের দিন, তার কি ভাবছিস্—তার কি ক'রছিস্! আগে যে বেস বল্লি, এখনও কার্য্যোদ্ধার হয় নাই। বাস্তবিকই ত এখনও কার্য্যোদ্ধার হয় নাই! এখনও রাজ্য আছে, এখনও তার রাণী আছে, এখনও সব আছে।

যম। তার আরও আছে অনাথতারণ হরি। যে নাম স্মরণ

ক'র্‌লে জীবের সকল বিপদ আপদ দূরে যায়, সেই বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন যে রাজার সহায়। তবে গ্রহদেব! তার নাই কি? যে মায়ায় রাজা মুগ্ধ হ'য়ে অচেতন, সেই মায়া ত্যাগ হ'তেই বা কতক্ষণ সময় লাগে? আর নারায়ণই কি ভক্তের জন্য নিশ্চিন্ত আছেন? ভক্তবৎসল হরি হয় ত ভক্তের বিপদ দেখেই আগে থেকে তার উদ্ধারের পথ পরিষ্কার ক'রে রেখেছেন।

শনৈশ্চর। তখন আবার দয়া! রাখ্‌ রাখ্‌ তোদের বিট্‌লেমী! যা যা বজ্রানল প্রজ্জ্বলিত কর্‌ আর সময় নাই। রাজ্য উৎসন্ন দে! যজ্ঞস্থল নষ্ট কর্‌! রাজা মায়া ছেদ ক'রে এলেও যেন ব্রত সমাধা ক'র্‌তে না পারে। ঐ দেখ্‌, মন্ত্রী ব্রত-পূর্ণের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে বেড়াচ্চে।

ইন্দ্র। তবে আর বিলম্ব কেন, দয়া কি? পর-মন্দে যা'দের প্রাণ, তাদের জন্য আবার দয়া কি?

এস ধর্ম্মরাজ! এস শনৈশ্চর!
অযোধ্যার ধ্বংসে হই অগ্রসর,
জ্বাল কালানল ভীম ভয়ঙ্কর,
অযোধ্যা হউক শ্মশান।

শনৈশ্চর। শনি মোর নাম আমি ভয়ঙ্কর,
করিব শ্মশান করি রাজ্যান্তর,
সৃষ্টি মোর ভয়ে করে থর থর,
কে আছে আমার সমান॥

যম। লোলুপ-রসনা জীবের শোণিতে
সতত বাসনা এ সৃষ্টি নাশিতে,
নূতন কামনা ভাঙ্গিয়া গড়িতে,
ভাঙ্গা গড়া এই মোর কাজ।

ইন্দ্র। ফলোদয় নাই বিলম্ব করিয়া,
চল শীঘ্র যাই কার্য্য সমাপিয়া,
নাশ—নাশ রাজ্য কালদণ্ড দিয়া,
ক'র না, ক'র না ব্যাজ।
হউক অযোধ্যা শ্মশান শ্মশান,
হউক অযোধ্যা মরুর সমান,
করুক ধূ ধূ ধূ জলধি-প্রমাণ,

সকলে। হউক অযোধ্যা শ্মশান শ্মশান!

গীত

হোক্ হোক্ অযোধ্যা শ্মশান, নিভৃত নির্জ্জন,
প্রাণ-ভয়ে রাজ্যবাসী করুক্ পলায়ন॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা উপাড়িয়া ফেল্ রে,
জ্বাল্ যজ্ঞ, নাশ রাজ্য, কার্য্যসিদ্ধ কর্ রে,
ধরি দণ্ড কর খণ্ড, এ ব্রহ্মাণ্ড সত্বরে,—
দেখিব কেমনে করে যজ্ঞ সমাপন॥

[সকলের প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। দৈববাণী—শ্মশান শ্মশান!
উঠে তা'র প্রতিধ্বনি—শ্মশান শ্মশান!
শ্মশান হইতে বাকী কিবা আর,
হ'য়েছে ত অযোধ্যা শ্মশান!
রাজা নাই, রাজপুত্র নাই, রাজ্যবাসী নাই,
রাজপুরী বিবসনা যেন,
ছিন্নভিন্ন হ'য়েছে শ্রীহীন!
রাণী উন্মাদিনী সম!
শ্মশান হইতে বাকী কিবা আর,
হ'য়েছে অযোধ্যা শ্মশান আকার!
চিতানল তা'র হ'য়েছে প্রবল,
ধূ ধূ তা'র শিখা যেন কালানল,
দ্বিগুণ দ্বিগুণ কাল হলাহল,
যেন উগারিয়া রাজ্য দেয় রসাতল!
চারিধারে তা'র রোদনের তান,
চারিধারে তা'র বিষাদের গান,
যেন বিশ্বধাম মৃতের সমান,
সত্য সত্য অযোধ্যা যে হ'য়েছে শ্মশান!
সেই শ্মশানভূমিতে কেহ কোথা নাই,
শুধু হাহা আর্ত্তনাদ ভ্রমিছে সদাই,

উষ্ণ নিশ্বাসের ঝলা নয়ন ধাঁধিয়া,
রেখে যায় স্মৃতি-চিহ্ন অতীতে মিশিয়া।
কে ও, কে ও, তুমি সাক্ষাৎ প্রলয়!
কে ও, কে ও, তুমি প্রলয় ভাস্কর!
ওহো কিবা জ্যোতিঃ ভয়ঙ্কর!
না, না, আকর্ণ বিস্তারি চক্ষু সর্ব্বাঙ্গে উহার। কে ও?
অহো ও যে ক্রমে হয়-অগ্রসর!
ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর!
কাল হবে শ্রীহরি-বাসর!
অহো আজ চারিভিত অনলেতে সাজি,
পুড়ে তরুলতা রাজ-অট্টালিকা-রাজি!
কে ও, কে ও তুমি কালান্তক মূর্ত্তি!
হস্তে বিঘূর্ণিত পাবকের শিখা,
যেন আঁকা প্রলয়ের রেখা, কেও তুমি?
ছাড় পথ, ছাড় পথ, যাই আমি সলিল-মাঝারে,
পুড়ে অঙ্গ বায় ছার খারে!
রক্ষা কর, রক্ষা কর হরি!
রক্ষা কর শ্রীমধুসূদন!
রক্ষা কর এ বৃদ্ধের অন্তিম-দশায়!
রক্ষা কর অযোধ্যায়,
রক্ষা কর পাগলিনী রাণী মা'রে!

বেগে প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।

কোথা যাই, কেউ নাই,
পুরী শূন্য, রাজধানী শূন্য,
শূন্য শূন্য সবই শূন্যময়!
হায় হায়! এক ডাকে কত দাস-দাসী
আসিত সম্মুখে,
আজ শত ডাকে, কেহ কাঁকে না দেয় উত্তর?
কে ও ছুটে আসে? বিদূষক!
আহা চিরামোদপ্রিয় রাজ বশম্বদ বিদূষক;
দৈব প্রতিকূলে আজ যায় ছাড়ি!

রাহাদারীবেশে বিদূষক ও রাই ধোপানীর প্রবেশ।

বিদূষক। আশীর্ব্বাদ করি, আশীর্ব্বাদ করি মন্ত্রি মশায়! ধনে পুত্রে আপনার লক্ষ্মীলাভ হ'ক্। এক গুণে আপনার শত সহস্র গুণ হ'ক্। এ বুড়ো বয়সেও যেন আপনার একটী সোণামুখী পত্নী জুটে। যাই হ'ক্, এখন আমাদিগে বিদায় দিন। ঢের অত্যাচার ক'রেছি, হাতের খাবার কেড়ে খেয়েছি, আপনি অনেক সহ্য ক'রেছেন, এখন বিদায় দিন, বনে যাই। আর রাজ্যরক্ষার আশা নাই, রাজা আর আসবেন না, রাণী মা উন্মাদিনী হ'য়েছেন, তিনি যে আরোগ্য

লাভ ক'র্‌বেন, সে আশা গেছে, তখন আর কেন? রাজা বিহনে আমি এ রাজ্যে কিছুতে থাক্‌তেই পার্‌ব না। আজ আস্‌বেন, কাল আস্‌বেন ব'লে, রাজার জন্যই আমি এক বৎসর অপেক্ষা ক'র্‌লেম; কাল হরিবাসর-ব্রত পূর্ণের দিন, আজও যখন তিনি এলেন না, তখন আর কেন? এবার বুঝেছি, হতভাগা বামুনের কপাল পুড়েছে! তখন আর কেন? রাজ্য যে শ্মশান হ'য়েছে, সকলেই যে পালিয়েছে, তখন আর কেন? রাণী মাকে আপনি দেখ্‌বেন, আমরা এখন চ'ল্‌লাম? আমাদিগে বিদায় দিন্।

মন্ত্রী। ঠাকুর! আর কি বলি বলুন? রাজ্যে আর কে আছে যে, আপনাকে রাজ্যমধ্যে থাক্‌বার জন্য অনুরোধ ক'র্‌ব? যান্,এখন যেখানে গেলে শান্তি পাবেন, সেইখানে যান্। বনে যাবেন, আমিও রাণী মাকে ল'য়ে শীঘ্রই বনগমন ক'র্‌ব! আজ রাজ্যের অবস্থা আরও গুরুতর! চারিদিকেই ভয়ঙ্কর ভাব!

বিদূষক। গিন্নি! এস! এস! হরি বল! হরি বল!

রাই ধোপানী। হরি বল, হরি বল। দিন গেল গো, বেলা নাই গো, হরি বল! হরি বল!

বিদূষক! ও গিন্নি! মোট টোট্ গুলো ত ঠিক ক'রে বেঁধে নিয়েছ? হরি বল!

রাই ধোপানী। নিয়েছি গো, চল, হরি বল গো, হরি বল।

বিদূষক ও রাই ধোপানী। হরি বল, হরি বল হরি বল।

[উভয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রী। একে একে সবে ছাড়ি গেল,
একে একে অযোধ্যায় শ্মশান করিল সবে।
অযোধ্যা-কাননে রহি মাত্র,
দাবাগ্নি বিদগ্ধ হই তরুলতা
রহিনু কেবল অযোধ্যাশ্মশানে,
পোড়া অস্থি দুইখানি।
চিন্তামণি! নট নারায়ণ!
ভগবন্! কি পাপে এ তাপ দিলে?
আহা কে আসে বালক! সুন্দর-মূরতি,
বিনোদ মোহন বেশ।
এ শ্মশানে এর কিবা প্রয়োজন!
অহো কে তুমি বালক?

যজ্ঞেশ্বর-নামক বালকের বেশে বিষ্ণুর প্রবেশ।

যজ্ঞেশ্বর। হাঁগা মন্ত্রী মশায়! আমায় চিনতে পার না গা? আমি যে সেই গো! প্রতি বছরই ত এমন দিনে আমি এখানে আসি।

মন্ত্রী। প্রতি বৎসর এস। এস কি জন্য?

যজ্ঞেশ্বর। বাঃ—তোমার মনে নাই? ঐ যে গো, তোমাদের কি যজ্ঞ হয় না? প্রতি বছর যে হয় গো! সেই যজ্ঞে খেতে আসি! এই আস্‌ছে কাল তোমাদের সেই যজ্ঞ হবে না?

মন্ত্রী। আমাদের প্রতিবৎসর যজ্ঞ হয়, আগামী কল্য আমাদের

সেই যজ্ঞ হবে, সেই যজ্ঞে তুমি খাবে—এই মনে ক'রে তুমি এসেছ বালক!

যজ্ঞেশ্বর। হাঁগা, শুধু কি আর খাবো ব'লেই এসেছি! যজ্ঞ দেখ্‌তেও এসেছি। তোমাদের ত এবার শেষ বছরের যজ্ঞ?

মন্ত্রী। আমাদের রাজবংশের এই শেষ-যজ্ঞ, সত্যই অনুমান ক'রেছ বালক। কিন্তু এই শেষ-যজ্ঞে তোমাদের ন্যায় বালকের ত আহার্য্য কিছুই নাই। এই শেষ-যজ্ঞের আহার্য্য ভস্ম-রাশি! এর ভোক্তা দুরন্ত কাল! তবে বালক! এ যজ্ঞে তোমার আস্‌বার প্রয়োজন কি?

যজ্ঞেশ্বর। ও আবার তুমি কি কথা ব'ল্‌ছ গো!

মন্ত্রী। বালক রে! এ যজ্ঞে তোমাদের ন্যায় বালকেরও আমোদ আছে, কিন্তু পোড়া বিধাতার মনে যে তা কিছুই নাই।

যজ্ঞেশ্বর। কেন গা মন্ত্রী মশায়! কি হ'য়েছে? তোমাদের রাজা মশায় কোথায়? তোমাদের রাজা মশায় গেল বছর হ'তে আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে রেখেছিলেন। আরও এক কথা ব'লেছিলেন—বুঝি ভালবেসেই ব'লেছিলেন, ভিখারী বালক রে! তুমি না এলে আমার যজ্ঞ পূর্ণ হবে না! আমার নাম যজ্ঞেশ্বর কি না? তিনি আবার আমায় আদর ক'রে কোলে নিয়ে, আমার নাম ধ'রে ব'ল্লেন, বাবা যজ্ঞেশ্বর! আস্‌ছে বছর আমার যজ্ঞে এসে খেয়ে আমার সাধের হরি-বাসর যজ্ঞ পূর্ণ ক'র। আমিও তাঁর ভক্তি দেখে, তাঁর

কাছে আসবো ব'লে স্বীকার ক'রে গিয়াছিলাম। তাই এসেছি গো, তাই এসেছি। তা না হ'লে তোমার ছাই পাঁশ খাবার কথা শুনতে আসি নাই গো, শুনতে আসি নাই।

মন্ত্রী। না চাঁদ, আমি তোমায় ছাই পাঁশ খাবার কথা বলি নাই; তবে অযোধ্যায় এখন ছাই পাঁশ ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, তাই ব'লছিলাম বাছা!

যজ্ঞেশ্বর। কেন গা কি হ'য়েছে? তোমাদের রাজা কোথায়? কেন বল ত রাজাটা তোমাদের এমন হ'ল? লোক-জন নাই, রাজাকেও দেখতে পাচ্চি না, রাণী মাও নাই, কাল তোমাদের হরিবাসর, এত বড় একটা যজ্ঞ হবে, কত লোকজন খাটবে খুটবে, তার ত কিছুই দেখতে পাচ্চি না। কেন বল ত—এমন কেন? কি ব্যাপারটা হ'য়েছে?

মন্ত্রী। কি যে হ'য়েছে চাঁদ, তুমি বালক, তার কি বুঝবে?

যজ্ঞেশ্বর। বুঝতে পারবো না? তবে ব'লে কাজ নাই। তবে তুমি এক কাজ কর, রাজার সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দাও। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে আমার সব কথা ব'লে ক'য়ে চ'লে যাই। ওগো আমি ত আর এক যায়গায় যজ্ঞে খেতে যাই নাই, সকল যজ্ঞেই আমার এইরূপ নিমন্ত্রণ।

মন্ত্রী। বল কি বালক! সকল যজ্ঞেই তুমি গমন কর?

যজ্ঞেশ্বর। সকল যজ্ঞেই গো—সকল যজ্ঞেই। সকল যায়গায়

যজ্ঞকর্ত্তারা আমায় ভালবেসে বলেন, বাবা যজ্ঞেশ্বর! তুমি না খেলে আমাদের যজ্ঞ পূর্ণ হবে না। আমি তাই গো সকল যজ্ঞেই খেতে যাই। তা থাক্‌গে, এখন তোমাদের যজ্ঞের কথা মহারাজের মুখে শুনে, হয় যজ্ঞে খেয়ে যাব, তা নয় এই পর্য্যন্ত হ'ল! তোমাদের রাজা কোথায় গা মন্ত্রী-মশায়?

মন্ত্রী। রাজ্যে নাই।

যজ্ঞেশ্বর। কোথায়?

মন্ত্রী। বনে গেছেন।

যজ্ঞেশ্বর। বনে কেন? এমন সোনার রাজ্য ছেড়ে বনে গেছেন কেন?

মন্ত্রী। নারায়ণ বনে পাঠিয়েছেন বাবা!

যজ্ঞেশ্বর। নারায়ণ বনে পাঠিয়েছেন? তোমাদের মুখে ঐ সব কথা শুন্‌লে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'ল্‌তে থাকে? নারায়ণের আর বুঝি খেয়ে দেয়ে কাজকর্ম্ম ছিল না? তাই অমন হরিভক্ত রাজা রুক্মাঙ্গদকে বনে পাঠিয়েছেন! ছিঃ তোমরাও নারায়ণের নিন্দা কর? যেখানে নারায়ণের নিন্দা হয়, সে স্থানে আমি কদাপি থাকি না। (গমনোদ্যত)

মন্ত্রী। না বাবা, যেও না, আমি নারায়ণের নিন্দা করি নাই। তবে বনমালীর বনেই বিরামস্থান কি না, তাই বুঝি প্রিয়-ভক্তকে নগরে না রেখে, বনেই স্থান দান ক'রেছেন। না বাবা, তাতে নারায়ণের নিন্দার কথা থাক্‌বে কেন?

গীত

নিন্দার কথা নয় রে যাদু মনের কথা বলি।
যে তাঁরে না চিন্তে পারে, সেই তাঁহারে নিন্দা করে,
তার নগর চেয়ে বন ভাল রে, তাই ত বনে বনমালী॥
বনে ব'লে চিন্তামণি, তাই ত বনে ঋষি মুনি,
ত্যজ্য ক'রে বিষয় খনি, চিন্তা করে দিন-যামিনী,
শ্রীহরির চরণ দু'খানি, ঘুচায়ে মনের কালি॥

যজ্ঞেশ্বর। মনে বুঝি তোমার তাই ধারণা? ছিঃ, তিনকাল কাটিয়ে চা'রকাল এসে দাঁড়িয়েছে, তবু মিথ্যা কথাগুলো ব'ল্‌তে ছাড়্‌বে না?

মন্ত্রী। তুমি আমার মনের কথা জান্‌লে কেমন ক'রে বালক?

যজ্ঞেশ্বর। মনের কথা মুখে বেরয়! মনটা কি?—মনটা কাচ, মুখটা অভ্র। মানুষের মুখটা হ'ল দর্পণ; দেখে নিতে পার্‌লেই মুখ দেখেই মানুষের মনের কথা সব ব'ল্‌তে পারা যায়। যাক্, রাণী মা কোথায় ব'ল্‌তে পার?

মন্ত্রী। রাজার মত তিনি বনে যান নাই বটে, কিন্তু রাজা বিহনে সংসার তাঁর বন হ'য়েছে।

যজ্ঞেশ্বর। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, রাণী মা কোথায়? তুমি ব'ল্লে কি না, সংসার তাঁর বন হ'য়েছে? হাঁ মন্ত্রিমশায়! সংসার বন নয় কার? তোমার মত যারা ঘোর বিষয়ী, কেবল ধন ধন ক'রে মরে, যাদের মনে আশার ঢেউ নাচ্‌ছে, দুল্‌ছে, খেল্‌ছে, যারা সংসার হ'তে আর কখন যেতে হবে

না মনে ক'রেছে,—এইরূপেই দিন কেটে যাবে মনে ভেবে রেখেছে, তাদের পক্ষেই ত সংসার বন নয়। কিন্তু যারা একবার এ, ও, তা ভেবে সংসারের গূঢ় রহস্য বুঝ্‌তে পেরেছে, তাদের পক্ষেই সংসার যথার্থ বন। কেমন, কথা গুলো প্রাণে লাগ্‌ছে, না?

মন্ত্রী। বালক তুমি কে? তোমার কথাবার্ত্তা শুন্‌লে আর অঙ্গপ্রতঙ্গ দেখ্‌লে, তোমায় ত সামান্য বালক বোধ হয় না! বালক! সত্য বল তুমি কে?

যজ্ঞেশ্বর। আমি সেই যজ্ঞেশ্বর গো! আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না? এই তোমাদের এগার বছর যজ্ঞ হ'চ্চে, আমি এই এগার বছর তোমাদের যজ্ঞে এসে খেয়ে যাচ্চি; আর আমায় তুমি চিন্‌তে পার্‌ছ না? দেখ, চিন্‌তে হয়, তা না হ'লে প্রাণে বড় কষ্ট হয়। আমি সেই যজ্ঞেশ্বর গো, আমি সেই যজ্ঞেশ্বর।

মন্ত্রী। তুমি কোন্ যজ্ঞেশ্বর! যে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি, সেই যজ্ঞেশ্বর নয় ত? বালক! সত্য বল কে তুমি?

যজ্ঞেশ্বর। আমি সেই যজ্ঞেশ্বর গো, সেই যজ্ঞেশ্বর। আমি পথের কাঙাল, আমি দীনহীন ভিখারী গো, দীনহীন ভিখারী! আমি পরপ্রত্যাশী গো, পরপ্রত্যাশী! আমায় তুমি যজ্ঞেশ্বর হরি ব'ল্‌ছ! মনে ক'রে দেখ দেখি মন্ত্রীমহাশয়! তুমিও কি সেই যজ্ঞেশ্বর হরি নও? ভাব না মন্ত্রিমশায়! এ জগতে হরি ছাড়া কোন্‌টা? আমি

তুমিই ত সেই যজ্ঞেশ্বর হরি। কেন না, আমার তোমার হৃদয়ে যখন সেই আত্মরূপী পরমপুরুষ হরি বর্ত্তমান, আমার তোমায় যখন তিনি খাওয়াচ্চেন, কর্ম্মে লওয়াচ্চেন, তখন আমরাই ত সেই যজ্ঞেশ্বর হরি গো, আমরাই সেই হরি! তুমি হরি, আমি হরি, তরু হরি, লতা হরি, সংসার হরি! হরিময় বিশ্বধাম! এখন রাণী মা কোথায় বল? তুমি ত আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না, দেখি রাণী মা আমায় চিন্‌তে পারেন কি না?

মন্ত্রী। রাণী মা আর তোমায় কি চিন্‌বে বালক! তিনি যে এখন পাগলিনী।

যজ্ঞেশ্বর। হ'লেই বা তিনি পাগলিনী! তিনি যে আমায় বড় ভালবাসেন গো! বোধ হয়, তিনি আমায় না দেখ্‌তে পেয়েই পাগলিনী হ'য়েছেন। চল, চল, কোথায় আমার সেই পাগলিনী অনাথিনী মা আছেন, তাঁকে দেখাবে চল! কোথায় আমার সেই পাগলিনী মা! কৈ আমার সে মা!

মন্ত্রী। চল চাঁদ! যদি তোমার মধু মুখের মা কথা শুনে পাগলিনী কিছু শান্ত হয়, তাই দেখি গে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

হরিভক্তির প্রবেশ।

হরিভক্তি। (তুলসীমঞ্চের তলে দণ্ডায়মান হইয়া) আমি কাঙালিনী গো, আমি কাঙালিনী! আমি তোমাদের

তরেই কাঙালিনী! তোমাদের পরকালে লক্ষ্য হবে, পাপে আতঙ্ক জন্মাবে, তোমরা প্রাণ ভ'রে হরিনাম ক'র্‌বে, প্রেমানন্দে চোখের জল ফেল্‌বে,—আমি সদাই তার কাঙালিনী গো, সদাই তার কাঙালিনী। আমি তোমাদের দয়াতেই সংসারে আছি, তোমরা আমায় দয়া কর! তোমরা একবার আমায় ভালবাস, আমি তা হ'লেই চরিতার্থ হই। সংসারে আর কিছু আমি চাই না। আমি হরিভক্তি, হরিনাম ক'র্‌লেই আমি তোমার! ভাই সকল, বাপ সকল, একবার প্রাণ'ভরে হরিবোল হরিবোল বল? আমায় তোমাদের ক'রে রাখ! আমি তোমাদেরই হ'য়ে থাকি! কেন ভ্রমে মত্ত! শেষ ভেবে দেখ দেখি! দেখতে পাচ্চ কি? সব অন্ধকার! আর দৃষ্টি যায় না! আচ্ছা, আমায় ভালবাস দেখি, তা হ'লেই সব দেখ্‌তে পাবে! আঁধারে আলো ফুটবে। এই রাজা রুক্মাঙ্গদ আমায় অতি ভালবাস্‌ত, আমায় ল'য়েই তার আমোদ প্রমোদ ছিল, আমি তাই তাকে বড় ভালবাসতাম! তখন তার কি কিছু অভাব ছিল? তার পর দেখ, যখন তার ভ্রম ঘট্‌ল, তখন তার সর্ব্বনাশ হ'ল! এখন সে কোথায়?—এখন বেশ্যার মায়ায় মুগ্ধ। তার রাজ্য গেল, প্রজা গেল, ব্রত, পূজা সব গেল! তবু দেখ, আমি এখন রাজাকে ভুলতে পারি নাই—তবু তার ব্রতের তুলসীমঞ্চকে রক্ষা ক'র্‌ছি। যতদিন রাজার সেই হরিভক্তি আমি, বিশ্বরাজ্যেশ্বর, শ্রীহরির মহা-অঙ্গে মিলিত

না হই, ততদিন আমি তাঁর ব্রত-পূর্ণের জন্য এই তুলসী-মঞ্চকে রক্ষা ক'রব, ততদিন রাজাকে আমি ভুলতে পারব না! হায় নারায়ণ। কত দিনের পর গ্রহণ ক'র্বেন? এস পদ্মপলাশলোচন হরি! এস দামোদর! হরি-ভক্তির পুরস্কার—মুক্তি দাও। হৃদয়মাঝে উদয় হও, বিনোদ বাঁকিম ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম অনুপম উদাসময়ী মূর্ত্তি ল'য়ে দাঁড়াও নাথ! আমি রাজার মন-মহাযজ্ঞে মহাসমাধি আসনে উপবেশন ক'রে মহাপূজা করি। (চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া উপবেশন)।

দেখা দাও প্রভো যজ্ঞেশ্বর।
ব্রত পূর্ণ কর অধিনীর।
আশায় রোপিত তরু, কেন নাথ তারে কর ফলহীন?
দীনবন্ধু দীনের তারণ!
অকারণ কেন হেন অহৈতুকী মায়া।
যে তোমারে মনপ্রাণ দেয় উপহার,
দয়া অবতার! তাঁরে কেন তুমি বাম?
মনস্কাম পুরাও তাহার।
ধন্য হরি। তোমার পরীক্ষা!
অজ্ঞ জীব বুঝিবে কেমনে?
মায়াধব! কর মায়া বিমোচন
রাজায় করহ মুক্ত, যুক্ত-করে মাগি ভিক্ষা তব
রাঙা পায়।

ইন্দ্র, শনৈশ্চর ও যমের প্রবেশ।

শনৈশ্চর। ব্রতস্থান করি অন্বেষণ,
অই নয়নের সম্মুখে বিরাজে!
একি চমৎকার! ঐ হের তুলসীমঞ্চেরে!
হের হের এই নিশ্চয়ই হবে ব্রতস্থান।

ইন্দ্র। সন্দেহ নাহিক তায়,
নিশ্চয়ই এই ব্রতস্থল।

যম। যদি এই ব্রতস্থানে হয় আনুমান,
শ্মশানে মিশাও অণু এর।

শনৈশ্চর। নিশ্চয়। ধর ধর্ম্মরাজ কালদণ্ড তব,
চূর্ণ কর তুলসীমঞ্চেরে।
তুলসীবৃক্ষেরে, চল সবে সবলে উপাড়ি,
ফেলে দিই সরযূ তীরে। (তুলসীমঞ্চে হস্ত প্রদানোদ্যত)

হরিভক্তি। সাবধান, হস্তস্পর্শ করিও না মঞ্চোপরি।
শ্রীহরির দাস রাজা রুক্মাঙ্গদ,
তাঁর এ তুলসীমঞ্চ হইয়াছে প্রতিষ্ঠিত উপলক্ষে ব্রতে।
আগামী বাসরে হ'বে সেই শ্রীহরি-বাসর।

শনৈশ্চর। হাঃ হাঃ (হাস্য) রাজা কোথা এবে, ব্রত হবে তার?
রাজা বন্দী বেশ্যার আগারে।

হরিভক্তি। রাজা বন্দী বেশ্যার আগারে?
কিন্তু সে রাজার হরিভক্তি আমি,

বন্দী আছি রাজার রাজ্যেতে।
রক্ষি তাঁর এ তুলসী-মঞ্চ।
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন, যাও শনি নিজধাম।

শনৈশ্চর। আগে ব্রতস্থান করিব শ্মশান,
পরে যাব নিজ ধাম।

হরিভক্তি। দুরাশা কল্পনা শনি!
হবে না বাসনা সিদ্ধ কহিনু তোমারে।

ইন্দ্র। কেন হরিভক্তি, বাধাও জঞ্জাল,
বাদ সাধ কেন দেবতার সনে?
বাতুলের কথা তব।
অথবা যাইল জানা তোমার প্রকৃতি!
যেই জন প্রণয়ের দাস, বেশ্যা গৃহে থাকে বার মাস,
মদ্যপায়ী, অনাচারে রত, তার তুমি হরিভক্তি?
ছিঃ ছিঃ! হরিভক্তি নামে দিও না কলঙ্ক কভু।

হরিভক্তি। কেন বাহ্য আড়ম্বর কর সহস্রলোচন!
জানি জানি সব বিবরণ।
যে কারণ রাজা বৃদ্ধ বেশ্যার আলয়ে।—
শনি, কূটচক্রী শনি, শুনে লও মূল পরিচয়!
শনি! শনি! কি বলিব চক্রপাণি পরীক্ষা তাহার!
মায়ায় ভুলায়ে মহারাজে,
নাহি হরিভক্তি তার কহিলে কেমন?
আচ্ছা যাহা অনুমান,

থাক মনে মনে তাহা তব।
বুঝে লও, এই হরিভক্তি আমি কল্পনার!
কল্পনায় গঠিত আকার মম।
কিন্তু সাবধান, কায়া হ'তে ছায়া কত শক্তি ধরে,
সেই শক্তি সহ্য কর' সবে।

শনৈশ্চর। আচ্ছা, বুঝিব পশ্চাতে,
কিন্তু কহি অগ্রে দুই চারি কথা।
রাজা গেল বন, তুমি কি কারণ হেথা?

হরিভক্তি। রাজা নিজ ধর্ম্ম করে না বর্জ্জন,
মায়ায় ফেলিল দুষ্টজন,
তাহে রাজা কিবা দোষে দোষী?
এখনও হরিভক্তি অন্তরে টুটে না তার,
বহ্নি যেন আছে পাংশু ঢাকা।
তার হৃদি হরিভক্তি আমি বুঝেছি বিশেষে,
তাই আমি তার তুলসীর মূলে ব'সে।

শনৈশ্চর। এবে যাবে তুলসীর মূল!
কিবা হবে রাজার উপায়?

হরিভক্তি। পূর্ব্বেই ব'লেছি তাহা,
দুরাশা কল্পনা তব।

ইন্দ্র। নারী-বুদ্ধি প্রলয়-কারণ,
না শুন বারণ তাই।
আচ্ছা হরিভক্তি! যাহা সাধ্য কর তুমি!

এই বজ্রক্ষেপ করি মঞ্চোপরি,
শক্তি যদি থাকে, তবে নিবার—নিবার।

(বজ্রনিক্ষেপোদ্যত)

হরিভক্তি। দূর হ'য়ে যাও বজ্র, হরিভক্তির সম্মুখ হইতে!
বজ্রি! হের বজ্র তব চূর্ণ অচিরায়।
এবে রক্ষ প্রাণ এই শাণিত ত্রিশূলে।

(ত্রিশূল হননোদ্যত)

সকলে। (পদে পতিত হইয়া) রক্ষঃ রক্ষঃ রক্ষঃ দেবি, দেবরাজে,
সম্বর সম্বর ক্রোধ!

ইন্দ্র। রক্ষ দেবি! দাসে।

হরিভক্তি। (ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক) হা অজ্ঞ!
যাঁর কৃপাবলে প্রাপ্ত হ'লি স্বর্গসিংহাসন,
ধন, জন, বাহন প্রচুর,
তাঁর দাসী সনে তোর বিসম্বাদে মন!
ছিঃ ছিঃ সহস্রলোচন!
যাও ফিরি আপন আলয়।
হরিভক্তি থাকিতে এ অযোধ্যায়,
রাজ্যানিষ্ট কভু না ঘটবে।

সকলে। ধন্য ধন্য মা গো হরিভক্তি!
প্রণমি মা পদে।

[সকলের প্রণাম ও প্রস্থান

হরিভক্তি। বিশ্বরূপ! কত রূপ লীলা জান তুমি!
কত রূপ লীলা দেখালে জগতে,
কে বুঝিতে পারে তাহা,
অনন্ত তোমার মায়া!
আমি কি বুঝিব তাহা?
তোমা গত প্রাণ, যার ভগবান্,
পায় পরিত্রাণ, সেইজন বুঝি এইরূপে?
কিন্তু নাথ! একি দেখি পুনঃ!
রাজা করি হরি হরি, পড়িল মায়ার ফাঁদে,
কেঁদে তার যায় দিবানিশা।
তবু দয়াময় সদয় না হও!
এখন ভুলাও তারে বৈষ্ণবী-মায়ায়!
দীননাথ! কিসে তবে হবে দীনের উপায়!
দীনবন্ধো! রাখ দীনে পদাশ্রয় দানে।

গীত

দীননাথ হে দাও দীনে অভয়-পদাশ্রয়।
সে যে অকূলে শ্রীহরি ব'লে,
সদা দিবস-যামিনী নাথ, কাঁদিয়ে বেড়ায়।
ভবসিন্ধু অতি ভীষণ, তাহে তরঙ্গ-পীড়ন,
পতিত পতিত জন, কি হবে উপায়॥
হবে কি না হবে দয়া, পাবে কি না পদছায়া,
এ তোমার কেমন মায়া, বল মায়াময়॥

যজ্ঞেশ্বর নামক বালকের বেশে বিষ্ণুর প্রবেশ।

যজ্ঞেশ্বর। ভদ্রে! কত আর কাঁদিবি জননি!
চিন্তামণি তোর পড়িল শ্রীপদে।
কান্নায় কাঁদিল মোর প্রাণ,
দে মা স্থান হরিভক্তি পাদপদ্মে তোর। (প্রণাম)

হরিভক্তি। ছিঃ ছিঃ রে সন্তান,
পায়ে ধরা রোগ এখন গেল না তোর?
উঠ উঠ, প্রাণ-কালাচাঁদ!
আমি যে রে তোর সে দুঃখিনী মেয়ে। (প্রণাম)

যজ্ঞেশ্বর। এ মুখ মা, আর দেখাতে না পারি,
তোর সনে করি লুকোচুরি খেলা!
দেব ছলে তোরে বহু ছলিয়াছি আমি;
তোর সে হৃদয় অযোধ্যার রাজা,
তোরে বহু দিয়েছি যাতনা,
কত না বেদনা পেয়েছ মা, হরিভক্তি তুমি?

হরিভক্তি। হৃষিকেশ!
হ'য়েছে কি অধিনীর এবে যাতনার শেষ?
এখন যে বৃশ্চিকদংশন, করে অনুক্ষণ,
এখন যে হৃদয় আমার বেশ্যার নিলয়ে বাঁধা।
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রেমগুরু তুমি নারায়ণ,
কহ ভগবন্! কত পাপ ক'রেছে পাপিনী?
কহ চক্রপাণি! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিবা?

যজ্ঞেশ্বর। প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে বিধান।
রাজা মুগ্ধ উর্ব্বশী-প্রণয়ে কেন দেবি!
কহ ভক্ত প্রাণময়ি!

হরিভক্তি। লোকাতীত! পরিহর অতীত ঘটনা!
কর এবে বিহিত উপায়, রাজায় করহ মুক্ত,
কর তার ব্রত পূর্ণ আগামী বাসরে।

যজ্ঞেশ্বর। আমি নই কারণ তাহার,
তুমিই কারণময়ী, কারণ তাহাতে।
যাও, পশ গিয়া তুমি রাজার হৃদয়ে, উর্ব্বশী-আলয়ে।
আমিও যেতেছি তথা রাণীকে লইয়া,
মুহূর্ত্তে আনিব গিয়া নৃপতিরে অযোধ্যায়।

হরিভক্তি। ভক্তাধীন! দেহ বর, পূর্ণ কর আশা।

যজ্ঞেশ্বর। শেষ-আশাময়ি! তব আশা পূরণের হেতু—
ফিরি ব্যস্ত দিবানিশা।
এই দেখ যজ্ঞেশ্বর শিশু সাজি
আসিয়াছি অযোধ্যায় গোলোক হইতে।
এবে যাও দেবি! যাই আমি রাণীর সমীপে;
নতুবা সে উন্মাদিনী মরিবে এখনি।

হরিভক্তি। এত যদি কৃপা, ওহে কৃপাদাতা।
তবে চলিলাম আজ্ঞামত তব—
উর্ব্বশী-আলয়ে। এস তুমি ত্বরা অনাথ-তারণ!
প্রণাম শ্রীপদে। [প্রস্থান।

যজ্ঞেশ্বর। যাও, যাও দেবি!
ঐ রাণী আসে আত্মনাশ হেতু,
করে রজ্জু ল'য়ে।
আ অবোধিনি! কেন গো মরিবি!
হরি তোর দাস হ'য়ে আছে অযোধ্যায়

উন্মাদিনীভাবে সন্ধ্যাবতীর প্রবেশ।

সন্ধ্যাবতী। ঐ পালাল রে, ঐ পালাল! কালাচাঁদ আমার ঐ পালাল! তোরা ধর্ গো, তোরা ধর্ গো! ধ'রে যেন ছাড়িস না! তুই কে মা! কে গো? তুলসী! কেন কাঁদ্‌ছিস্ মা? দূর দুষ্ট বেটি! তুই বুঝি আর কাঁদ্‌তে সময় পেলি না? কাঁদ্‌ছিস্ কেন মা? গয়না প'রতে পাস্ না ব'লে বুঝি কাঁদ্‌ছিস্? দূর পাগ্‌লি বেটি! তার জন্য আবার কান্না! এই যে, নে পর্ না? এই নে মুক্তোর হার পর। (তুলসীবৃক্ষে মুক্তা-হার প্রদান)। বা বা, কেমন দেখাচ্চে দেখ! বেটি যেন ঝক্‌মক্ ক'র্‌ছে! বেটি যেন আমার সব ঘর আলো ক'রে দিচ্চে। কৈ গো, সে কোথা গেল গো!—আমার কালাচাঁদ মা ব'লে যে আমার কোলে শুয়েছিল! কোথা গেল গা? বুঝি রাজার কাছে পালিয়ে গেছে! রাজা কোথা গা? কাল যে তাঁর হরিবাসর-ব্রতের দিন। সে ব্রতের জন্য যে আমার জীবনের জীবনকে, হৃদয়াকাশের ধ্রুব-তারাকে স যে বনে পাঠিয়েছে গো! তাঁর যে কাল সেই হরি-

বাসরের দিন। কৈ মহারাজ! কোথায় মহারাজ! তোমার বহু কষ্টের হরিবাসর-ব্রত যে পণ্ড হয়! কৈ মন্ত্রি! কোথায় গেলে? বাবা ধর্ম্মাঙ্গদ রে! তুই আমার কোথায় গেলি? কেউ নাই,—মহারাজ নাই, আমার ধর্ম্মাঙ্গদ নাই, প্রজারা নাই, আমার বিদূষক নাই, আহা দুঃখিনী সন্ধ্যাবতীর—মহারাজের আদরের দয়াবতীর আজ আর কেউ নাই। কাল হরিবাসরের দিন, আজ এতক্ষণ ব্রতস্থান কত লোকজনে পূর্ণ হ'ত, কত সিদ্ধ যোগী, ঋষি, তপস্বীর মধুরকণ্ঠের বেদগান গীত হ'ত! কিন্তু হায়! তার কিছুই নাই! শূন্য সব! শূন্য ভবন, শূন্য ভুবন! শূন্য সব! খর-স্রোতসঞ্চারিণী সরযুর স্রোত আর চলে না! তটশোভী সৌধ-হর্ম্ম্যরাজী আর তেমন ক'রে শোভে না! অযোধ্যার আকাশের চাঁদ আর তেমন ক'রে কৌমুদী ঢালে না। ফুরায়েছে,—মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে সব ফুরায়েছে! আমি কেবল দগ্ধ ভাগ্যবতী সন্ধ্যাবতী পোড়ারমুখী দয়াবতী আছি। শ্মশানে প্রেতিনী সেজে আছি! থেকে আর কি হবে? থাকার সুখ আর কি? কিন্তু একবার শেষ দেখ্‌ব! এ পোড়া ভাগ্যে আরও কি আছে, তাই দেখ্‌ব!

গীত

আরও কি এ পোড়া ভাগ্যেতে আছে গো দেখিব এবারে।
যত ভাগ্যফল, বুঝিলাম সকল, কাল কর্ম্মফল ডুবালে পাথারে॥

সাগরে ডুবিলাম রত্ন লভিবারে, গ্রাসিল সহসা কুম্ভীর মকরে,
সুধা খুঁজিলাম, বিষ লভিলাম, রজ্জু ভ্রমে নিলাম কালবিষধরে ।।
আর কি দেখিব হ'য়েছে ত শেষ, এ শ্মশানে কেবল অস্থি-অবশেষ,
সকলি জলে দিয়ে, দেখি এবার গিয়ে, জ্বালা মিটে কি না জ্বালার সংসারে ।।

দেখ্‌ব আর কি? দেখি না, কেমন হৃদয়ের জ্বালা মিটে কি না? বড় জ্বালায় জ্বল্‌ছি গো, বড় জ্বালায় জ্বল্‌ছি! আর সৈতে পারি না! আর এ প্রাণ রাখ্‌ব না! এই রজ্জু! (রজ্জু বাহির করিয়া) এতেই আজ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ ক'র্‌ব! বিপদভঞ্জন মধুসূদন! অনাথিনী কন্যার জ্বালা কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ ঠাকুর! (স্বগত জনান্তিকে) দশা কি দেখ্‌ছ? না দেখ্‌তে পাও, এবার দেখ্‌তে পাবে যে, তোমার যজ্ঞ পূর্ণ ক'র্‌তে না পেয়ে, আজ অযোধ্যার রাণী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ ক'রেছে। দেখ বৈকুণ্ঠবিহারি! উর্দ্ধলোক হ'তে অনন্ত চক্ষুঃ বিস্তার ক'রে দেখ, আজ তোমার বিড়ম্বনায় পরকালের ভয় পর্য্যন্ত রাখ্‌ছি না! এস রজ্জু! তুমি বন্ধন ক'র্‌তে পার, তোমার এ শক্তি আছে, জানি; আজ আমি তোমার সেই শক্তি পরীক্ষা ক'র্‌ব! এস, এখন তোমার আশ্রয় প্রার্থনা ক'র্‌ছি, তুমিই এখন হতভাগিনীর ত্রাণকর্ত্তা।

(রজ্জু দ্বারা উদ্বন্ধনোদ্যত)

যজ্ঞেশ্বর। হাঁগা রাণি মা! তুই নাকি ম'র্‌তে যাচ্চিস্? কেন মা, এই যে আমি এসেছি গো!

সন্ধ্যাবতী। তুই কে রে শিশু! তুই কে রে চাঁদ!

যজ্ঞেশ্বর। এই ত মা, তুই আমায় চিন্‌তে পার্‌লি নে! তবে যাই সকলকে ব'লে দিগে যাই যে, রাণী মা গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্‌তে যাচ্চে। (গমনোদ্যত)

সন্ধ্যাবতী। যাস্ না চাঁদ! কে তুই বল্? আমি গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্‌তে যাচ্ছি, কে তোকে ব'ল্‌লে? তুই কে বাবা!

যজ্ঞেশ্বর। এই ত মা, আমি ভিখারীর ছেলে ব'লে আমায় চিন্‌তে পার্‌লি না? আমি যে সেই গো! আমি সেই যজ্ঞেশ্বর গো! প্রতি বছর তোদের যজ্ঞে খেতে আসি, মনে হ'চ্চে না?

সন্ধ্যাবতী। বাবা রে, সে যজ্ঞে যে কত ছেলে এসে আমোদ ক'র্‌ত, তার কি আর সংখ্যা ছিল চাঁদ, যে দেখেই তোমায় চিন্‌তে পার্‌ব! আর কেন অযোধ্যায় এসেছ? আর অযোধ্যায় সে যজ্ঞ হবে না বাবা! যাও, আর যদি কোথায় কোন ভাগ্যবানের যজ্ঞাদি হয়, তা হ'লে সেখানে গিয়ে পেট ভ'রে খাও গে! আর অযোধ্যায় মহারাজ নাই, আর সে যজ্ঞও হবে না।

যজ্ঞেশ্বর। না মা, তা হবে না! মহারাজ আমায় গেল বছর হ'তে নিমন্ত্রণ ক'রে রেখেছিলেন। আমি তাই এসেছি গো, তাই এসেছি! মহারাজ না যেতে ব'ল্‌লে আমি কোথাও যাব না! চল না মা, যাই, মহারাজকে এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রে আসি গে।

সন্ধ্যাবতী। মহারাজ কোথায় আছেন, তা কি তুমি জান?

যজ্ঞেশ্বর। জানি বৈ কি! সে দিন বনে দাদা ধর্ম্মাঙ্গদের সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল, সেখানে কে একজন যে সব কথা ব'ল্‌লে গো!

সন্ধ্যাবতী। কোন্ ধর্ম্মাঙ্গদ বাবা, কোন্ ধর্ম্মাঙ্গদ?

যজ্ঞেশ্বর। আমার বড় দাদা গো! তোর বড় ছেলে। সে যে আমার বড় দাদা হয়।

সন্ধ্যাবতী। সে তোকে কি ব'ল্‌লে বাবা!

যজ্ঞেশ্বর। ব'ল্‌লে—ভাই যজ্ঞেশ্বর রে! আমার দুঃখিনী মায়ের আর কেউ নাই, তুই মাঝে মাঝে গিয়ে মাকে আমার মা ব'লে আসিস্ ভাই! বিধাতার চক্রে আমি ত বনে এসেছি, আর আমার অদৃষ্টে মাতৃচরণ দর্শন লাভ ঘ'ট্‌বে না! তুই যাস্ ভাই! তবু মা আমার তোকে দেখ্‌লে অনেক জ্বালা দূর ক'র্‌তে পার্‌বেন! মা, তার জন্যই আমি এসেছি! তা না হ'লে এতক্ষণ রাজার কাছে গিয়ে যজ্ঞ হবে কি না হবে, জিজ্ঞাসা ক'রে চ'লে যেতাম।

সন্ধ্যাবতী। আয় রে, আয় রে চাঁদ! আয় আমার বুকে আয়! বাবা, ধর্ম্মাঙ্গদের জ্বালা জুড়াই আয়! (কোলে গ্রহণ) বাবা, ধর্ম্মাঙ্গদ রে! তোর দুঃখিনী মাকে কি তোর মনে আছে? চাঁদ আমার, বাবা আমার কেমন আছে, ভাল আছে ত? সে আমার কথা ভাবে? বাবা—(রোদন)

যজ্ঞেশ্বর। তুই কাঁদিস্ না মা! তুই কাঁদ্‌লে আমার বড় কান্না পায়। তুই যদি কাঁদিস্, তা হ'লে আমি এখনি এক দৌড়ে দাদা ধর্ম্মাঙ্গদের কাছে চ'লে যাব। আর তোর কাছে আস্‌ব না।

সন্ধ্যাবতী। না, আর কাঁদ্‌ব না! তুই আমার কাছে থাক্‌বি বল্?

যজ্ঞেশ্বর। তুই আর কাঁদ্‌বি না বল্?

সন্ধ্যাবতী। বাবী রে! তোর কি মিষ্ট স্বর! কথা শুনে পুত্র-শোকও ভুলে যেতে হয়। বাবা রে, আমার কি এ রোদ-নের শেষ আছে মাণিক!

যজ্ঞেশ্বর। হুঁ, তবে আমি থাক্‌ব না। আমায় ছেড়ে দে! আমায় তুই ভালবাস্‌বি কেন মা! আমি যে ভিখারীর ছেলে! ভিখারীর ছেলের উপর কি রাণীদের দয়া হয়? (রোদন)

সন্ধ্যাবতী। না বাবা, কাঁদিস্ না, আমি আর কাঁদ্‌ব না। আমিও ভিখারীর মেয়ে বাবা! কাঁদিস্ না বাবা!

যজ্ঞেশ্বর। বল্ তুই আমায় ভালবাস্‌বি?

সন্ধ্যাবতী। তোকে তেমন ভালবাস্‌ব না, তোকে বুকে ক'রে রাখ্‌ব। বল চাঁদ, আমার কাছ ছাড়া হ'বি না?

যজ্ঞেশ্বর। বল্, তুই আর ম'র্‌তে যাবি না! ম'র্‌বি কেন মা! চল্ না যাই, মহারাজকে গিয়ে আনি গে! দাদা ধর্ম্মাঙ্গদকে সঙ্গে ক'রে "যে বনে মহারাজ আছেন, আমি জানি মা,"

চল্ মা, মহারাজকে আনি গে। মহারাজ এলেই যজ্ঞ হবে মা! যজ্ঞ হবে, আমি যজ্ঞ দেখ্‌ব, যজ্ঞে কত খাব!

সন্ধ্যাবতী। চল বাবা, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে যুক্তি ক'রে যা ভাল হয়, তাই করি গে। আহা বাবা যজ্ঞেশ্বর রে! তোর অঙ্গ কি এত শীতল। আমার সকল জ্বালা যেন দূর হ'য়ে গেল।

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মায়াপুরী।

উর্ব্বশী ও রুক্মাঙ্গদ আসীন।

উর্ব্বশী। ছিঃ রাজা, সত্যে বন্দী আমার নিকটে,
বিনা মম অনুমতি, গতি তব হবে না কোথায়।
করি নিবারণ, তবু যাও মৃগয়া-কারণ;
তাচ্ছল্যে ভুলাও নারী,
নারি রাজা! চরিত্র বুঝিতে।

রুক্মাঙ্গদ। "রাজা আমি সত্যে বন্দী তোমার নিকটে"
এ কি কহ প্রাণেশ্বরী!
দাস আমি চির-অনুগত।
হাঃ হাঃ রাজা আমি কোন্ জন্মে ছিলাম আবার?

তবে হাঁ! রাজা আমি বটে,
তব প্রেমরাজ্যে আমি মহারাজ।
কোন্ রাজা, এ হেন রমণীরত্ন রাখিয়াছে ঘরে?
কোন রাজা, এ হেন রমণী-প্রেম করয়ে মন্থন।

উর্ব্বশী। (স্বগত) মায়ার কুহকে রাজা,
ভুলিয়াছে, রাজনাম নিজ।

ভালই হ'য়েছে, দেবরাজের উদ্দেশ্য যা তা পূর্ণ হ'য়েছে! শুনেছি, আজ রাজার দ্বাদশবার্ষিকী হরিবাসরব্রত পূর্ণের দিন। আজকার দিন এই ভাবে কেটে গেলেই, মহারাজের ব্রত পণ্ড হয়; আর আমাদেরও মানব-সহবাস হ'তে মুক্তি ঘটে।

রুক্মাঙ্গদ। রোষ ত্যজ সুবদনি!
দাস আমি, অনুচিত আশ্রিত-পীড়ন।
ধরি পায়, চাও হাসিমুখে। (পদধারণ)।

উর্ব্বশী। ছিঃ ছি মহারাজ! একি তব কাজ,
প্রণয়ের রীতি কি হে পায়ে ধরাধরি?

রুক্মাঙ্গদ। শোন লো সুন্দরি!
সুধালে যদ্যপি মোরে, কহি তোরে,
"প্রণয়ের রীতি পায়ে ধরাধরি,"
কথা মিথ্যা নহে।
শঙ্কর শঙ্করী তার নিদর্শন।
একবার দুইবার শিব,

পায়ে ধরি না পেয়ে শিবানী-পদ,
শেষে অনন্তকালের তরে,
বুকে ধ'রে রাখিল শঙ্কর
শঙ্করীর রাতুল চরণ।
শুনিয়াছি দ্বাপর—ঘটনা, কালসোণা
প্রণয়ে যাতনা পেয়ে,
শেষে ধ'রেছিল রাধা-পায়।
পায়ে রাখ তুমি লো সুন্দরি! (পদধারণ)।

উর্ব্বশী। উঠ উঠ রসিক প্রণয়ি!
ভালবাসা যেই ধন, সে রতন
চরণে পড়িলে নাথ,
বড় ব্যথা লাগে বুকে। (রাজাকে উত্তোলন)

রুক্মাঙ্গদ। ধন্য আমি বিধুমুখি, তব সহবাসে;
এই ভববাসে একমাত্র রাজা আমি,
কোনও রাজা নহে আমার সমান!
ও কি—কে গায় সংগীত!

অদৃশ্যে হরিভক্তির আবির্ভাব।

গীত।

কি বলিয়ে এলে, কি আশায় ভুলে, ছায় পিয়াসে রহিল রে মন।
দিন যায় যায়, দিনমণি যায়, আঁধারে মেদিনী হইল মগন।
সাধিবে সাধনা বাসনা করিলে, মায়ার হিল্লোলে আত্মারে ডুবালে,
ভুলিলে স্বজন, বুঝিলে না মন, কে তোমার পর কে হয় আপন॥

বাসে আছ কি হে আছ পর-বাসে, আছে কি রে মনে সেই পীতবাসে,
আরে রে অবোধ, কবে হ'বে বোধ, স্থায়ী কি রে তোর এ নব-যৌবন ॥
আমি যাব তথা যাবি যদি আয়, হ'য়েছে রে তোর যাবার সময়,
মোহে অচেতন, কেন অনুক্ষণ, কেন ভুল সেই নিত্য সনাতন ॥

(অন্তর্দ্ধান)॥

রুক্মাঙ্গদ। শোন প্রিয়তমে!
কে কহে সঙ্গীতে, মোহ-ঘুমে মোরা আছি অচেতন,
অনুক্ষণ ভুলে আছি পরাৎপরে।
কহিল সে, এ যৌবন রহিবে না চিরদিন,
এ সৌন্দর্য্য,
আজ বাদে কাল নিশীথকমল হবে।
এ আমোদ বিলাস-লালসা,
শ্মশানের চিতা-সম জ্বলিবে পুড়িবে।
পুনঃ কহিল সে, যেন কত কাতর রোদন—
যেন তার কণ্ঠতার কত ছিঁড়ে গেছে—
যেন তার বীণা কণ্ঠ ভাঙার আওয়াজে ধ্বনিল কাঁদিয়া,
"ওরে অন্ধ, পূর্ব্বস্মৃতি করহ স্মরণ"
পূর্ব্বস্মৃতি—কে আমি—কোথায় বাস?
কোথা হ'তে এনু, স্মরণ নাহিক কিছু!
গেছি ভুলে পূর্ব্বস্মৃতি!
কহ সতি! এ কোন সঙ্গীত?

উর্ব্বশী। নিশ্চয়ই এ সঙ্গীত ঋষিদের—সংসারীর নয়।

রুক্মাঙ্গদ। নিশ্চয় নিশ্চয়! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, বাজে কথা ছেড়ে দাও। সত্য ব'ল্‌ছি প্রিয়ে! আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও থাকৃতে পারি না। তুমি আমার ধ্যান, তুমি আমার জ্ঞান, তুমি আমার ধর্ম্ম, তুমি আমার কর্ম্ম! ইচ্ছা হয়, তোমার সাকার মূর্ত্তি হৃদয়ে পূরে রাখি। অধিক আর ব'ল্‌ব কি, তুমি কোথায় গেলে, আমি যেন সংসার অন্ধকারময় দেখ্‌তে থাকি। তাই বলি, এত ভালবাসা বাস্‌তে নাই। মানুষে যেন এত ভালবাসা কারও কখন না বাসে। আচ্ছা, আমি তোমায় এত ভালবাসি, তুমি কি তা বাস?

উর্ব্বশী। (অভিমানে) না, না, তা আর বাস্‌ব কেন গো। তুমিই ভালবাস্‌তে জান!

রুক্মাঙ্গদ। (ব্যস্তে) না, না, তা ব'ল্‌ছি না, রাগ ক'র না প্রিয়ে! আমার হৃদয় দেখ, আমি তোমায় কত ভালবাসি।

উর্ব্বশী। তা জানি গো! সে জন্যই ত তুমি আমায় ছেড়ে বনে মৃগয়া ক'র্‌তে যাও?

রুক্মাঙ্গদ। মৃগয়ায় যাই কি জন্য? নির্জ্জনে তোমায় ধ্যান ক'র্‌বার জন্য। আচ্ছা বল দেখি, কোনও দিন কি আমার হাতে শিকার দেখেছ?

উর্ব্বশী। তা বটে। তুমি বল, আমায় ছেড়ে আর কোথাও যাবে না?

রুক্মাঙ্গদ। না, না সুন্দরি! না না।

মেনকা, তিলোত্তমা, রম্ভা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরার প্রবেশ।

মেনকা। কি গো, নব নাগর-নাগরি! কি বাবা নাককাটা পুরুষমানুষ! এক দণ্ডও কি মাগছাড়া হ'য়ে থাকৃতে নাই? ওলো তিলোত্তমে! দেখ্ লো দেখ্! মিন্‌সের রকম দেখ্!

রুক্মাঙ্গদ। ও সুন্দরি! আমার কেবল দোষ দিও না, তোমাদের সখীর দোষও ধর।

রম্ভা। ওমা, মিন্‌সে কম নয় লো! বলি ও মিন্‌সে, বলি আমাদের সখী নয় তোমার গায়ে পড়া, কিন্তু ভাই, তোমারই বা স্বভাব কি রকম? আমাদিগেও ত একটুকু লজ্জা সরম ক'র্‌তে হয়।

রুক্মাঙ্গদ। না ভাই! তা তোমরা যা বল, আমি কিন্তু তা পারব না। তোমাদের সখী আমায় কিনেছে। আমার প্রাণ যেন আমাতেই নাই, সব যেন তোমাদের সখী কোথায় নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে! যাক্ ভাই, তোমরা এখন একটী গান গাও।

তিলোত্তমা। ওহে ভাই! আমাদের গান কি এখন তোমার ভাল লাগ্‌বে? তোমার গুণের মাগকে বল না, গা ঠাণ্ডা ক'রে দেবে এখন।

উর্ব্বশী। তিলোত্তমে! আর কেন ভাই জ্বালাস্! গা না, উনি তোদের গান শুন্‌তে চাচ্চেন।

তিলোত্তমা। ও মা, কি দরদেই দরদি গো! ওর ভাতারের কাছে আমরা গান গাইব কেন লা, তুই ত গান গাইতে জানিস্, তুই গান গা না।

রম্ভা। আমাদের গান, তোর ভাতারের ভাল লাগ্‌বে কেন?

রুক্মাঙ্গদ। লাগ্‌বে, লাগ্‌বে, তোমরাই একটা গান গাও ভাই।

গীত

অপ্সরাগণ।
সাঁজের বেলা কদমতলায় যেও কালাচাঁদ।
খেল্‌বো খেলা লুকোচুরি, পেতে দিয়ে মোহন-ফাঁদ॥
আন্‌বো ডেকে মদনেরে, মধ্যে লব বসন্তেরে,
আড়ি দিয়ে মলয় হাওয়া, পুরিয়ে দিবে মনের সাধ॥

রুক্মাঙ্গদ। গাও, গাও, আবার গাও। স্বর্গে যাচ্চি, আবার গাও। স্বর্গসুখ ভেঙো না।

মেনকা। স্বর্গে ত যাচ্চ, এখন এইটুকু খাও দেখি ভাই, তখন স্বর্গের উপর আরও স্বর্গে যাবে। আর স্বর্গে থেকে আস্‌তে হবে না। (মদ্যপ্রদান)।

রুক্মাঙ্গদ। ক্ষমা কর ভাই, দুর্গন্ধ, দুর্গন্ধ, সরিয়ে লও! উদ্গার আস্‌ছে। ক্ষমা কর ভাই!

মেনকা। (স্বগত) তাই ত, রাজা এক গানেই পাগল হ'য়েছে, কিন্তু কিছুতেই ত রাজার ধর্ম্মনষ্ট করা যাচ্চে না! তাই ত দেবরাজের ইচ্ছা পূর্ণ কেমন ক'রে হবে? (জনান্তিকে) ওলো, ওলো, তোরা কি ক'র্‌ছিস্ লো? কাজ সেরে নে না!

রম্ভা। (জনান্তিকে) আমাদের হাতে ত আর তলোয়ার নাই যে, রাজার ধর্ম্মটুকু কেটে নোব? এত চেষ্টা ক'র্‌ছি, তাতে না হয়, তা দেবরাজের পোড়াকপাল!

রুক্মাঙ্গদ। সুন্দরি! গাও গাও। আর একবার সুধা পান করি।

অপ্সরাগণ। গীত

(আঃ আঃ) কি জ্বালা, কি জ্বালা, বাগা পালা ক'রিস্ না যে প্রাণ তোমরা।
মধু যে নাই বঁধু, মিছে শুধু পায়ে ধরা॥
যাও যাও হে প্রাণ অলি, যথা ঢলঢল সুধা পরিমল, এক মৃণালে যুগল কলি,
বাসি ফুলে রূপে ভুলে, কেন রে প্রাণ মাতোয়ারা॥
তোমার ঐ যে ফুলরাণী, আদর-ভরা গরব-পোরা সোহাগের সোহাগিনী,
ধর রে প্রাণ, কর সুধা পান, সুধার পাগল হই মোরা॥

(মদ্যদান ও রাজা গ্রহণোদ্যত)।

রুক্মাঙ্গদ। দাও দাও, করি সুধাপান।

অন্তরালে হরিভক্তির পুনঃ আবির্ভাব।

গীত

সুধা-ভ্রমে গরল-রাশি পান ক'রো না ওরে মন।
রমণী কাল-ভুজঙ্গিনী ভীষণ তার দংশন॥
মোহে হ'য়ে নিমগন, কেন হও রে অচেতন,
চৈতন্যময় শ্রীচৈতন্য, ভাব নিত্য নিরঞ্জন॥
কোথায় ছিলে কোথায় এলে, আবার কোথায় যাবে চ'লে,
আসা যাওয়ার কথা ভুলে, কেন বৃথা আলাপন॥

একা তুমি শূন্যপথে, কেউ না আছে তোমার সাথে,
শেষে কি ভেবেছ চিতে, স্বজন হবে স্বজন ॥
তা নয় রে ভাগ্যহীন, তা নয় রে অর্ব্বাচীন,
দিন গেল তোর দিন দিন, হ'ল না কোন সাধন ॥

(অন্তর্দ্ধান)

রুক্মাঙ্গদ। সুন্দরি রে! রাথ সুধা,
ক্ষুধা মোর মিটেছে সঙ্গীতে।
ভেঙেছে ঘুমের ঘোর, কেটেছে আশার ডোর,
এ বৃদ্ধ-বয়সে ভুলিয়াছি পীতবাসে!
কি আশায় আশে মোহে মুগ্ধ মন,
না বুঝি কারণ, আহা কে গাহিল সঙ্গীত!
সে সঙ্গীত ঝরায় সুধার ধারা!
ভেঙে দেয় মায়া-কারা, রসায় কামীর মন পরলোক-পথে,
সে সঙ্গীত—কোথা সে সঙ্গীত?
প্রাণ মোর ছুটিয়াছে সে গীতের পায়,
কহ তারে গাহিবারে পুনঃ সে সঙ্গীত।

উর্ব্বশী। দেখ্ সখি! কোন ঋষি দুরাচার,
আমাদের স্বর্গসুখে দিতেছে কণ্টক!
হায় কেন সখি! প্রাণ সমর্পিনু ঐ রাজ-পায়! (রোদন)

রুক্মাঙ্গদ। ধিক্ ধিক্ আমি নির্ম্মম পাষাণ!
ভালবাসা পরিণাম এই কি রে কভু?
না না প্রিয়তমে! সম্বর রোদন।
শান্তি লই তোমার ছায়ায়।

নিশ্চয়ই ইহা কোন ঋষির ছলনা,
ও সঙ্গীতে ভুলে কি আমার মন?
গাও গাও চারুচিত্তে!
গাও গাও, স্বর্গে চ'লে যাই।

মেনকা। আর কেন, যাও ভাই, এই ত তুমি যাচ্ছিলে!

মন্ত্রী, ধর্ম্মাঙ্গদ, যজ্ঞেশ্বরনামক ছদ্মবেশী বিষ্ণুকে ক্রোড়ে করিয়া সন্ধ্যাবতীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। এই সেই মায়া-কানন! কুমার। এইখানেই মহারাজকে আমি হারিয়ে গিয়েছি।

যজ্ঞেশ্বর। হাঁ দাদা, এই সেই স্থান গো!

ধর্ম্মাঙ্গদ। কৈ কৈ পিতা! কৈ কোথায় পূজ্যপাদ পিতৃদেব! না, আপনি এইখানে থাকুন, একবার পুরীমধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখে আসি। (পুরীমধ্যে প্রবেশ) কোথায় সেই মায়াবিনী-গণ! যারা আমার পরম ধার্ম্মিক পিতাকে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে—কোথায় তারা? এই যে—সাক্ষাৎ ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি, মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বর, প্রত্যক্ষ-দেবতা পিতৃদেব এই যে! এই যে সেই প্রসন্নতাময় চারুমূর্ত্তি বিরাজমান! পিতঃ, প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ করুন। (প্রণাম)

তিলোত্তমা। (জনান্তিকে) রম্ভা! এই খেলে লো! সব ফাঁদ বুঝি ফ'সকে যায়! পাখী পিঁজরে থেকে এবার বুঝি পালায়!

উর্ব্বশী। নাথ! কি লজ্জা, কি লজ্জা, এ যুবা পুরুষ আবার কোথা হ'তে এলো! (রাজাকে ধারণ)

রুক্মাঙ্গদ। ভয় কি প্রাণেশ্বরি! আমার নিকট এস। তুই কে রে? একেবারে পুরীমধ্যে প্রবেশ ক'র্লি?

উর্ব্বশী। ওমা, ওমা, এমন পুরুষ ত কোথাও দেখি না! ওমা, ওমা, বলা নাই, কহা নাই, একেবারে অন্দরমহলে! ওগো, তুমিই বা কেমন পুরুষ, নিশ্চিন্ত র'য়েছ? ও কে, তাই জিজ্ঞাসা কর না?

রুক্মাঙ্গদ। পাপিষ্ঠ! কে তুই? তুই কি জানিস্ না, এ কার রাজ্য? দুরাচার! একেবারে অনধিকার প্রবেশ!

ধর্ম্মাঙ্গদ। পিতঃ আমি আপনার স্নেহের ধর্ম্মাঙ্গদ। পুত্র পিতার নিকট আস্‌বে, তাতে আর অধিকার অনধিকার কি আছে পিতঃ!

রুক্মাঙ্গদ। হাঃ হাঃ (হাস্য) সুন্দরি শোন শোন, ও ব্যক্তি পুত্র ব'লে অভয় নিচ্ছে, ওকে ক্ষমা কর। আচ্ছা, ক্ষমা ক'র্লাম; কিন্তু ওহে বাপু! আর যেন কখন কোথাও এরূপ অবৈধতা তোমার না ঘটে। যাও যাও।

ধর্ম্মাঙ্গদ। পিতঃ! আপনার নিকট শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও যে, পুত্রের অপরাধ সহস্রবার ক্ষমার যোগ্য।

রুক্মাঙ্গদ। আর কেন বাপু! যাও না! বাচালতা দেখ না! কে তুই?

ধর্ম্মাঙ্গদ। কেন পিতঃ! আপনি কি আমায় চিন্‌তে পারেন না; সে ভালবাসা, সে স্নেহ-মমতা সকলই কি একেবারে বিসর্জ্জন

দিয়েছেন? এক অপরাধে অপরাধী হ'য়েছিলাম ব'লে কি, অপার বিষ-দৃষ্টিতে চিরদিনই থাক্‌ব! বাবা আমি যে আপনার ধর্ম্মাঙ্গদ! বাবা, চরণে ধরি, হতভাগ্য সন্তানকে অবজ্ঞা ক'র্‌বেন না!

রুক্মাঙ্গদ। সুন্দরি। এ লোকটা উন্মাদ নাকি! এ কি বলে—উন্মাদ না কি?

রম্ভা। ঠিক, পাগল মা হ'য়ে যায় না! তুমি একটু সাবধানে থাক হে, ঠিক ও কামড়াবে!

রুক্মাঙ্গদ। বল কি! তা হ'লে ত বড় বিপদ দেখ্‌ছি। ওহে বাপু, তুমি এখন যাও, এর পর এস; যদি কিছু অভাব থাকে, তা পূরণ ক'রে দোব—পূরণ করে দোব।

ধর্ম্মাঙ্গদ। পিতা! আজ কর্ম্মফলে মায়াবিনীগণের বিষম প্রলোভনে সকলই বিসর্জ্জন দিয়েছেন! হা ভগবন্! হা মধুসূদন। এ কি ক'র্‌ছে নাথ! দেবতাকে আজ পিশাচ ক'রেছে! না, না, পিতা চলুন, রাজ্যে চলুন, আর আপনাকে এ পাপ-স্থানে রাখ্‌ব না। পিতঃ! একবার স্মরণ করুন? আপনি কে? আমি পায়ে ধরি। (পদধারণোদ্যত)।

রুক্মাঙ্গদ। একি, একি, কামড়াবে না কি। আরে দুর্ব্বৃত্ত! জানিস্ না যে আমি কে? নিশ্চয়ই এ কোন মায়াধর! নিশ্চয়ই এর মনে কোন দুষ্ট অভিসন্ধি আছে! সুন্দরি সুন্দরি! অস্ত্র আন; অস্ত্র আন, পাপিষ্ঠের কৃত কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত দান

করি। হাঁরে বর্ব্বর! তোর পিতা কে? কাকে তুই পিতা ব'লে সম্বোধন ক'র্‌ছিস্?

ধর্ম্মাঙ্গদ। হা অদৃষ্ট! একি হ'ল, এত বিস্মরণ! কেন পিতঃ, বিস্মৃত হ'চ্চেন? আপনি যে আমার জন্মদাতা পিতা। বাবা, আপনি যে সেই অযোধ্যার রাজা! আপনার অসীম প্রতাপে যে ত্রিজগৎ কম্পিত হ'ত, বসুন্ধরা টল্ টল্ ক'র্‌ত, আপনার সে প্রতাপ আজ কোথায়? পাপিনী মায়াবিনী কুহকিনীগণের কুহকে প'ড়ে সকলই বিসর্জ্জন দিয়েছেন। সেই অযোধ্যা রাজ্য সেই মন্ত্রী, সেই স্ত্রী, সেই পুত্র,—একবার পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করুন। আজ যে আপনার সেই হরিবাসর-ব্রত—যে হরিবাসর-ব্রতের জন্য আমায় আপনি চিরনির্ব্বাসন ক'রেছিলেন—সেই সাধের হরিবাসর যে আজ এই সব চণ্ডালিনীগণের দ্বারা পণ্ড হয়। যে ব্রতের জন্য একাদশ বৎসর পরিশ্রম, কত অর্থ ব্যয়, কত আরাধনা, কত উপাসনা, আজ সেই ব্রত আপনার ভ্রান্তির জন্য সকলই জলাঞ্জলি হ'তে ব'সেছে।

রুক্মাঙ্গদ। কি কি বল্লি আমি অযোধ্যার রাজা! আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার মন্ত্রী? আমার আবার কি ব্রত বল্লি? উন্মাদ। লোক চিন্‌তে পারিস না? নিশ্চয়ই ভ্রমে প'ড়েছিস্। যা যা, স্মরণ ক'রে দেখ্‌গে। কারে তুই কি ব'ল্‌ছিস?

ধর্ম্মাঙ্গদ। আমি ভ্রমে পড়ি নাই পিতা, আমি ভ্রমে পড়ি নাই। আপনিই মায়াবিনীগণের চক্রে মহাভ্রমে প'ড়েছেন।

রুক্মাঙ্গদ। কি কি আমি মহাভ্রমে প'ড়েছি? দূর মূর্খ! আমার ভ্রম, না তোর ভ্রম!

ধর্ম্মাঙ্গদ। নিশ্চয়ই আপনার ভ্রম! পিতা গো! শীঘ্রই আপনার মহাভ্রম যাবে। আপনি রাজ্যে চলুন; ঐ দেখুন, মা আপনার আচরণে কাঁদ্‌ছেন! মন্ত্রীমহাশয় আশ্চর্য্য হ'য়ে দণ্ডায়মান আছেন! বাবা, এত দেখেও কি আপনার কিছু স্মরণ হ'চ্চে না?

রুক্মাঙ্গদ। সুন্দরি! দেখ দেখ, এ উন্মাদটা কি ব্যাপার ক'র্‌ছে দেখ! একটা বেশ্যাকে আমার স্ত্রী সাজিয়ে এনেছে। হাঃ হাঃ (হাস্য)।

ধর্ম্মাঙ্গদ। অহো! অহো! পিতা কি ব'ল্‌লেন! কর্ণ, তুই এখনও বধির হ'লি না? (কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান)।

সন্ধ্যাবতী। আর না, আর না মন্ত্রীমহাশয়! আর আমি দাঁড়াতে পার্‌ছি না! আমার মাথা ঘুর্‌ছে! বাবা যজ্ঞেশ্বর! তুমি একবার এখানে দাঁড়াও বাবা! আমি একবার মহারাজের কাছে যাই। হা মধুসূদন! কি শুনাচ্চ দয়াময়! আর যে প্রাণ রাখ্‌তে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হয় না জনার্দ্দন! (রাজার নিকট গমন) মহারাজ! মহারাজ! প্রাণেশ্বর!

উর্ব্বশী। ওমা, ইনি আবার কে এলেন গো!

সন্ধ্যাবতী। রাক্ষসি! আমি কে এলাম? না, তোদিগে আমার সে তিরস্কার ক'র্‌বার সময় এ নয়। আমি আর কে

এলাম,—আমি তোদের দাসী এলাম। প্রাণেশ্বর দুঃখিনী সন্ধ্যাবতীর, তোমার আদরের দয়াবতীর চিরসর্ব্বস্ব! হৃদয়ের দেবতা! কেন নাথ! দুঃখিনীকে এত কষ্ট দিচ্চেন! আমি যে এই এক বৎসর আপনার অদর্শনে আপনার জন্য অনশনে দিন কাটাচ্চি! এমন ক'রে দাসীকে ভুলে থাক্‌তে হয় নাথ!

রুক্মাঙ্গদ। হাঃ হাঃ (হাস্য) ও সুন্দরি! কুলটার প্রকৃতি কিরূপ দেখ! একেবারে প্রাণেশ্বর, প্রাণনাথ, প্রাণবল্লভ ব'লে সম্বোধন! যেন কতদিনের প্রণয়, যেন কতদিনের ভালবাসা!

উর্ব্বশী। তা আর কেন গো! তোমাদের পুরুষজাতকে কি আর বিশ্বাস আছে? তোমরা সব ক'র্‌তে পার?

রুক্মাঙ্গদ। না, না সুন্দরি! আমি পরস্ত্রীগমন কখন করি নাই। এই দেখ, এই দেখ, তোমাদের মহাভ্রম ভেঙ্গে দিচ্চি! অয়ি দুর্ব্বিনীতে! এখনও ব'ল্‌চি, সাবধান হ'য়ে কথা ক'স্‌! তুই জানিস্‌ আমি কে?

সন্ধ্যাবতী। জান্‌ব না কেন নাথ! আপনি যে অযোধ্যার রাজা! আপনি যে হরিভক্তচূড়ামণি! আপনি যে সন্ধ্যাবতীর আরাধ্য দেবতা! তা আমি জান্‌লে আর কি হবে, হত-ভাগিনীর কপালের দোষে যে আপনি সব ভুলেছেন! কাল-নাগিনীতে আপনাকে যে দংশন ক'রেছে। আপনি যে তার বিষে জর জর হ'য়েছেন। হা মধুসূদন! সাক্ষাৎ দেবতাকে আজ এ কি ক'রেছ? (রোদন)

রুক্মাঙ্গদ। উঃ কুলটার কি কুহক! ধন্ত আসক্তির পরাক্রম! শোন্ স্বৈরিণি! আমি সব জানি, যারা পরপুরুষে রত হয়, তারা নানাবিধ মিথ্যা প্রলোভনে পুরুষকে ভোলাতে চেষ্টা করে। তারা নানা মধুরবাক্যে আপন মাধুরিমা প্রকাশ ক'রে থাকে। তাদের অসাধ্য জগতে কিছুই নাই।

তিলোত্তমা। মাগীর আবার ঠসক্ দেখ না! যা যা মাগী! দূর হ'! নিজে তিন কুলে বাতি দিয়েছিস, আবার পরকে মজাতে এসেছিস কেন ল্যা—মরণ আর কি!

ধর্ম্মাঙ্গদ। (অঙ্গ দ্বারা ক্রোধভাব প্রকাশ)।

সন্ধ্যাবতী। আর না, আর না মধুসূদন! আর লাঞ্ছিত হ'তে পারি না! আর কালামুখ দেখাতে ইচ্ছা নাই! মহারাজ! আজ আমায় কেমন ক'রে দুর্ব্বাক্য ব'ল্‌লেন? কেমন ক'রে বেশ্যার হাতে আমার অপমান করালেন? আপনার সেই দেব-চরিত্র কি পিশাচীদের সহবাসে এত ঘৃণিত হ'য়ে গিয়েছে? বুঝেছি, বুঝেছি নাথ! মায়াবিনীরা আপনার সর্ব্বনাশ ক'রেছে। আপনার দোষ কি? এই সব কুহকিনী-গণের মায়ায় কত সিদ্ধ, যোগী, ঋষি বিমুগ্ধ হয়, কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেয়, তাতে যে আপনি প্রমুগ্ধ হবেন, আশ্চর্য্য কি? কিন্তু প্রাণেশ্বর! যাই করুন, আমায় দুর্ব্বাক্য বলুন, ক্ষতি নাই, কিন্তু আপনি কি ক'র্‌ছেন? আজ যে আপনার হরিবাসর-ব্রত! সে ব্রত পূর্ণ কে ক'র্‌বে নাথ? আপনার কর্ম্মে আপনার সাধের যজ্ঞ নষ্ট হয় নাথ! তার কি

ক'র্‌ছেন? কার উপর সে মহা-যজ্ঞের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন? যজ্ঞ যে পণ্ড হয়! না না, তা কিছুতেই যজ্ঞ পণ্ড হ'তে দিব না, পায়ে ধ'রে ল'য়ে যাব। যতই বলুন, যতই অপমান করুন, আপনি যে আমার সহচর, আপনি যে আমার জীবনের অর্দ্ধেক। আপনাকে মায়াবিনীরা ভুলিয়ে রাখ্‌বে, তা কিছুতেই হবে না; চ'লুন, পায়ে ধরি চ'লুন, যজ্ঞ-পূর্ণ ক'রে আবার আস্‌বেন, তাতে কোন বাধা নাই।

গীত

ধরি শ্রীচরণ, চল প্রাণধন, শ্রীহরিবাসর ক'র্‌বে সমাপন।
হরি নাহি ভ'জে, নারী প্রেমে ম'জে, কতদিন আর রবে অচেতন।
তুমি মহারাজ অযোধ্যা ভূস্বামী, পরম ধার্ম্মিক ভক্ত-চূড়ামণি,
তোমার একি কাজ, তোমার একি সাজ, পেলাম বড় আজ মরম-বেদন;
কোথা গেল নাথ ক্রিয়া শুদ্ধাচার, কোথা গেল হরি-সাধনা তোমার,
আজ বেশ্যার আলয়ে, বেশ্যার প্রণয়ে, হ'য়ে বেশ্যার দাস ভুলিছ স্বজন॥

উর্ব্বশী। তুই কে লা! মহারাজকে নিয়ে যাবি? বুঝে শুঝে কথা ক'স্, নৈলে খেঁঙ্‌রে বিষ-দাঁত ভেঙে দোব। হ্যাঁলা লজ্জা নাই লা, পরপুরুষের কাছে এসেছিস্ কি ক'রে? ছিঃ ছিঃ! নাথ! একটা বেশ্যা তোমার বুকে ব'সে অত্যাচার ক'র্‌ছে, আর তুমি চুপ্ ক'রে র'য়েছ!—হ্যাঁগা, একি সহ্য হয়! বেশ্যা আমাদের ঘরে এলো!

ধর্ম্মাঙ্গদ। কি, কি দুশ্চারিণি! দেবীরূপিণী মাকে আমার তুই কি

ব'ল্লি? ধর্ম্ম সাক্ষী হও, চন্দ্র সূর্য্য লক্ষ্য কর, আকাশ, পাতাল মর্ত্ত্য, জীবজন্তু, তরুলতা, নিরীক্ষণ কর, স্ত্রীহত্যারূপ মহা-পাতক আমি সঞ্চয় ক'রে চিরনিরয়-কূপে নিমজ্জিত হব; আজ পিতার ধর্ম্মপথের কণ্টক পিশাচীদের উচ্ছেদ সাধন-পূর্ব্বক পিতার ধর্ম্মপথ পরিষ্কার ক'র্‌ব; যে রাক্ষসী পরম ধার্ম্মিক হরিভক্ত পিতাকে আমার, মায়ার মোহে প্রমুগ্ধ ক'রে তাঁর স্ত্রী, পুত্র এমন কি রাজ্য পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিইয়েছে, যে কামুকীর কামমন্ত্রে পিতা আমার-সাধের হরিবাসর-ব্রত পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রতে সমুদ্যত, ঐ সেই কুলটা, নীচ কুলোদ্ভব পিশাচী—ঐ সেই মোহকারিণী পাপচারিণী স্বৈরিণী! বল্ কুহকিনি বল্ চণ্ডালিনি! তুই কোন সাহসে এত স্পর্দ্ধা করিস? কার গর্ব্বে তুই গরীয়সী?—পিতার? কিন্তু এখন কে তোকে রক্ষা ক'রবে? পিতা পার্‌বে না—ব্রহ্মা বিষ্ণু পার্‌বে না, চন্দ্র সূর্য্য পার্‌বে না, তোকে রক্ষা কর্‌বার আর আজ সংসারে কেহই নাই। তোর জীবন-লীলা এই মুহূর্ত্তে ধরা হ'তে অপসারিত হবে। হস্তে অস্ত্র নাই ব'লে এখনও রক্ষা পাচ্ছিস্, কিন্তু তা হ'লেও তোর নিস্কৃতি নাই। তুই যে মুখে স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী, সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী, গর্ভধারিণী জননীকে আমার দুর্ব্বাক্য ব'লেছিস্, এই পদাঘাতে আজ তোর সেই মুখ চূর্ণ করে পুত্র নামের পরিচয় দেব। আয় দুশ্চারিণি! চণ্ডালিনি! (হননোদ্যত)।

সন্ধ্যাবতী। (ধর্ম্মাঙ্গদকে ধারণপূর্ব্বক) বৎস! ক্রোধবশে

উন্মত্ত হ'য়ো না! স্ত্রীজাতী সকল বিষয়েই তোমাদের নিকট ক্ষমার পাত্রী।

ধর্ম্মাঙ্গদ। না মা, দুশ্চারিণী কিছুতেই ক্ষমার যোগ্য নয়। দেখ্ মা, পাপিনী স্বৈরিণী আমার তেমন পিতাকে কেমন ক'রেছে দেখ্! মোহে মুগ্ধ হ'য়ে পিতা আমার তোকে পর্য্যন্ত চিন্‌তে পার্‌ছেন না? হায় রে রমণী-কুহক! আজ তোমার শক্তি সম্পূর্ণরূপে বুঝ্‌তে পারলাম। মা, আমায় ছেড়ে দে, আজ পাপিনীকে হত্যা ক'রে পিতাকে আমার অযোধ্যারাজ্যে ল'য়ে যাই চল্। আর পিতার শোচনীয় অবস্থা দেখ্‌তে পারি না মা! পিতা! আপনি যে আমার সেই পিতা। কেন বাবা, আপনি এমন হ'য়েছেন? মায়াবিনীরা আপনাকে কোন্ মন্ত্রবলে বশীভূত ক'রেছে বলুন? আপনি যে কত দুর্জ্জয় রণে কত মহা মহা রথিগণকে পরাস্ত ক'রেছেন, কত অরাতিনিকর যে আপনার নাম শুনে ভয়ে পলায়ন ক'র্‌ত! কৈ আপনার সেই তেজঃ, সেই বীর্য্য, সেই গাম্ভীর্য্য! সে সকল ক্ষমতা কি রমণী চাতুরীতে বিনষ্ট হ'ল! আজ অযোধ্যার রাজা মহারাজ রুক্মাঙ্গদ রমণী-প্রণয়ে বন্দী! জগৎ এ কথা শুন্‌লে কি ব'লবে? শুন্‌লে বন্ধুগণে যে হাস্‌বে, শত্রুগণ যে শিরোত্তোলন ক'রবে, তার উপায় কি ভেবেছন বাবা! বাবা! পায়ে ধরি, আপনি স্বরাজ্যে চলুন। (পদধারণ)।

রুক্মাঙ্গদ। ব্যাপারটা কি? আমি কি পাগল হ'য়েছি! এরা কি তাই মনে ক'রেছে!

উর্ব্বশী। ওমা, ওমা আমার এখনও মরণ হয় না কেন মা! একটা বেশ্যা এসে আমায় অপমান ক'র্‌ছে। হায় রাজা! তোমার মনে যে এত ছিল, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। (রোদন)

রুক্মাঙ্গদ। না না, কেঁদ না সুন্দরি! কেঁদ না। এই দেখ না, কি করি! আরে বর্ব্বর, আরে দুরাচার, এত অত্যাচার কেন? এত উপদ্রব কেন? তুই কি জানিস্ না, এ কার রাজ্য? কোথায় এসেছিস্? দুরাত্মন্! আমার প্রণয়িনীকে দুর্ব্বাক্য! আরে স্বৈরিণীপুত্র, জারজ! আজ তোকে এই দণ্ডে কে রক্ষা করে, তার চিন্তা কর্। কৈ তরবারি কৈ? প্রয়োজন নাই, পাপিষ্ঠকে এই চপেটাঘাতেই কার্য্যের প্রতিফল দান করি। (আঘাতোদ্যত)

সন্ধ্যাবতী। (রাজাকে ধারণপূর্ব্বক) প্রাণেশ্বর! কর কি! কর কি! ও যে আমার স্নেহের কুমার ধর্ম্মাঙ্গদ!

রুক্মাঙ্গদ। দুশ্চারিণি! আমার অঙ্গে হস্তক্ষেপণ! যা পাপিনি! স্বৈরিণি! আপন কর্ম্মের প্রতিফল গ্রহণ কর্। (পদাঘাত)

সন্ধ্যাবতী। বাবা ধর্ম্মাঙ্গদ রে, যাই বাবা! (উপবেশন) মহারাজ! যাই! উঃ!

গীত

প্রাণ যায় হে প্রাণনাথ, তব নিদারুণ পদাঘাতে।
বেদনা ত হয় নি নাথ, ও কোমল পদেতে॥

মরি তাহে নাহি ক্ষতি, একি হ'লো তব মতি,
ভুলে সে অগতির গতি, মজিয়ে কালনাগিনীতে॥
সকল আশা ফুরাইল, আশার দীপ নিভাইল,
বীজ নাহি অঙ্কুরিল, শুকাইল রোপণেতে ॥

রুক্মাঙ্গদ। কি দুশ্চারিণি! আবার আমার অঙ্গে হস্তক্ষেপণ! যা, যা চণ্ডালিনি! এইবারে জন্মের মত ভবধাম ত্যাগ কর্।

(পদাঘাত)

সন্ধ্যাবতী। যাই গো, উঃ বাবা ধর্ম্মাঙ্গদ রে, যাই—

(পতন ও মূর্চ্ছা)

ধর্ম্মাঙ্গদ। হায় হায়! পিতা কি ক'র্লেন, কি ক'র্লেন! মাকে আমার পদাঘাত ক'র্লেন! হায়, মা আমার মূর্চ্ছা গেলেন! কি করি আহা মায়ের অবস্থা আর দেখ্তে পারি না! মা, মা, ভাই যজ্ঞেশ্বর রে, কি হ'ল ভাই! মা, মা, আমায় তুই সঙ্গে নে। (পতন)

মন্ত্রী। আর কেন? অভিনয় সব দেখা হ'ল!

আর কত বাকী? আর কিবা হবে বাক্যব্যয়ে?
আর কিবা কহিব প্রভুরে।
কথা যত, সব ফুরায়েছে!
বুঝাইবার যাহা, তাহা কিছু নাই আর।
ভাই যজ্ঞেশ্বর! হ'ল ত রে ভাই, যজ্ঞে খাওয়া তোর?
বড় সাধে এসেছিলি বুঝায়ে রাজারে,
ল'য়ে যেতে অযোধ্যায়,

ভাই রে! সে কামনা মিটিল ত এবে?
আর কেন—ভাই! চল যাই মনঃ-আশা রাখি মনে মনে।
আর কেন অভিনয় যাহা, তাহা সব দেখা গেল।
আর কেন রে বাসনা যজ্ঞের কারণ!
সব ভস্ম, সব ভস্ম হায়!
আর কেন অভিনয়? সব দেখা গেল।

ধর্ম্মাঙ্গদ। (উত্থিত হইয়া) রহ মন্ত্রি! এখনও অভিনয় হয় নাই শেষ,
এখনও বসুন্ধরা র'য়েছেন স্থির,
এখনও মায়াবিনীগণ দাঁড়ায়ে সম্মুখে।
যাহারা পিতার মাত লইয়াছে নরকের পথে।
যাহারা মাতার হেন করিছে দুর্দ্দশা!
যাহারা অযোধ্যারাজ্য ক'রেছে শ্মশান!
তাহাদের এখন ত হয় নাই বিনাশসাধন!
তবে কেমনে হইল মন্ত্রি! অভিনয় শেষ!
কিম্বা যদি অন্যরূপে চাও অভিনয় দেখিবারে শেষ,
তবে এস ধরি পিতার চরণ, এস করি জীবন অর্পণ।
গাক্ সবে রাজা রুক্মাঙ্গদ নাম?
গাকু সবে রাজা পুণ্যবান্।
হ'রে পত্নী, পুত্র, মন্ত্রী-প্রাণ,
নামের বিজয়-ধ্বজা তুলিল ভারতে।
কিম্বা এস, যদি চাও অভিনয় শেষ দেখিবারে,
তবে পর জটাজূট, লও করঙ্গ চিম্টা,

ধরহ ত্রিশূল, সাজ সন্ন্যাসীর সাজে।
"ধন্য রাজা রুক্মাঙ্গদ, ধন্য ধন্য তুমি,"
এই গীতি প্রাণভরে গাহি, চল স্বদেশ বিদেশে,
এই গীতি গাহি ঘরে ঘরে, চল করিগে ভ্রমণ।

যজ্ঞেশ্বর। আর ভ্রমণ ক'র্‌তে হবে না ভাই, ভ্রমণ ক'র্‌তে হ'বে না। আগে মাকে তোল দেখি! মা যে ভুলে গেছেন! তাই ত, মহারাজ মাকে চিনতে পার্‌লেন না! রাণি মা, উঠুন্ না মা! একবার তোর কাঙাল যজ্ঞেশ্বরের কথা শোন্। দাদা ধর্ম্মাঙ্গদ, মন্ত্রীমশায়, আমার বড় নিন্দা ক'র্‌ছেন। তোকে আমি এনেছিলাম, তোদের যজ্ঞে খেতে আমার বড় সাধ ব'লে, তাই মন্ত্রীমশায়! আমায় এত ক'রে ব'ল্‌ছেন!

মন্ত্রী। বালক, বৃথা কেন অভিমান ক'র্‌ছ? তুমি ত ব'লেছিলে, আমি প্রতি বৎসর তোমাদের যজ্ঞে আসি, রাজাম'শায় নিমন্ত্রণ ক'রে রেখেছেন, রাজামশায় আমাকে বিলক্ষণ চিনেন, তবে কৈ যাও না, মহারাজের নিকট যাও দেখি!

যজ্ঞেশ্বর। যাব না ত কি? উনি ত আমায় গেল বছর থেকে নিমন্ত্রণ ক'রে রেখেছিলেন, আমায় এ বৎসর আস্‌তে ব'লেছিলেন। তোমরা হরিনাম কর দেখি। আমি যাচ্ছি। বলি ওগো রাজামশায়! আমায় চিন্‌তে পার কি গা?

রুক্মাঙ্গদ। এ যে মহা-বিপদে পড়্‌লাম! এ বলে আমায় চিন্‌তে পার, ও বলে আমায় চিন্‌তে পার? ব্যাপারটা কি? এত চিন্‌তে পারার কথা কেন? আমার সময় কৈ!

নাইতে খেতেই সময় পাই না, তা আবার এ ও, তা'কে চিনে রাখ্‌ব! বাপু! তুমি কে যে তোমায় চিনে রাখ্‌তে হবে?

যজ্ঞেশ্বর। তা তুমিই বা আমায় চিন্‌বে কেমন করে? আমাকে কয় জনে চিন্‌তে পারে?

গীত

আমায় চিন্‌তে পারে কয় জনে।
যে চিন্‌তে পারে, সে চিনতে পারে, চিন্তামণি পরম-ধনে॥
চিন্তা ক'রে দেখ দেখি, যজ্ঞে তোমার দেখ না কি,
আরো চিন্‌তে কত বাকী আমার এই চিন্তে নিশি দিনে।
যজ্ঞ-দিনে যজ্ঞে যেতাম, যজ্ঞ অন্ন সুখে খেতাম,
যজ্ঞেশ্বর আমারি নাম (তোমার) মায়ার ঘোরে নাই হে মনে॥

তা আমায় চিন্‌বে কেন রাজামশায়! তুমি যখন তেমন অমিয় হরিনামই ভুলে গেছ, তখন যে আমায় ভুল্‌বে, তার আর আশ্চর্য্য কি? আচ্ছা, তুমি একবার হরিনাম বল দেখি! বল না মন্ত্রীমশায়! একবার হরি হরি বল না! দাদা ধর্ম্মাঙ্গদ, একবার হরি হরি বল না! রাণী মা, সকল দুঃখ, সকল যন্ত্রণা বুকে রেখে বল্ না মা, একবার হরি হরি।

মন্ত্রী, ধর্ম্মাঙ্গদ, ও সন্ধ্যাবতী। } হরি হরি হরি, হরি বোল হরি।

যজ্ঞেশ্বর। সকলে হরিনাম ব'ল্‌লে, কৈ, রাজামশায় ত হরিনাম ব'ল্লেন না! বল না রাজামশায়, একবার হরি হরি হরি।

রুক্মাঙ্গদ। কি বিপদ্! এ যে মহা বিরক্ত ক'রে তুল্লে হে! ওরে, ও ছোঁড়া ও কথা ব'ল্লে কি হবে?

যজ্ঞেশ্বর। যা মনে ক'র্‌বে তাই হবে।

রুক্মাঙ্গদ। যা মনে ক'রব তাই হবে? তা হ'লে তোরা আর বিরক্ত ক'র্‌বি না বল্?

যজ্ঞেশ্বর। না, ক্ষণকালের জন্য তোমায় বিরক্ত ক'র্‌তে এথানে থাক্‌ব না।

রুক্মাঙ্গদ। তাহ'লেই তোরা চ'লে যাবি? আচ্ছা, বল্, কি ব'ল্‌তে হবে?

যজ্ঞেশ্বর। (স্বগত) ওঃ, এত মায়ায় মুগ্ধ তুমি! এতবার হরিনাম শুনে সে হরিনাম পর্য্যন্ত মুখে আন্‌তে পার নাই? (প্রকাশ্যে) বল মহারাজ! বল বল, প্রাণ ভ'রে বল, হরি হরিবোল হরি।

রুক্মাঙ্গদ। হরি, হরিবোল হরি! এ আবার কেমন হ'ল!

যজ্ঞেশ্বর। বল না দাদা ধর্ম্মাঙ্গদ! রাজামশায়কে ব'ল্‌তে বল না, হরি, হরিবোল হরি! হরি হরিবোল হরি।

ধর্ম্মাঙ্গদ। বল পিতা! বল বল, হরি হরি, হরিবোল হরি! হরি হরি হরিবোল হরি।

রুক্মাঙ্গদ। আহা কি মধুর নাম! হরি হরি, হরিবোল হরি, হরি হরিবোল হরি, হরি হরি হরিবোল হরি। একি! একে একে আমার চক্ষুর তামস যেন অন্তরালে চ'লে যাচ্চে! একি! একি! আমার ধর্ম্মাঙ্গদের মত এই বালকটী নয়?

যজ্ঞেশ্বর। বল না মন্ত্রীমশায়! রাজামশায়কে হরিনাম ক'র্‌তে বল না। একবার ব'ল্‌তে বল না, হরি হরি হরিবোল হরি।

মন্ত্রী। বলুন মহারাজ। বলুন, একবার সকল মায়া ঘুচিয়ে সকল বন্ধন কাটিয়ে, বলুন, হরি হরি হরি! হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

রুক্মাঙ্গদ। বল্ রে আকাশ, বল্ রে পবন, বল রে তরু, বল্ না ওরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। একি মন্ত্রী মহাশয়! আপনি কোথায় হ'তে এলেন? রাজ্যের সব কুশল ত? মন্ত্রি মহাশয়! মন্ত্রি মহাশয়! আপনি এতক্ষণ কথা বল্‌ছিলেন, আমি আপনাকে চিন্‌তে পারি নাই? মন্ত্রি! আপনি এলেন, আমার মহিষী কোথায়? আহা অভাগিনী বেঁচে আছে ত? সে সরলা দুঃখিনী বেঁচে আছে ত?

যজ্ঞেশ্বর। উঠে বল না মা, বল না রাণী মা, মহারাজকে ব'ল্‌তে বল না, হরি হরি হরিবোল হরি! বল্ না রে জীব সমুদায়, হরি হরি হরিবোল হরি!

সন্ধ্যাবতী। বলুন মহারাজ! বলুন প্রাণেশ্বর! পদাঘাত ক'রেছেন, বেস্ ক'রেছেন, তাতে দুঃখ নাই, কিন্তু একবার প্রাণভরে বলুন, হরিবোল হরি, হরিবোল হরি, হরিবোল হরি।

রুক্মাঙ্গদ। মহিষি! মহিষি! তুমি? তুমি? বল বল, প্রাণভ'রে বল, হরি হরি, হরিবোল হরি, হরিবোল হরি!

সকলে। হরি হরি, হরিবোল হরি, হরিবোল হরি।

হরিভক্তির প্রবেশ।

গীত

আবার তোরা বল্ রে হরি।
প্রাণের তারে বাঁধিয়ে তারে ফেল্ রে সদা অশ্রুবারি।
তালে তালে পা ফেলিয়ে, হাতে হাতে তালি দিয়ে
হরিনামে প্রাণ গলিয়ে চল না শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী।
হরিনাম সুধাসিন্ধু পান কর রে বিন্দু বিন্দু
তরাইবেন ভবসিন্ধু দীনবন্ধু কৃপা ক'রি॥

[প্রস্থান।

রুক্মাঙ্গদ। মহিষি! মহিষি! ক্ষমা কর। বাবা ধর্ম্মাঙ্গদ রে! আমায় ক্ষমা কর বাপ্। আমি এখন কোথায় বল্! আমি এতক্ষণ তোদিগে দারুণ-যন্ত্রণা দিয়েছি? ভ্রান্তিবশে, মায়াবশে সবই বিস্মৃত হ'য়েছিলাম। আমি কোথায়? কোথায় আমার আত্মীয় স্বজন? কোথায় আমার রাজ-পারিষদ? কৈ আমার সে যজ্ঞস্থল! অহো এতক্ষণে স্মরণ হ'য়েছে। এতক্ষণের পর আমার চৈতন্য হ'ল! আমি যে মায়া-কাননে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ। আমি যে অতিথি ব্রাহ্মণের জন্য মৃগয়ায় এসে সত্যপাশে বন্দী হ'য়ে র'য়েছি! হে চৈতন্য-ময় মহাপুরুষ। কোথায় তুমি? হে পুরুষোত্তম দীনবন্ধো! দীনের উপায় কি হবে দেব! আজ যে একাদশীব্রত! আজ যে আমার ব্রতপূর্ণের শেষ দিন! আমার যজ্ঞের আয়োজন কিছুই নাই! সুন্দরি, সুন্দরি কোথায় তুমি?

এই যে! দেবি! পায়ে ধরি, রক্ষা কর! আমায় প্রতিজ্ঞা-পাশ হ'তে মুক্ত কর। আমি এক বৎসর তোমার মায়ায় সকল ভুলে, পরমার্থ-পথে কণ্টক দিয়েছি, এখন তোমার কৃপা-বিহনে অধীনের আর অন্য উপায় নাই। আর কেন, যথেষ্ট হ'য়েছে, পরীক্ষার আর অবশিষ্ট কি? আত্মীয়-স্বজনের নিকট যেরূপ লাঞ্ছনা ক'র্‌তে হয়, তা করিয়েছ। মনে মনে যে অহঙ্কার ক'র্‌তাম, তা চূর্ণ হ'য়েছে। আর কেন, এখন সত্যপাশ হ'তে মুক্ত কর! কে তুমি বালক! কে তুমি ছদ্মবেশী দয়াবান্! তোমা হ'তেই আজ আমি দিব্যালোক দেখ্‌তে পেলাম! তুমিই আজ অধম রুক্মাঙ্গদের ভাই, বন্ধু, পিতা, পরমার্থদাতার কাজ ক'রেছ! আমি মোহের ঘুমে নিদ্রিত হ'য়ে ভবপারের কর্ণধার হরিনাম পর্য্যন্ত ভুলে গেছ্‌লাম। তুমি গুরু, তুমি সেই অমিয় আমার হরিনাম কর্ণমূলে দান ক'রে, আমার পূর্ব্বস্মৃতি স্মৃতিতে আনয়ন ক'রেছ। এস ভাই, এস বন্ধু, এস পিতা, এস পরমার্থদাতা, তোমায় একবার কোলে ক'রে আমার এই মায়ামোহিত অসার অপবিত্র দেহ পবিত্র করি। (যজ্ঞেশ্বরকে ক্রোড়ে গ্রহণ)। কে তুমি সত্য বল? মহিষি! কোথায় এ ধন পেলে? নারায়ণ কি অধম দেখে পরিত্রাণ ক'র্‌বার জন্য ছদ্মবেশে আমার নিকট আগমন ক'রেছেন? বল বল, প্রশান্তমূর্ত্তি বালক! বল তুমি কে?

যজ্ঞেশ্বর। আমি যে সেই গো! গেল বছর আমি তোমার

হরিবাসর-যজ্ঞে খেতে গিয়েছিলাম, তুমি আমায় ব'লেছিলে আমার নাম যজ্ঞেশ্বর কি না—তুমি আমার নাম ধ'রে, ডেকে ব'লেছিলে, বাবা যজ্ঞেশ্বর! আস্‌ছে বছর যজ্ঞে এসে খেয়ে যেও। তুমি না খেলে আমার যজ্ঞ পূর্ণ হবে না। আমি সেই কথা মনে ক'রে রেখেছিলাম, তাই এ বছর তোমার যজ্ঞে খেতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি যে, তোমার যজ্ঞের কোন আয়োজনই নাই। আমার যজ্ঞে খেতে বড় সাধ কি না—তাই সকলকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, হাঁগো রাজা মশায় কোথায় গা? তারা সব কথাই খুলে ব'ল্‌লে। তাই রাণী মাকে অনেক ব'লে ক'য়ে, দাদা ধর্ম্মাঙ্গদকে বন হ'তে ল'য়ে, মন্ত্রী মশায়কে সঙ্গে ক'রে এখানে এসেছি। আর তুমি ব'ল্‌লে কি না, তোমায় চিনি না। তা না চিন্‌লে কি ক'র্‌ব বল! তুমি যদি আমায় চিন্‌তেই পার্‌তে, তা হ'লেই বা তোমাকে এখানে থাক্‌তে হ'ত কেন? এতক্ষণ যে তোমার যজ্ঞ পূর্ণ হ'য়ে যেত। এখন চল। বলি হাঁগা মেয়ে মানুষগুলি! বলি, আমাদের রাজা মশায়কে ছেড়ে দাও না গা?

মেনকা। আমরা কি তোমাদের রাজা মশায়কে বেঁধে রেখেছি যে, ছেড়ে দেব? উনি সত্যভঙ্গ ক'রে গেলেই ত পারেন।

রুক্মাঙ্গদ। না সুন্দরি! বাম হ'য়ো না; আমায় তোমরা প্রসন্ন-মনে সত্যপাশ হ'তে মুক্ত কর। আমার আজ হরিবাসর-ব্রত।

উর্ব্বশী। তা কে জানে মহারাজ! আমার কাছে ত কোন কথা ক'য়ে সত্য বন্দী হন নাই। আপনি সত্যে বন্দী হ'লেন, লাভের মধ্যে আমরা আপনার স্ত্রী-পুত্রের নিকট লাঞ্ছনা পেলাম। এই ত আপনার কর্ম্ম? এখন আপনার যা ভাল হয়, তাই করুন।

সন্ধ্যাবতী। ভদ্রে! পরস্পর অদৃষ্টে যা ছিল, তা ত হ'য়েছে, এখন আপনারা আমার স্বামীকে মুক্ত করুন।

উর্ব্বশী। অন্যায় অনুরোধ রাখ্‌তে পার্‌ব না সতি!

সন্ধ্যাবতী। বাবা যজ্ঞেশ্বর! এত যদি ক'র্‌লি, তা হ'লে এখন কি উপায় হবে বল্‌?

যজ্ঞেশ্বর। হাঁ গা, তোমরা রাজা মশায়কে কেন ছেড়ে দিবে না গা?

মেনকা। এ ছোঁড়া কে গা! এতক্ষণ কি নাকে সরসের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিল না কি?

যজ্ঞেশ্বর। ও গো, আমি ঘুমিয়েই থাকি গো ঘুমিয়েই থাকি। তবু জিজ্ঞাসা করি, রাজা মশায়কে তোমরা ছেড়ে দেবে না কেন?

রম্ভা। কেন? উনি সত্যভঙ্গ ক'রে যান্‌ না।

যজ্ঞেশ্বর। হাঁগা, এক সত্যের বদলে, অন্য সত্য করিয়ে নিলে কি হয় না?

উর্ব্বশী। হবে না কেন? উনি কি তা পার্‌বেন?

রুক্মাঙ্গদ। পার্‌ব, পার্‌ব, সব পার্‌ব। আমার অঙ্গীকার

দিবস্ অব্যাহতি দিলেই সব পার্‌ব! প্রাণ চাও, তাও দিতে পার্‌ব।

উর্ব্বশী। (স্বগত) আচ্ছা রাজা, তাই দেখি; তাই আজ তোমার ধর্ম্মবলের মহাশক্তি কত বলবতী, সেইটী পরীক্ষা ক'র্‌ব। মায়ার মোহনফাঁদে নিপতিত অজ্ঞানান্ধ তুমি, কেমন ক'রে হরিনামের জ্যোতির্ম্ময় কিরণ দেখ্‌তে পাও, তাই আজ উর্ব্বশীর দেখ্‌বার বাসনা। একদিকে তোমার ধর্ম্ম, আর একদিকে তোমার নশ্বর কুসুমস্তবকময়ী মোহিনী-মায়া। দেখি রাজা, তুমি কি চাও! তুমি যা চাইবে, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, আজ তোমাকে তাই দেব। দেখি তোমার ধর্ম্ম, দেখি তোমার কর্ম্ম, দেখি তোমার কেমন অপূর্ব্ব হরি-ভক্তি। তুমি আজ আমার মহাপরীক্ষার মধ্যে রৈলে। (প্রকাশ্যে) পার্‌বে? দেখ' রাজা! শেষে যেন এক সত্য হ'তে মুক্ত হ'তে গিয়ে অন্য সত্যে সত্যভঙ্গ ক'র না!

রুক্মাঙ্গদ। কিছুতেই নয়! সত্য ব'ল্‌ছি, প্রাণ চাও, তাও দিতে পারব।

উর্ব্বশী। পার্‌বে?

রুক্মাঙ্গদ। নিশ্চয়।

উর্ব্বশী। সত্য?

রুক্মাঙ্গদ। সত্য।

উর্ব্বশী। তা হ'লে এই তোমার প্রাণের পুত্র ধর্ম্মাঙ্গদকে

আমাদের সম্মুখে তোমরা সস্ত্রীক বলি প্রদান কর। তা হ'লেই তোমায় পূর্ব্ব সত্য হ'তে মুক্তিদান ক'র্‌ব।

রুক্মাঙ্গদ। অহো, রাক্ষসী, রাক্ষসী তুই—

উর্ব্বশী। সাবধান, মন্দবাক্য ব'ল না! আমি প্রথমেই ত তোমায় ব'লেছিলাম যে, মহারাজ! এক সত্য রক্ষা ক'র্‌তে গিয়ে যেন দ্বিতীয় সত্য ভঙ্গ না হয়।

ধর্ম্মাঙ্গদ। না, না, কিছুতেই সত্য ভঙ্গ হবে না! ভগবান্! এতক্ষণের পর যে পিতা সত্যপাশ হ'তে মুক্ত হ'তে পার্‌বেন, তার উপায় হ'ল! দেবি! আপনার আদেশই শিরোধার্য্য। আমি আপনাদের নিকট আজ প্রাণত্যাগ ক'রে, পিতার পরমার্থ-পথের পথ পরিষ্কার, আর পিতৃ-কার্য্য সম্পন্ন ক'রে নিজের দেহ সার্থক ক'র্‌ব। বাবা! কি চিন্তা ক'র্‌ছেন? চিন্তামণিকে স্মরণ করুন। আমার স্নেহ, আমার ভালবাসা সকলেই সেই শ্রীহরির পাদপদ্মে সমর্পণ করুন। আমায় হত্যা ক'রে পবিত্র ইক্ষ্বাকু-কুল সমুজ্জ্বল ও ধর্ম্মের সম্মান বৃদ্ধি করুন। দুঃখিত হবেন না। ভাবি না মা! আমি যাব, আমার ভাই যজ্ঞেশ্বর রৈল, ভয় কি মা!

যজ্ঞেশ্বর। (স্বগত) আঃ, রক্ষা হল'! ধর্ম্মাঙ্গদের মৃত্যু না হ'লে আমার সাধের রাণী ইন্দিরার কিছুতেই মনের সাধ মিটাতে পার্‌ব না। যাই হ'ক, এখন যাতে শুভকার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তারই উপায় করা যাক্। (প্রকাশ্যে) ভয় কি মা! তোরা দাদার কথা শোন্। দেখ দেখি মা,

দাদা তোদিগে কত ভালবাসে! আমি ব'ল্‌ছি, তোরা দাদাকে কেটে হরিবাসর ব্রত পূর্ণ ক'র্‌গে যা, হরি সন্তুষ্ট হ'লে, আবার তোদের সব হবে!

রুক্মাঙ্গদ। বাবা যজ্ঞেশ্বর! সব কথাই তোর শুন্‌লাম, কিন্তু বাবা, কথা শুনে যে বুক কেঁপে উঠে রে, তা কার্য্যে করা ত অনেক দূরের কথা! নির্ম্মম পশু যারা, তারাও কি এ কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌তে পারে বাবা? না কখনই নয়! কখনই পারে না।

সন্ধ্যাবতী। না পার্‌লে যে হরির দয়া হবে না মহারাজ!

রুক্মাঙ্গদ। হরির দয়া কি পুত্র-হত্যায়! পশুর কার্য্যে কি শ্রীহরির কৃপা হয়? মহিষি! তা কি কখন হ'য়ে থাকে?

সন্ধ্যাবতী। তা না হ'লে হরির সাধনা যে হয় না মহারাজ!

রুক্মাঙ্গদ। নিষ্ঠুর হরি কি এত দিনে নিষ্ঠুর-কার্য্যে রত হ'লেন?

সন্ধ্যাবতী। শুনেছি, সেই নিষ্ঠুর নির্দ্দয় সন্তুষ্ট হ'লে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। তাই বলি, মহারাজ! না ক'র্‌লে হরির দয়া কোথায় পাবেন? হরি সন্তুষ্ট হ'লে আবার আমাদের সব হবে।

রুক্মাঙ্গদ। অহো! কত মহাপাতক ক'রেছি, অবার পুত্রহত্যা ক'রে—সব হবে প্রিয়ে! সব হবে।

সন্ধ্যাবতী। নয় পুত্রহত্যা ক'রে মহাপাতক সঞ্চয় ক'র্‌লাম? তবু ত লোকে জান্‌বে যে, হরির জন্য মহারাজ পুত্র-হত্যা ক'রেও হরির কৃপা পেলেন না।

রুক্মাঙ্গদ। উঃ কি নিষ্ঠুর হরি! বাবা ধর্ম্মাঙ্গদ! তুই কি এই জন্যই আজ আমার নিকট এসেছিলি। (রোদন)।

ধর্ম্মাঙ্গদ। কেন বাবা রোদন ক'র্‌ছেন? জন্ম-মৃত্যুর কথা আমি আর কি বোঝাব? কত মহাত্মা কতরূপে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে বুঝিয়ে গিয়েছেন। মৃত্যু ব'লে কথাটা, সে কেবল রূপান্তর মাত্র। পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলেরই পরিবর্ত্তন কি যে অবধারিত। আমি পরিবর্ত্তিত হব, এই মাত্র। তার জন্য আবার আক্ষেপ কেন? বিশেষতঃ আমার পরিবর্ত্তন কি কখন দেখেন নাই? মনে করুন,সেই বাল্য, তার পর কৈশোর, তার পর যৌবন! এই ত দেহের কতরূপ পরিবর্ত্তন্ দেখেছেন! পিতঃ! তবে আমার এ পরিবর্ত্তনে রোদনের আবশ্যক কি? আমার মৃত্যুতে আমার দেহ পরিবর্ত্তিত হবে মাত্র। তবে ব'ল্‌তে পারেন, এ পরিবর্ত্তিত দেহ আর চিন্‌তে পার্‌বেন না; কিন্তু আপনি যে উদ্দেশ্যে আমায় হত্যা ক'র্‌বেন; সেই উদ্দেশ্য যদি পূর্ণ হয়, তাহ'লে ত আপনার এ সংসারে আর কিছুই অবিদিত থাকবে না। তখন আবার ভালবাসা বিস্তার ক'রে প্রাণের পুত্র ব'লে প্রাণের আশা সব মিটাতে পার্‌বেন। পিতঃ। এখনও কি চিন্তা ক'র্‌ছেন? মা বুঝ্‌তে পার্‌ছে, বালক যজ্ঞেশ্বর বুঝ্‌তে পার্‌ছে, আর আপনি তা বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না? ভাল ক'রে বুঝে দেখুন! দেবীগণ! আপনারা বলিদানের সমস্ত আয়োজন করুন! আজ আমি স্ব-ইচ্ছায় পিতার জন্য আত্ম-

বলিদান ক'র্‌ব। (স্বগত) আর কেন জীবন! তোমার কিসের জন্য সংসারে থাকা? একবার অভাগিনী মন্ত্রী-কন্যার অবস্থার কথা ভাব দেখি। একবার চির-নির্ব্বাসনের যাতনার কথা অনুভব কর দেখি! আর কি বাঁচ্‌তে সাধ হয়? আর কি সংসারে থাকৃতে ইচ্ছা হয়? (প্রকাশ্যে) মা, একি মা! কেন কাঁদ্‌ছ মা! কাঁদিস্‌ না মা!

গীত

আর কেঁদ না, আর কেঁদ না, কেন এ রোদন বল না।
পদ্ম-পত্র-জল, সতত চঞ্চল, নিশ্চয় ত কেউ রবে না।।
কে আসে ধরণী মাঝে চিরদিন তরে, কে না ভাসে বল পিতা কাল-স্রোত-নীরে
(সব যে কালের খেলা, যাওয়া আসা ভাব, এসেছ কালে, যাবে হে কালে)
পিতা এ ভব-ভবন নিশার স্বপন মনে ভেবে কেন গো দেখ না ॥
এসেছি গো অতিথির বেশে, ক্ষুণ্ণ প্রাণে ভবে ভিক্ষার প্রয়াসে,
(সাধের ভিক্ষা করা হ'য়ে ত গেছে, ভিক্ষা পেলাম কি না পেলাম)
দিন কেটে গেল, ভিক্ষা সাঙ্গ হ'ল, কেউ ত ভিক্ষা দিলে না—
তাই ব'লে হরি হরি, চলে গো ভিখারী, দেখি হরির রাজত্ব পাই কি না ।।

উর্ব্বশী। কি মহারাজ! কুমার যা ব'ল্‌ছেন, তাতে আপনার মত কি?

রুক্মাঙ্গদ। জানি না, এ মহাপরীক্ষার তাঁর উদ্দেশ্য কি? বাবা ধর্ম্মাঙ্গদ! তুই কি এইজন্য আজ আমার নিকট এসেছিলি? বাবা! আমায় ছেড়ে তুই কোথায় যাবি বাবা?

ধর্ম্মাঙ্গদ। আপনাকে ভুলে কোথায় যাব বাবা! আমি

আপনার স্নেহের শিকলে চিরদিনই বাঁধা থাক্‌ব। তবে হরিবাসর-ব্রত পূর্ণ হ'লে, আমায় যেন বিস্মরণ না হ'ন্‌। তখন যেন দীনবন্ধুর কাছে এ দীনের উপায় প্রার্থনা ক'র্‌তে ভুলে না যান।

যজ্ঞেশ্বর। রাজামশায়! আর সময় নাই, এই সময় এখানকার সকল কার্য্য সম্পন্ন না ক'র্‌লে, পরে ব্রতায়োজনে সময় পাওয়া যাবে না—সব ভ্রষ্ট হবে।

রুক্মাঙ্গদ। জগন্নাথ! সবই হ'ল! কেবল এ পাপাত্মার জীবন নিধন হ'ল না! যাই কর হরি, আমি বুঝ্‌লাম যে, আমি তোমার মহাপরীক্ষার মধ্যে অবস্থান ক'র্‌তে থাক্‌লাম। দেখ্‌ব নিষ্ঠুর! দেখ্‌ব নির্ম্মম! তোমার দয়ায় শেষে কি ঘটে! সুন্দরি! শীঘ্র শীঘ্র বলির আয়োজন প্রস্তুত কর। মহিষি! মহিষি! লৌহে এবার হৃদয় বাঁধ।

উর্ব্বশী। (অন্যান্য অপ্সরাগণকে বলির দ্রব্যায়োজনের ইঙ্গিত করণ ও মেনকার প্রস্থান)।

সন্ধ্যাবতী। মহারাজ! আবার বলি, হরিকে সন্তুষ্ট ক'র্‌তে পার্‌লে, আবার আমাদের সব হবে।

রুক্মাঙ্গদ। হবে, হবে, সব হবে। বাবা ধর্ম্মাঙ্গদ! আবার আমাদের সব হবে। যে পিশাচ বৃথা কুহকে সব ভুল্‌তে পেরেছিল, যে পাপাত্মা স্নেহ-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে নিজের পুত্রকে চিরনির্ব্বাসন দিতে পেরেছিল, সে পাপাত্মার সব হবে। হয় হবে, আর তা না হ'লেই বা ক্ষতি কি? পূর্ণাহুতি

আছে—যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দোব! সে দিনেও ত আমার মহাপরীক্ষার মহাসুযোগ পাব। সেই দিন ত সকল কাজ শেষ ক'র্‌তে পার্‌ব। কৈ হ'ল—আয়োজন হ'ল? ওগো আজ যে আমার হরিবাসরব্রত! এখন যজ্ঞায়োজনে পুত্র বিসর্জ্জন দিয়ে, পরক্ষণে যজ্ঞ-সঙ্কল্প ক'র্‌ব, পরে নিজের আত্মহত্যায় যজ্ঞ পূর্ণ হবে। ত্রিজগৎবাসী দেখ্‌তে আস্‌বে, যজ্ঞেশ্বর হরি আস্‌বেন, আরও কত হবে!

যজ্ঞেশ্বর। আবার অধৈর্য্য হ'চ্চেন কেন রাজামশায়?

রুক্মাঙ্গদ। না, না, কৈ কৈ? অধৈর্য্য হব কেন? প্রাণের আগুন ত প্রাণেই আছে। তার তেজঃ কি তোমরা দেখ্‌তে পাচ্চ? না না, আর পাবে না। কৈ—হ'ল? সুন্দরি! আর অপেক্ষা কিসের? রাণি, কৈ তুমি? বুক বাঁধ্‌তে পেরেছ? এস, এস, সময় যায়, সব যায়, সাধের হরিবাসর নষ্ট হয়।

যূপকাষ্ঠ ও খড়্গ লইয়া মেনকার প্রবেশ।

মেনকা। এই নাও গো ভালমানুষের ছেলে, এখন কি ক'র্‌বে কর।

রুক্মাঙ্গদ। এস এস, এখন কাকে বলি দিতে হবে বল? বাবা যজ্ঞেশ্বর রে! নাই বা আমার যজ্ঞপূর্ণ হ'ত? আমি নয় চিরদিনই পশু হ'য়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্‌তাম। এখন বল, কাকে বলি দিতে হবে বল!

ধর্ম্মাঙ্গদ। (স্বগত) পিতার অবস্থা অতি শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়াল,

কিন্তু মা আমার হরিপ্রাণা, হরিতে প্রাণ মিশিয়ে সকল মায়া এখন বিসর্জ্জন দিয়েছেন। আর কেন, মহামায়ার মায়ার বন্ধন এবার অনেক শিথিল হ'য়ে এসেছে। মা মহামায়া গো! আমি এবার তোর কাছে আমার শেষ বিদায় নিচ্চি। সংসারে তোমার বুকে ব'সে আমি অনেক কুকার্য্য ক'রেছি, আর অনেক জ্বালাও সহ্য ক'রেছি, আজ সে মহাপাপের আর সে মহাজ্বালার শান্তি ক'র্‌ব। বাবা, অধৈর্য্য হবেন না। আসুন, আমার বলিপ্রদান করুন। দীনবন্ধু হরি, পিতাকে দিন দিও ঠাকুর! দীননাথ! যাবার সময় কি এক বার দেখা পাব না? অথবা আমার মত মহাপাপীর সে আশা করাই অন্যায়। কিন্তু হরি! দেখা দাও বা নাই দাও, তুমি আমার হৃদয়ে র'য়েছ, সে চারু ছবি অহর্নিশা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামসুন্দর! অধমের প্রতি যা হয়, তা ক'র। ভাই যজ্ঞেশ্বর, কোথায় ভাই! একবার তুই কাছে আয়। (যূপকাষ্ঠের নিকট গমন ও যজ্ঞেশ্বরের হস্ত ধারণপূর্ব্বক) আমার একটী অনুরোধ রাখিস্ ভাই! মাকে আমার দেখিস্। এ জন্মে মাতৃস্নেহের প্রতিদান কিছুই ত ক'র্‌তে পার্‌লাম না। দেখো ভাই! মা যেন শেষে আমার জন্য পাগলিনী না হন্। বাবা আসুন, মা, আসুন। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। (যূপকাষ্ঠে মস্তক দান)।

রুক্মাঙ্গদ। হ'য়েছে, হ'য়েছে, এই যে হ'য়েছে। রাণি! এস, ধর, অস্ত্র ধর। হরি হরি আজ হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচার

হ'ল! সুন্দরি! দেখ, রাক্ষস-রাক্ষসীমূর্ত্তি দেখ। পিশাচ-পিশাচী-মূর্ত্তি দেখ। নারায়ণ! পশুমূর্ত্তি দেখ্‌তে সাধ ছিল, দেখুন।

ধর্ম্মাঙ্গদ। জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি!

যজ্ঞেশ্বর। (ধর্ম্মাঙ্গদের কর্ণমূলে কথন) যাও ভাই, আবার দেখা হবে।

রুক্মাঙ্গদ ও সন্ধ্যাবতী। জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি (বলিদান)।

অপ্সরাগণ। মহারাজের জয় হ'ক্, মহারাজের জয় হ'ক্, মহা-রাজের জয় হ'ক্।

উর্ব্বশী। মহারাজ। আপনার জয় হ'ক্। এক্ষণে আমরা চ'ল্লাম, আপনি যে অসাধারণ কার্য্য ক'রে প্রতিজ্ঞাপাশ হ'তে মুক্ত হ'লেন, সে কার্য্য দেবতারাও পারেন না। মহারাজ! আমরা দেবী নই, আমরা স্বর্গবেশ্যা! আমার নাম উর্ব্বশী। চ'ল্লেম, আপনার মঙ্গল হ'ক্।

[অপ্সরাগণের প্রস্থান।

রুক্মাঙ্গদ। বাবা যজ্ঞেশ্বর! হ'য়েছে! চল, চল, কোথায় মা সরযূ আছেন, তথায় যাই চল। আজ মা সরযূর মহাশীতল অঙ্গে এই রুধিরাক্ত দেহ ধৌত ক'রে, নয়নজল সম্বরণ করিগে চল। একি, রাণি! রাণি! একি—বাও নিষ্পত্তি নাই যে! রাণি! রাণি! চল, চল, সব হ'য়েছে! চল, চল—কোথায় যজ্ঞস্থল বল, চল—চল।

[বেগে প্রস্থান।

সন্ধ্যাবতী। আছে গো সব আছে, চল চল! এবার হরিবাসর-ব্রত হ'বে। হরি সন্তুষ্ট হ'লে আবার আমাদের সব হ'বে। বাবা যজ্ঞেশ্বর রে! এবার চল্ বাপ্! তোর দুঃখিনী মাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবি চল্। মহারাজ কোথায় গেলেন— মহারাজ কোথায় গেলেন। চল্ চল্ দেখিগে।

[বেগে প্রস্থান।

যজ্ঞেশ্বর। চল মা, এবার যাই চল।

কি করি এখন, ধর্ম্মাঙ্গদে রক্ষিব কোথায়?
রাণী সদা চায় মোরে,
ত্যজি যদি দুঃখিনী বালারে
এখনি মরিবে রাণী।
কি করি এখন? লই গুরুর আশ্রয়।
কোথা দেব শূলপাণি,
দেহ পদাশ্রয় দেব!
রক্ষা কর কৈলাসেতে প্রিয় ধর্ম্মাঙ্গদে মোর।
দিও প্রভো! যেই দিন অভিমানে বসিবে ইন্দিরা।

[প্রস্থান।

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। চোর! চোর কোথা গেল?

পাছে দেখা দিতে হয়,
সেই ভয়ে ডাকিয়া আমায় পলায়েছে শঠ।

দেখি হরি, ধরাধরি করি কত দিনে পাই !
কত দিনে পাগলের আশা পূর্ণ হয় !
ধন্য হরি, লীলা তব !
ভক্ত-হেতু শিশুমূর্ত্তি ধরি, ভ্রমিতেছ শ্মশানে মশানে,
কভু বা রাজভবনে—ধন্য হরি লীলা তব !
হরির আদেশ, লইতে কৈলাসে তাঁর প্রিয় ধর্ম্মাঙ্গদে।
কৈ ভাই ধর্ম্মাঙ্গদ ! কৈ ভাই, এস !
এক গুরু দু'জনের ! দুই ভেয়ে এক হ'য়ে
চল যাই সুখের কৈলাসে।

(ধর্ম্মাঙ্গদের হস্তে করক্ষেপণ, ধর্ম্মাঙ্গদের দিব্যমূর্ত্তি ধারণ)

ধর্ম্মাঙ্গদ ! একি মূর্ত্তি ভুবনমোহন,
ঢুলু ঢুলু ত্রিলোচন,
অমল-ধবল-কায়, জটাজূটে শোভে শির,
কে তুমি যোগেশ !
আহা হেরিনু গিরিশমূর্ত্তি দেব শূলপাণি।

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতানবাদন।

——[:•*•:]——

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞস্থল।

বিদূষক ও রাইধোপানীর প্রবেশ।

বিদূষক। ধোপানি! ধোপানি! ঠিক্ ব'ল্‌ছিস্ ত? বন হ'তে ত ফিরিয়ে নিয়ে এলি। বলি, ব'লি, কেলে-ঠাকুর তোকে কি ব'লেছে বল্? রাজা এসেছেন? যজ্ঞ পূর্ণ হবে? আমাদের কেলে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হবে ত?

রাইধোপানী। হাঁগো হাঁ। সেই যে—কদম-তলায় কেলে-ঠাকুর বাঁকা হ'য়ে মুচ্‌কি হেসে ব'ল্লেন "দেখ্ ধোপানি! বাড়ী ফিরে যা, রাজা রাজ্যে এসেছেন, যজ্ঞ হ'চ্চে, আমিও সেখানে যাচ্চি, সেখানে যা চাইবি, তাই দেব।"

বিদূষক। দেখিস্ বেটি! যেন লোক ঢলাঢলি ক'রিস্‌নে? চা, আমার মুখের দিকে চা, একটা কথা বলি শোন্; দেখ্ আমরা যে বনে গেছ্‌লাম, এ কথা রাজাকে বলা হবে না;

বল্ মাগি! কেবল ঝিমুচ্চিস্ কেন? মেয়ে মানুষগুলোর ঐ কেমন রোগ!

রাইধোপানী। ওগো, ঐ শোন না, কেলেঠাকুর বুঝি ঐ এলো গো? ঐ যে বাজনা বাজ্ছে। হরি বল গো, হরি বল, দিন গেল গো, হরি বল।

বিদূষক। চ, চ, দূর হ'তে কাণ্ডার রকম সকম দেখিগে চল্। তারপর বাবা, পায়ে ঝাঁপ খেয়ে প'ড়্ব। তখন নৌকো নিয়ে হাল ধ'র্তে হবেই বাবা। চল্ চল্, স'রে দাঁড়াই।

রাইধোপানী। আহা শোন গো! কেমন বাশ্মি বাজছে শোন। ঐ আস্ছে গো, বাঁকা বাঁকা হ'য়ে আস্ছে। (উভয়ে অন্তরালে প্রস্থান)

রুক্মাঙ্গদ, যজ্ঞেশ্বরকে ক্রোড়ে করিয়া সন্ধ্যাবতী, মন্ত্রী, বশিষ্ঠ, গর্গ, প্লক্ষ প্রভৃতি ঋষিগণ ও বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

গীত

প্রেমভ'রে রূপ প্রেমে কর দরশন।
স্বরূপে ত্রিভঙ্গরূপ হবে নিরূপণ॥
ইন্দ্রিয়ের রথে আছে রথী, করে সদাই কুপথে গমন,
(বারণ মানে না রে, বারণ-সম) কর তারে তুমি কর জ্ঞানেতে দমন,
(তুই পাবিরে বিনায়াসে, সে পীতবাসে) ও সেই শমন-দমন শ্রীমধুসূদন॥

বশিষ্ঠ। পূজনীয় ঋষিগণ! শীঘ্র শীঘ্র ব্রতায়োজন করুন;

সময় অধিক নাই। মোটের উপর আর সাড়ে তিন দণ্ড। তারপরই সূর্য্য মীন-রাশিতে উপস্থিত হবেন।

গর্গ। শুভস্য শীঘ্রং। কার্য্য যত শীঘ্র সম্পন্ন হয়, ততই মঙ্গল।

প্রদ্ম। মঙ্গল ত বটে, কিন্তু বাবা, কার ত আর পাঁচটা হাত বেরোয় না যে, একেবারে হাতাড়ে কাজ শেষ ক'রে নেবে। উনি ব'লছেন, সাড়ে তিন দণ্ড সময়; তিনি ব'লছেন, শুভস্য শীঘ্রং। কিন্তু সম্বৎসর গেল, রাজার ব্রতের আর কোন হুজু গুজু হ'ল না, এখন একেবারে ধর আর মার। বশিষ্ঠ ভায়াও আমার তেম্‌নি, এতদিন নাসিকায় সর্ষপ তৈল দিয়ে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। এতদিনের পর ভায়ার আমার নিদ্রাভঙ্গ হ'ল।

বশিষ্ঠ। প্রদ্ম! বৃথা আমায় দোষারোপ ক'র না; এই হরিবাসর-ব্রত যে পুনর্ব্বার হবে, এমন কি কোন আশা ছিল? যাই হোক্, এখন যাতে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাই করুন।

গর্গ। শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।
কর্ম্মশ্চ ধর্ম্মশ্চ এতে পঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥

ভায়া হে, এতে শনৈঃ শনৈঃ পদবিক্ষেপ ক'র্‌তে হয়, বুঝ্‌লে?

বশিষ্ঠ। উদ্যোগ করুন, উদ্যোগ করুন। প্রদ্মদেব! আপনি ভাগবত-পাঠে নিযুক্ত হ'ন, গর্গদেব! আপনি সভাসদ্ হ'ন, আমি স্বয়ং হোতা হই। মন্ত্রী মশায়! আপনি আগন্তুক অতিথিগণের সম্ভাষণ জন্য ব্রতী থাকুন গে! হে বিষ্ণু-প্রিয়-বৈষ্ণববর্গ! আপনারা প্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তন

করুন। আজ অযোধ্যায় সূর্য্যবংশের বিজয়নাম চিরকালের জন্য অক্ষুণ্ণ হ'তে চ'ল্লো! মহারাজ! শুদ্ধাচারে উপবেশন করুন। রাজ্ঞি! মাতঃ! আপনি বালকটীকে ক্রোড় হ'তে নামিয়ে, মহারাজের কার্য্যের অনুসরণ করুন।

ঋত্বি। তবে আমি আগন্তুক অতিথিগণের সম্বর্দ্ধনার্থ চ'ল্লাম।

[প্রস্থান।

রুক্মাঙ্গদ। মহিষি! তাহ'লে এস।

সন্ধ্যাবতী। বাবা যজ্ঞেশ্বর! একবার কোল হ'তে নামো বাবা!

যজ্ঞেশ্বর। না মা, তুই আমায় কোল হ'তে নামাস্ না! কেন মা, তুই আমায় কোল হ'তে নাম্‌তে ব'ল্‌ছিস্?

সন্ধ্যাবতী। ঋষির আজ্ঞা বাবা! আমাদিগে এবার যজ্ঞে ব্রতী হ'তে হবে চাঁদ।

যজ্ঞেশ্বর। কেন মা, তোদের ত এবার ব্রত হ'য়ে গেছে। কেন, রাজা মশায় ত ব'লেছিলেন, আমি খেলেই তাঁর যজ্ঞ পূর্ণ হবে; তবে দে না মা, তোদের যজ্ঞান্ন দে না! আমি যজ্ঞান্ন খেয়ে তোদের যজ্ঞ পূর্ণ ক'রে যাই।

সন্ধ্যাবতী। পাগল ছেলে আর কি? এমন কথা কি ব'ল্‌তে আছে! যজ্ঞ সমাধা হ'ক্, ঋষি, ব্রাহ্মণ ভোজন করুন, তারপর তুমি তাঁদের প্রসাদ পাবে বাবা!

যজ্ঞেশ্বর। না মা, তা হবে না, তা হবে না; তা ব'লে আমি কারও উচ্ছিষ্ট খাব না।

সন্ধ্যাবতী। এতেই বলে ছেলেমানুষ, আরে ছেলেমানুষ! ও

কথা কি ব'ল্‌তে আছে? এখন নাম, বাবা, যজ্ঞপূর্ণ হ'লেই তোমায় এসে আবার কোলে ক'রব মাণিক!

যজ্ঞেশ্বর। তবে যাও মা, আমি তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের যজ্ঞ দেখি (ক্রোড় হইতে অবতরণ)। (স্বগত) আমি স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর যখন রুক্মাঙ্গদের যজ্ঞে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন আর যজ্ঞ পূর্ণ হ'তে বাকী কি আছে? যাই হ'ক এখনও যখন কেউ আমায় চিন্‌তে পারে নাই, তখন আমারও আর কোন পরিচয় দেবার আবশ্যক নাই। কার্য্যকালেই প্রকাশিত হব। আমি ভক্তবৎসল, ভক্তপ্রাণ কেমন, তা আজ উত্তমরূপেই বুঝাব। এখন তামসিক কার্য্যগুলি পর্য্যবেক্ষণ করা যাক্। (ঋষিগণের প্রতি) বলি হাঁ গা মুনিঠাকুররা, কতক্ষণে তোমাদের যজ্ঞ আরম্ভ হবে গা! হাঁগা বল না!

পুষ্প। (স্বগত) আ মলো, ছোঁড়াটা আচ্ছা জেঠা ত! মহারাজ আবার একে পুত্রভাবে গ্রহণ ক'রেছেন! কিছু ব'ল্‌বারও যো নাই। (প্রকাশ্যে) কেন হে বাপু কেন, কেন, কেন?

যজ্ঞেশ্বর। আমি যে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।

পুষ্প। (স্বগত) ওঃ জেঠামশায় দাঁড়াতে পারছেন না—বড় কষ্ট হ'চ্চে! মর্ বেটা, কাঠ কুড়োনীর বেটা চন্দনবিলেস! বেটার স্পর্দ্ধার কথা শোন না! জগতের লোক যজ্ঞ দেখ্‌তে এসে দাঁড়িয়ে র'য়েছে, আর উনি একটু দাঁড়াতে পার্‌ছেন না! মরুক্ গে, আমারই বা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? (প্রকাশ্যে) বশিষ্ঠদেব! তবে আর কালবিলম্বের প্রয়োজন কি?

বশিষ্ঠ। আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? আসুন, সকলেই কার্য্যে লিপ্ত হই।

যজ্ঞেশ্বর। হাঁগা, হাঁগা মুনিঠাকুররা, আমায় কিছু ব'ল্লে না গা? আমায় কিছু ব'ল্লে না গা! (ঋষিগণকে স্পর্শ)।

ঋষিগণ। আঃ আঃ, করিস্ কি! করিস্ কি! আরে আরে, করে কি—করে কি হে? সাবধান, সাবধান মূর্খ বালক!

(প্রহারোদ্যত)।

যজ্ঞেশ্বর। মা, মা, রাজামহাশয়, রাজামহাশয় দেখ না গা! দেখ না ঋষিঠাকুর্‌রা আমায় মার্‌তে আস্‌ছেন।

(রাণীর অঞ্চলধারণ)।

রুক্মাঙ্গদ। ক্ষমা করুন মুনিগণ! এই বালককে আমি পুত্র অপেক্ষা স্নেহ করি। এই বালকের অপরাধ, আমার অপরাধস্বরূপ গ্রহণ ক'রে আমাকে ক্ষমা করুন।

বশিষ্ঠ। আপনি যে আশ্চর্য্য ক'র্‌লেন মহারাজ! এই বালককে শাসন না ক'র্‌লে এই দুর্ব্বৃত্ত শিশু যে কালে মহা অশান্ত হ'য়ে লোকের সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে।

রুক্মাঙ্গদ। সত্য। কিন্তু কি জানি প্রভো! কেমন মায়ার মোহনী-শক্তি, এই বালককে কেহ কোনও কথা ব'ল্‌লে আমার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে। বিশেষতঃ এই শিশু রাণীর মহাপ্রাণ ব'ল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

সন্ধ্যাবতী। ঠাকুর! এই বালকের মুখ দেখেই আমি সকল দুঃখ নিবারণ ক'রেছি। কি মায়াতে এই শিশু আমার

বেঁধেছে, তা ব'লতে পারি না ! মা ভিন্ন এ বালক আর আমায় অন্য ভাবে না ; তাই আমি একে এত ভালবাসি।

গীত

হৃদয় আলো এ সোণার চাঁদ, তাই ত ঋষি ভালবাসি।
গগনের চাঁদ পায় হে সরম, দেখ্‌লে আমার এ কালশশী ॥
নয় গো শুধু কাল ইন্দু, এ দিকেতে দয়ার সিন্ধু,
যেন দীনহীনের প্রাণবন্ধু, মা হ'য়ে চাই হ'তে দাসী।
কাল অঙ্গ এম্‌নি শীতল, যেন কাল যমুনার জল,
কোলে নিলে এ বক্ষঃস্থল, জুড়ায়ে যায় তাপ নাশি ॥

বশিষ্ঠ। যাক্, সকল বিষয়েরই সীমা আছে, কিন্তু এ বালক সে সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছে ; তাই বলি রাজ্ঞি ! সাবধান। এখন কর্ত্তব্যকার্য্যানুরোধে পুনরায় শৌচাচরণ ক'রে ব্রতে ব্রতী হন।

রুক্মাঙ্গদ। যে আজ্ঞা।

সকলে। শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি।

বশিষ্ঠ। তা হ'লে তোমরা নগর-সঙ্কীর্ত্তনে বহির্গত হও।

বৈষ্ণবগণ। যে আজ্ঞা।

(বৈষ্ণবগণের প্রস্থান, ঋষিগণ ও রাজা রাণীর পূজায় উপবেশন ও পূজারম্ভ, মন্ত্রপাঠ, ধ্যানমগ্ন)।

হরিভক্তির প্রবেশ।

হরিভক্তি। প্রভু বিশ্বেশ্বর দেবগদাধর !
প্রণমি হে পরাৎপর, ও রাঙাচরণে। (প্রণাম)।

যজ্ঞেশ্বর। কে মা! হরিভক্তি?

কি মানসে ক'রেছে মা, আগমন?

প্রয়োজন কিবা মাতঃ।

হরিভক্তি। পিতঃ! আসিলাম যজ্ঞ হেরিবারে,

আর সাজাতে তোমারে দেব!

দেখিব নয়নে, যজ্ঞপুষ্পদামে,

শোভে কিবা ও রাঙা চরণ।

মনস্কাম পূরাও শ্রীহরি!

যজ্ঞেশ্বর। কেমনে বাসনা মা গো পূর্ণ হবে তোর?

ঋষিচয়, না চিনে আমায়,

মন্ত্রপূত পুষ্প নিক্ষেপিবে শালগ্রাম'পর,

তবে মাগো! সে বাসনা তোর পূরিবে কেমনে?

হরিভক্তি। তাই ত শ্রীনাথ! আসিলাম যজ্ঞস্থানে।

যজ্ঞপুষ্প ফেলিবে ঋষিরা,

অলক্ষিতে আমি বসি,

দুই করে ধ'রে পুষ্পদাম,

ছুঁড়ে দিব তব রাঙা-পায়।

ফুল মালা তারা দিবে শালগ্রামে,

ভক্তিভরে আমি, তব গলে তুলে দিব জগন্নাথ!

নেহারিব যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর-মূর্ত্তি বিনোদমোহন বেশ।

আরও আশা, যজ্ঞান্ন খাও হে কেমনে,

হেরিব নয়নে প্রভু!

গজ্ঞেশ্বর। হরিভক্তি তুই ন'স্ আমার পৃথক,
তোর অঙ্গে আমার এ দেহ।
পূরা মা বাসনা, যে বাসনা হৃদে জাগে তোর।

(অলক্ষিতভাবে হরিভক্তির উপবেশন, ঋষিদত্ত শালগ্রামোপরিস্থ পুষ্পদাম লইয়া যজ্ঞেশ্বরের পদে প্রদান ও পুষ্পমাল্য লইয়া যজ্ঞেশ্বরের গলে অর্পণ এবং তৎপরে নারায়ণে নৈবেদ্য, দানের সময় যজ্ঞেশ্বর কর্তৃক নৈবেদ্য ভক্ষণ)।

ঋষিগণ। হাঁ হাঁ, করে কি, করে কি হে! দেখ, দেখ! দেখ!

বশিষ্ঠ। কি বিপদ! কি অভ্যাপাত! পাপিষ্ঠ সমস্ত পণ্ড ক'র্‌লে। দেখুন, দেখুন, ঋষিগণ! দেখুন দেখুন মহারাজ! সর্ব্বনাশ হ'ল। যজ্ঞান্ন, যজ্ঞেশ্বর হরিকে আপনি অর্পণ ক'র্‌তে না ক'র্‌তেই ঐ অজ্ঞাতকুলশীল অনাচারী দুর্ব্বৃত্ত শিশু সমুদয়ই উচ্ছিষ্ট ক'র্‌লে। সব পণ্ড হ'ল! এখন কি ক'র্‌তে হয় করুন।

প্লক্ষ। দেখুন, দেখুন। তবু কি একটুকু চৈতন্য আছে? কারেও গ্রাহ্য নাই! নিজের মনে নিম্নস্কন্ধে যজ্ঞান্ন-ভোজনে তৎপর; কি আশ্চর্য্য! এই অনাচারী দেবদ্বেষী পাপাশয় শিশুকে মহারাজ আবার পুত্র-ভাবে গ্রহণ ক'রেছেন! কি ব'ল্‌ব—যাক্ এ আবার কি! দেখুন, দেখুন, ঋষিগণ! আমাদের প্রদত্ত প্রভু হরিণ্যগর্ভ-শিরস্থ যজ্ঞীয় পুষ্প সমুদয় পাপাত্মা পদে দলন ক'র্‌ছে। দেখুন, দেখুন, একটী পুষ্পও নারায়ণের সম্মুখে নাই, আমাদের অলক্ষিতে সকলই গ্রহণ

ক'রেছে। ঐ দেখুন পাপাত্মার গলদেশে প্রভু হিরণ্য-গর্ভের শিরস্থ ফুলের মালা। কি আশ্চর্য্য! নিশ্চয়ই এই পাপাত্মা রাক্ষস-শিশু, সন্দেহ নাই!

গর্গ। তাতে আর সন্দেহ আছে? তা না হ'লে কোন্ চণ্ডালে অনিবেদিত দেবের দ্রব্যের অগ্রভাগ গ্রহণ কর্‌তে পারে? এ নিশ্চয়ই দেবহিংসক রাক্ষস নন্দন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বশিষ্ঠ। তবে আর কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই, এই উড়ুম্বর-দণ্ডের দ্বারাই পাপাত্মার উচ্ছেদ-সাধন কর।

ঋষিগণ। নিশ্চয় নিশ্চয়, রাক্ষস-পুত্র যজ্ঞ নষ্ট ক'র্‌লে! পাপিষ্ঠকে হত্যা কর। (কোশাকুশি ও দণ্ড দ্বারা হননোদ্যত)

যজ্ঞেশ্বর। ছিঃ নিষ্ঠুর ঋষিগণ! আমার এক বৎসরের আশা-নিহিত যজ্ঞান্ন স্থিরভাবে খেতে দিলে না? মা, মা, রাজা মশায়, আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর! ঋষিরা আমায় হত্যা ক'র্‌তে আস্‌ছে! রাজা মশায়! আমি শরণাগত, আমায় রক্ষা কর। (রাজার নিকট আশ্রয়গ্রহণ)।

রুক্মাঙ্গদ। ভয় নাই, ভয় নাই, রুক্মাঙ্গদের রাজ্যে আশ্রিত শরণাগতের প্রাণের কোন ভয় নাই।

সন্ধ্যাবতী। আয় চাঁদ। আমার কোলে আয়। (ক্রোড়ে গ্রহণ) তোর কোন ভয় নাই। ঠাকুর! আশ্রিত বালককে পীড়ন ক'র্‌বেন না।

বশিষ্ঠ। মহারাজ! আমি আজ আপনাদের আচরণে অতিশয় দুঃখিত হ'লাম। ঐ পাপিষ্ঠ শিশু আপনার বহু-শ্রমার্জ্জিত

পবিত্র হরিবাসর-যজ্ঞ নষ্ট ক'রেছে। সমুদায় ঋষিবর্গের অসন্তুষ্টি সাধন ক'রেছে, আপনার ন্যায় মহাত্মার ঐ রূপ কুলাঙ্গারকে আশ্রয় দেওয়া কোন মতেই বিধেয় হয় নাই। এক্ষণে আমরা ব'ল্ছি, শীঘ্রই বালককে পরিত্যাগ করুন, আর না হয় বালককে চিরনির্ব্বাসনদণ্ড বিধান ক'রে পুনর্ব্বার যজ্ঞায়োজন করুন।

রুক্মাঙ্গদ। দেব! আপনার আজ্ঞা চিরদিনই দাসের অলঙ্ঘ্য। দাসের এমন কি শক্তি যে, প্রভুর উক্তি ব্যর্থ করে? কিন্তু প্রভো! আশ্রিত বালক, কি করি বলুন?

সন্ধ্যাবতী। মহর্ষি! এই বালকের অপরাধ শিষ্যের অপরাধ বিবেচনা ক'রে, বালককে ক্ষমা করুন। আমি বাছার চাঁদ-মুখ দেখে, প্রাণের ধর্ম্মাঙ্গদের মায়া ভুলেছি, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।

যজ্ঞেশ্বর। মা, মা, আমাকে ঋষিগণকে দিস্ না রাণি মা! মাগো, কঠিন ঋষিরা আমার বহুদিনের আশার যজ্ঞান্ন আমায় খেতে দিলে না মা!

সন্ধ্যাবতী। না বাবা, কোন ভয় নাই! তোর জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাও দোব, তবু তোকে কারেও অর্পণ ক'রব না।

গর্গ। সাবধান রাজমহিষি! এতদূর স্বাধীনতা বা ঔদ্ধত্য কখন অযোধ্যা-পট্টমহিষী সন্ধ্যাবতীর কর্ত্তব্য নয়। যদি কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়, তাহ'লে কি মনে কর, সমুদায় ঋষি-

বর্গের অপমান ক'রে তোমরা স্বচ্ছন্দে সুখভোগ ক'র্‌বে? না, না, তা কখন হবে না। রাজমহিষি! চন্দ্র-সূর্য্যেরও বেগ রোধ হ'তে পারে, স্রোতস্বিনী তরঙ্গিণীরও গতি ফির্‌তে পারে, তথাপি আর্য্য মহর্ষি সনাতন-ধর্ম্ম-হিতৈষী ঋষিবর্গের বাক্যের গতি কখনই প্রত্যাবৃত্ত হ'তে পারে না। তাই বলি, একটা রাক্ষস-পুত্রের স্নেহে অন্ধ হ'য়ে পরম পদার্থ ব্রাহ্মণের অপমান ক'র না।

রুক্মাঙ্গদ। প্রভো! আপনারা শাস্ত্রবিদ্‌ ও বিধানকর্ত্তা; আপনারাই বলুন, আশ্রিত শরণাগত অনাথ শিশুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? আমি কোন্‌ বিধানে বালককে পরিত্যাগ করি?

ঋষিগণ। কি, কি! আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা? সাবধান, সাবধান রাজন্‌!

রুক্মাঙ্গদ। নয় ঋষি-কোপানলে ভস্ম হব—নয় আপনাদের আজ্ঞা-লঙ্ঘনে চিরদিন অনন্ত-নিরয়ে নিমগ্ন থাক্‌ব, তথাপি এই শরণাগত শিশু, আমার সর্ব্বতোভাবে অপরিত্যজ্য। সংসার একপক্ষ হ'ক্‌, সসাগরা-ধরাবাসী আমার বিপক্ষতা অবলম্বন করুক, ব্রহ্মশাপে সূর্য্যবংশ রসাতলে যাক্‌, ক্ষতি নাই, তথাপি আশ্রিত শিশো! তুমি আমার সর্ব্বতোভাবে অপরিত্যজ্য। কেন বালক, তোমার মলিন মুখ? ভয় নাই! রুক্মাঙ্গদ, প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য পাগল। প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য ঋষিকোপানলে আমার প্রাণ গেলেও তুই আমার

হৃদয়ের হার হ'য়ে থাকবি। তোকে বুকে রেখে অনায়াসে সে অনলের দারুণ দাহন সহ্য ক'রতে পারব। তথাপি ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য, প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য, বংশের সম্মান-বৃদ্ধির জন্য, তুই আমার সর্ব্বতোভাবে অপরিত্যজ্য।

প্রজ্ঞ। নরাধম! তাই তুই ঐ কুলদগ্ধকারী চণ্ডাল-শিশুকে ল'য়ে ধর্ম্মের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিস্তার ক'রতে থাক্। কিন্তু তোর অদৃষ্টের ভাবষ্যৎ ছবি অতীব ভয়ঙ্কর। তাই বলি—তোর মঙ্গলের জন্য এখনও ব'লি, তুই বালককে পরিত্যাগ কর্।

রুক্মাঙ্গদ। কিছুতেই তা পারব না। যদি সর্ব্বস্ব যায়, যদি এই মুহূর্ত্তে রুক্মাঙ্গদের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়, তথাপি এই আশ্রিত বালককে কিছুতেই পরিত্যাগ ক'রতে পারব না।

ঋষিগণ। কি! পুনঃ পুনঃ আমাদের অপমান! রাজন্! রাজন্! সর্ব্বনাশ হ'ল! সর্ব্বনাশ হ'ল! উৎসন্ন যাও! আর এ স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নয়। (গমনোদ্যত)।

সন্ধ্যাবতী। ঠাকুর, যাবেন না, যাবেন না! আমরা আপনাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রছি। তপোধন! শান্ত হ'ন, পায়ে ধরি, রোষ সম্বরণ করুন! (পদধারণ)।

ঋষিগণ। আর না, আর না রাণি! যথেষ্ট হ'য়েছে। পাপিষ্ঠ বকধার্ম্মিক! উৎসন্ন যাও, উৎসন্ন যাও, চল হে চল! উৎসন্ন যাও, উৎসন্ন যাও। (গমনোদ্যত)।

রুক্মাঙ্গদ। যাবেন না, যাবেন না, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন। যদি ব্রহ্মশাপেই এ অভাগার দুর্ভাগ্য ঘটল, যদি চিরদিনের জন্যই

নরাধম, রুক্মাঙ্গদকে নিদারুণ মর্ম্মানলে পুড়্তে হ'ল, যদি সাধের হরিবাসর এইরূপেই উৎসর্গ হ'ল, তা হ'লে আর কেন, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, যার জন্য এত ক্রোধ, যার জন্য পুত্রধন চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন, যার জন্য আত্মীয়-স্বজনের নিকট লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা, আজ সেই হরিবাসর-যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে এই পাপাত্মার জীবন-মহাযজ্ঞের পূর্ণাবসান দর্শন ক'রে যান। মহিষি! এস, আজ সময় হ'য়েছে। অনেক ব্যথা পেয়েছ, অনেক লাঞ্ছনা ভোগ ক'রেছ, আজ তার সকল শান্তি উপস্থিত। যজ্ঞানল এখনও জ্ব'ল্ছে, সেই সঙ্গে ঋষি-ক্রোধানলও নিদারুণভাবে প্রজ্জ্বলিত হ'য়েছে, তখন আর অপেক্ষা কেন? আজ ব্রহ্মরূপী ব্রাহ্মণগণকে সম্মুখে রেখে, জীবনের সকল সাধ পূর্ণ করি এস; জীবন দিয়ে আশ্রিত শিশুকে রক্ষা করি এস। সতি! আর কাল-বিলম্ব ক'র না। বাবা যজ্ঞেশ্বর! কোন ভয় নাই, আজ মৃত্যুর সময় তোমায় আমি এই অযোধ্যা-রাজ্য দান ক'রে যাচ্চি, কি জানি, কোন্ মোহিনী-মায়ায় তুমি আমায় বেঁধেছ! বাপ্ আমার, চ'ল্লাম, তুমি আমার রাজ্যে থেকে রাজরাজেশ্বর হ'য়ে এই অযোধ্যা-রাজ্য শাসন কর। মহিষি! আর কেন?

সন্ধ্যাবতী। আর না, আর না, প্রস্তুত হ'য়েছি, বেস সময় উপস্থিত হ'য়েছে, আজ সাধের হরিবাসর-যজ্ঞে জীবনের মহাযজ্ঞ পূর্ণ হবে। এস নাথ, এইবার বেস হ'য়েছে! নাম বাবা—যজ্ঞেশ্বর রে! সকল আশাই এবার মিটল। (নামাইয়া

দিয়া) তুই বাবা, আমার সম্মুখে এসে দাঁড়া। ঋষিগণ! পদধূলি দিন! (পদধূলি গ্রহণ) এত দিন হৃদয়ে বড় আগুন জ্বল্‌ছিল, আজ সে আগুন নির্ব্বাপিত হবে। যজ্ঞানল জ্বল্ জ্বল্! হু হু ক'রে জ্বল্! বড় জ্বালায় জ্বল্‌ছি। এস নাথ, এইবার—

রুক্মাঙ্গদ। পূর্ণব্রহ্মময় পুরুষোত্তম হরি হে। দীনবন্ধু প্রাণময় হরি হে! আজ জীবনের শেষ দিন। নাথ! বড় আশাই হৃদয়ে ধ'রেছিলাম যে, আজ যজ্ঞে তোমার বিনোদমোহন বেশ দেখ্‌ব, চূড়া-ধড়া পীতাম্বরপরিশোভিত নবজলধর দ্বিভুজ কৃষ্ণমূর্ত্তিতে বামে স্থিরা-সৌদামিনী ক্ষিরোদনন্দিনী জগজ্জননী রমাকে ল'য়ে দাঁড়াবেন, আমি নির্নিমেষলোচনে দেখ্‌ব। সকল আশাই অন্তরে রৈল নাথ! এখন ত চ'ল্লাম, উপায় ক'র নারায়ণ! অকূল ভবসাগর! কূল নাই! উত্তাল ভবতুফান! পার ক'র্‌বার কেউ নাই হরি! তরী ল'য়ে দাঁড়াও কর্ণধার! জ্বল্, যজ্ঞানল দ্বিগুণশিখায় জ্বল্। দেখুন ঋষিগণ! দেখুন গগনবিহারী গ্রহকুল! দেখুন বিশ্বেশ্বর বিশ্বম্ভর কেশব! আশ্রিত পালনের জন্য, প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য ধর্ম্মের জন্য, রুক্মাঙ্গদ ছার জীবন বিসর্জ্জনে বিন্দুমাত্র কাতর নয়। মহিষি! এস, হরি বল, হরি বল! হরিবোল!

সন্ধ্যাবতী। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। (উভয়ে যজ্ঞানলে প্রবেশোদ্যত, সহসা যজ্ঞেশ্বরের বিষ্ণুমূর্ত্তিতে প্রকাশ ও লক্ষ্মীর আবির্ভাব, যজ্ঞান্ন লইয়া হরিভক্তির বিষ্ণুর মুখে প্রদান)।

বিষ্ণু। কোথায় যাবি চাঁদ! যজ্ঞানলে আমরা প্রাণ দিচ্চি, ঋষিগণকে তোমরা শান্ত কর। ওরে আমি যজ্ঞেশ্বর বালক যে তোর যজ্ঞেশ্বর হরি! তোর ব্রত পূর্ণ হ'য়েছে রুক্মাঙ্গদ, তোর ব্রত পূর্ণ হ'য়েছে। আর তোকে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌তে হবে না।

রুক্মাঙ্গদ। বাবা যজ্ঞেশ্বর! তোর মনে যে এত ছিল, তা কে জান্‌ত বাবা! রাণি! দেখ দেখ, কোন্ চাঁদকে এতদিন তুমি বুকে রেখেছিলে! সেই চাঁদ আজ কোন্ চাঁদ দেখ দেখ! বাবা যজ্ঞেশ্বর, উপায় কর।

সন্ধ্যাবতী। আয় চাঁদ, একবার তোকে কোলে করি আয়।

বিষ্ণু। কেন মা তোমার ত সে বাসনা মিটিয়েছি।

ঋষিগণ। একি, একি, সহসা একি মূর্ত্তি! নারায়ণ! নারায়ণ। রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!

বিষ্ণু। কেন ঋষিগণ ভীত হ'চ্চেন, আপনারা শুদ্ধাচারী ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আপনাদের আবার ভয় কি?

বশিষ্ঠ। প্রভো! আমরা অজ্ঞানান্ধ! আপনার মায়া বুঝ্‌তে আমাদের কি সাধ্য আছে নারায়ণ! অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। বৎস রুক্মাঙ্গদ! তুমিই ধন্য, তোমার অসীম ভক্তিবলে আজ আমরা পূর্ণব্রহ্মের সাক্ষাৎ পেলাম। আহা হা, কি মধুর, কি মধুর মূর্ত্তি!

"জয় জয় যদুকুল জলনিধি চন্দ,
ব্রজকুল গোকুল আনন্দ-কন্দ।"

গর্গ। "উজ্জ্বল জলধর শ্যামল অঙ্গ,
হেলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ।"

প্লক্ষ। "মূরতি মদন-ধনু ভাঙ বিভঙ্গ,
বিষম কুসুম-শর নয়নে তরঙ্গ।"

রুক্মাঙ্গদ। "চূড়ায়ে উড়য়ে মত্ত ময়ূর শিখণ্ড,
টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড।"

সন্ধ্যাবতী। "সুধুই সুধাময় মুরলীবিলাস,
জগজন মোহন মধুরিম হাস।"

বিদূষক ও রাইধোপানীর পুনঃ প্রবেশ।

বিদূষক। ধোপানি! দেখ্ দেখ্, তোর কথাই সত্যি হ'য়েছে, ঐ দেখ্ কেলেঠাকুর—এসেছে। দেখ্ দেখ্!

"অবনীবিলম্বিত গলে বনমাল,
মধুকর ঝঙ্কুরু ততই রসাল।"

রাইধোপানী। আমরি মরি রে! রূপের বালাই নিয়ে মরি রে! কি মনমজান রূপ রে! কোথায় যাই রে! আঁখি দেখ্ রে! বুকে তোর ঐ মূর্ত্তি জাগা রে! পরাণ মাত্রা রে! আর দেখ্তে পারি না রে! দেখে নে রে!

"তরুণ অরুণ রুচি পদ-অরবিন্দ,
নখমণি নিছনি ভুবন-আনন্দ।"

হরি, হরি, হরি! রেখ' পায়ে হরি। বাসনা মিটাও হরি! (উপবেশন ও চক্ষুঃ মুদ্রিতকরণ) এস, এস, বঁধু হে, এস এস!

আসন পেতেছি! বোস বোস বোস! এসেছ? এই রাই-ধোপানীর আঁধার ঘর জ্বলে উঠেছে! মাণিক এসে জ্বলে উঠেছে! এসেছ, বসেছ! বোস বোস বোস! তবে আমি আসি। (সমাধিপ্রাপ্ত হওন)।

লক্ষ্মী। এস প্রেমের প্রেমিকা রাই, তুমি প্রকৃত বৈষ্ণবী, এস তোমায় ল'য়ে বৈকুণ্ঠে যাই। তবে আসি নাথ!

[রাইধোপানীর দিব্যমূর্ত্তির সহিত হরিভক্তিরসহ প্রস্থান।

বিষ্ণু। যাও, যাও রাই! যাও যাও প্রাণপ্রিয়া রাই, আমার আনন্দকুটির বৈকুণ্ঠে আরামে থাক গে রাই। ঐ আরাম-রথ এসেছে! যাও রাই; আমিও যাচ্ছি।

বিদূষক। অ্যাঁ অ্যাঁ, কি হ'ল! আমার ধোপানী ম'ল না কি? হাঁ রে কেলেঠাকুর! কি ক'রলি! আমার কি ক'র্‌লি? আমার ধোপানীকে তুই নিলি? হায় হায়, সতীসাধ্বী আমার চলে গেল! নারায়ণ! কি ক'রলে? আমার উপায় কি ক'রবে কর? নৈলে তোমার পায়ে মাথা কোড়াকুড়ি ক'রে রক্তারক্তি হ'ব! আমি ম'র্‌ব! আমার সংসারে কেহই নাই! একমাত্র বাল্যের বন্ধু, যৌবনের সঙ্গিনী, বার্দ্ধক্যের যষ্টি আমার রাইধোপানী, তাও নিলে? তাকেও দিলে না? কে তোমায় দীনবন্ধু বলে? কে তোমায় অনাথতারণ বলে? বংশীবদন! আমার উপায় কর, নৈলে আমি তোমায় কিছুতেই ছাড়্‌ব না।

বিষ্ণু। আমিই তোমার উপায় বিদূষক! অন্ধ, তুমি আমায় যষ্টি কর, যেমন ধোপানীকে ভালবেসে ছিলে, আমায় তেমনি ভালবাস।

বিদূষক। তাহ'লে তুমিও আবার ধোপানীর মত ছেড়ে পালাও। না, কেলেমাণিক! তা হবে না, হতভাগ্য ব্রাহ্মণের তুমি একটা উপায় ক'রে দাও!

বিষ্ণু। অবশ্যই তোমার উপায় হবে।

অন্তরালে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। হায়, হায় হায়, যজ্ঞ পূর্ণ হ'য়ে গেছে নাকি?
তাই ত দেখ্‌ছি?
উহু, উহু, নিদারুণ গাত্রজ্বালা পশিল হৃদয়ে!
আর নাই আশা, আর নাই তৃষা স্বর্গ-সিংহাসনে!
সামান্য মানব সাধনের বলে আজ স্বর্গ-অধিপতি!
কি করি এখন, যজ্ঞ নষ্টে এত আয়োজন,
সব ব্যর্থ হ'ল!
ছলনা চাতুরী, কিছু রাখিল না হরি।
কি করি এখন? আজি যজ্ঞস্থল দিব রসাতল।
অলক্ষিতে সাধিব সে অসাধ্য-সাধন।
যাও বজ্র, যাও বজ্র কালানল প্রায়,
ভস্মসাৎ কর অযোধ্যায়,
অসহ্য অসহ্য, যাও বজ্র কালানল প্রায়।

(বজ্রনিক্ষেপণ)।

সকলে। একি একি, সহসা একি ভীষণ শব্দ!

ইন্দ্র। যাও বজ্র—যাও বজ্র কালানল প্রায়। (বজ্রনিক্ষেপণ)

রুক্মাঙ্গদ। একি একি মুহুর্মুহু বজ্রের পতন!

কহ নারায়ণ! এ কোন্ বিচিত্র লীলা তব?

ইন্দ্র। যাও বজ্র, যাও বজ্র কালানল প্রায়। (বজ্রনিক্ষেপণ)।

ঋষিগণ। যাই মহারাজ, যাই মহারাজ! রক্ষা কর, রক্ষা কর—ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি মধুসূদন। (কম্পন)।

ইন্দ্র। যাও বজ্র, যাও বজ্র কালানল প্রায়।

[বজ্রনিক্ষেপণ ও প্রস্থান।

ঋষিগণ। যাই, যাই—ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন।

[বেগে প্রস্থান।

বিদূষক। ও বাবা রে! চারিদিকে বিদ্যুৎ চক্‌রাচ্চে! ঐ, ঐ এলো! ঐ বুঝি আমার সাধের ধোপানী ক'ড়ে আঙুল দেখাচ্চে! ঐ যে চক্‌চক্ কর্‌ছে! ও বাবা, চারিদিকেই যে আগুন! ও বাবা রে—

[বেগে প্রস্থান।

রুক্মাঙ্গদ। একি প্রভো! একি জগন্নাথ! সহসা কি প্রলয়ারম্ভ হ'ল! ও কি, ও কি ও কি! চারিদিকেই যে অগ্নি পরিবেষ্টন ক'র্‌লে! একদিকে ধূমোদ্গীরণ, অন্যদিকে অগ্নিবর্ষণ! ব্যাপার কি নারায়ণ! ও কি! ও কি! দেবরাজ ইন্দ্র নয় অত ক্ষিপ্রবেগে যাচ্চেন কেন? নারায়ণ! নারায়ণ

শীঘ্র এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করুন। রাজ্য যায় যায় হ'তে ব'সেছে, গো-ব্রাহ্মণ সকলই হত্যা হ'ল!

বিষ্ণু। দুরাত্মা ইন্দ্রের এখনও বাসনা পরিতৃপ্ত হয় নাই! এখনও দুরাচার আমার পরম ভক্তের অনিষ্টাচরণে নিযুক্ত! ছিঃ স্বার্থপর ইন্দ্র! ছিঃ পরহিংসক! এই জন্যই তুমি সংসারে বারবার অপমানিত হও। বৎস! এ রহস্যের বিবরণ তোমায় আর কি ব'ল্‌ব, দুরাত্মা ইন্দ্রই তোমায় এই সকল যন্ত্রণা দিবার মূল কারণ।

রুক্মাঙ্গদ। কারণ কি হরি!

বিষ্ণু। হিংসকের হিংসাই বৃত্তি! যজ্ঞপূর্ণ ক'রে পাছে তুমি তার স্বর্গসিংহাসন অধিকার কর, তজ্জন্যই তার এই প্রতিহিংসা।

রুক্মাঙ্গদ। অহো! এই কি দেবরাজের উচিত কার্য্য? এই কি দেবতার কর্ম্ম? দেবগণ কোথায় মানবের ধর্ম্ম-কর্ম্মের সহায়তা ক'রবেন, তা না ক'রে তার প্রতিহিংসা! আমি এই দণ্ডেই পাপাত্মা ইন্দ্রের কলুষিত কার্য্যের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান ক'রব। আজ পাপিষ্ঠের কিছুতেই অব্যাহতি নাই। দীনবন্ধু হরি, সহায় হও। আজ আমি প্রতিজ্ঞা ক'রলাম যে, যে দুর্বৃত্ত আমাকে এতাদৃশ যন্ত্রণা দিবার মূলীভূত, তাকে অদ্যই বিলক্ষণ শাস্তি দোব। দুরাচার শঠ ইন্দ্র! দুরাত্মন্! আজ তোর আর কিছুতেই নিস্তার নাই। কে কোথায়? সজ্জিত হও। যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও,—রণ-দুন্দুভি বাজাও।

ঐ দেখুন, ঐ দেখুন, এখনও দুরাচার গুপ্তভাবে বজ্রক্ষেপণের উপক্রম ক'র্‌ছে! হরি, বিদায় দিন, মহিষী রৈল দেখ্‌বেন।

[বেগে প্রস্থান।

বিষ্ণু। যাও মা, পতিব্রতা সতী! এবার নিশ্চিন্ত-মনে গৃহে থাকুন গে।

সন্ধ্যাবতী। তুই কোথায় যাবি বাবা! তুই যে আমার যজ্ঞেশ্বর! তুই যে আমার ছোট ছেলে।

বিষ্ণু। আহা মাগো! মহামায়ার মায়া কি এইরূপই মা! কেন মা অধীরা হ'চ্চ, আমি যদি তোমার চোখে চোখে থাকি, তা হ'লে তুমি আমায় ছেড়ে দেবে কি না বল?

সন্ধ্যাবতী। সে আবার কেমন বাবা?

বিষ্ণু। এই আমি এখন যাব, আবার তুমি যখনই ডাক্‌বে, তখনি আস্‌ব।

সন্ধ্যাবতী। আমি যে তোরে দিন রাত্রি বুকে ক'রে রাখ্‌ব বাবা! তবে তুই কেমন ক'রে যাবি?

বিষ্ণু। আমি তোমার উপায় ক'রে যাব। তা হ'লে তুমি এখন আমায় কোলে করে বাড়ীতে নিয়ে চল্‌ মা! দুষ্ট ঋষিরা আমায় ভাল ক'রে যজ্ঞান্ন খেতে দেয় নাই মা, তুমি আমায় ভাল ক'রে রেঁধে খাওয়াবে চল মা।

[বিষ্ণুকে কোলে করিয়া সন্ধ্যাবতীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্দাকিনী-পুলিন।

যুদ্ধ করিতে করিতে রুক্মাঙ্গদ ও
দেবগণের প্রবেশ।

রুক্মাঙ্গদ। আজি শ্রীহরি-বাসরে,
ইন্দ্রমেধ মহাযজ্ঞ সংসাধিবে রুক্মাঙ্গদ।
সাবধান ইন্দ্র! জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে,
প্রবেশিলে না পাবি নিস্তার কভু।

দেবগণ। রক্ষঃ রক্ষঃ মোরে।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। কে কোথায় আছ, রক্ষা কর রক্ষা কর! স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্রকে আজ রক্ষা কর। হরিভক্ত রুক্মাঙ্গদের

তীব্র বাণে সর্ব্ব শরীর জর্জ্জরিত। পরিত্রাহি! পরিত্রাহি পরিত্রাহি! কোথায় এলাম! কই এখানে ত কেউ নাই! এ কি কৈলাস? কৈলাসই ত বটে। কোথায় হে কৈলাস-পতে ব্যোমকেশ বিধুশেখর অনাদি ভূতনাথ! আজ অতি বিপদেই প'ড়েছি প্রভো! প্রসীদ—প্রসীদ—প্রসীদ!

গীত

প্রসীদ পরমাগতি হে পশুপতি সুন্দর।
পবিত্র পুরুষোত্তম পুরাণ পরমেশ্বর॥
শিব শিব কল্পতরু স্বয়ম্ভু শশিশেখর,
শরণাগত ভীতিনাশ শঙ্কা হর হে শঙ্কর॥
বিশ্ব আদ্য বিশ্ব-বীজ বরাভয় কর-ধ্বজ,
বৃষরাজবাহন হে বামদেব বিশ্বেশ্বর॥
দরিদ্র-দুঃখ-দাহন দুর্জ্জয় দৈত্যদলন,
দেব দেব মহাদেব দুর্গেশ দুরিত-হর॥
গুরু-গরলহারণ গোপীশ গতি গীর্ব্বাণ,
গিরিরাজ-সুতা-নাথ গিরিশ গঙ্গাধর॥

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। কৈলাস-তোরণে কে রে, শিবশম্ভো ব'লে হরের যোগাসন কম্পিত ক'রছিস্?

ইন্দ্র। হতভাগ্য পুরন্দর। অধম, প্রভুর দাস, কিঙ্কর। অধীন শরণাগত, আশ্রিত, রক্ষা করুন।

মহাদেব। কে ও দেবরাজ ইন্দ্র! বৎস, কি জন্য?

ইন্দ্র। প্রভো! হরিভক্ত রুক্মাঙ্গদ স্বর্গসিংহাসন অধিকার ক'রেছে, আমায় হত্যা করবার জন্য আক্রমণ ক'রছে! ঐ বুঝি এল! চারিদিকে সৈন্য! প্রভো! রক্ষা করুন। (কম্পন)

মহাদেব। বৎস! সকল বুঝ্‌লাম কিন্তু তুমি প্রথমে তার সহিত অতীব অন্যায় ব্যবহার ক'রেছ! এখন আর অন্য উপায় কি? বিশেষতঃ রাজা রুক্মাঙ্গদ পরম হরিভক্ত, তুমি হরিভক্ত-দ্বেষী। আমি হরিভক্তদ্বেষী পাপিষ্ঠের মুখাবলোকন করি না। আমার অভয়-আশা পরিত্যাগ কর, অন্য আশ্রয় অবলম্বন করগে।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! বিশ্বেশ্বর! আর উপায় নাই। পরিত্যাগ ক'র্‌লেও অধম পদাশ্রয় ত্যাগ ক'র্‌বে না।

[বেগে প্রস্থান!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ব্রহ্মলোক।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। প্রলয় হ'ল! বামদেব বাম হ'লেনা আর রক্ষার উপায় নাই! বেগে পদে গিয়ে পড়্‌লেম, পদাশ্রয় পেলাম না।

একি, কোথায় এলাম? এ যে দেখ্‌ছি ব্রহ্মলোক! কোথায় লোক-পিতামহ! কোথায় বিশ্বসৃষ্টিকর বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা! কোথায় প্রভো! শিবলোকে গিয়ে শিবের আশ্রয় পেলেম না, রক্ষা করুন।

ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা। কেন ইন্দ্র, বৃথা অনুতাপ ক'রছ? তুমি রাজা রুক্মাঙ্গদের বিরুদ্ধের কি না ক'রেছ বল দেখি? কৃতকার্য্যের অনুশোচনা এইরূপেই ভোগ ক'র্‌তে হয়। এখন আশ্রয় প্রার্থনা করা, তোমার যে কত ভুল, তা কি বুঝ্‌তে পারছ না? আমি কিরূপে তোমায় আশ্রয় প্রদান ক'র্‌ব? সে হরিভক্ত, হরিভক্তের বিরুদ্ধে আমাদের কোন কার্য্য ক'র্‌বার অধিকার নাই। অন্য আশ্রয় অবলম্বন কর গে।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। হায়, হায় বুঝ্‌লাম, এবার হতভাগ্যের মৃত্যু ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই! পিতামহ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!

[প্রস্থান।

ব্রহ্মা। (নেপথ্যে) আমি হরিভক্তদ্বেষীর মুখদর্শন করি না।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গোলোক।

বিষ্ণু ও ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। গদাধর! আপনি স্বয়ং পতিতপাবন, পতিতকে উদ্ধার করেন ব'লেই হতভাগ্য সিংহাসনচ্যুত ইন্দ্র, আজ আপনার শ্রীপদে পতিত—রক্ষা ক'রতে হবে। আপনি ভিন্ন অগতির গতি, অধমের আর অন্য গতি নাই।

বিষ্ণু। দেবরাজ! তুমি জান, আমি ভক্তের জন্য যুগে যুগে দেবশরীর পরিত্যাগ ক'রে, ঘৃণিত শরীরে অবনীতে অবতীর্ণ হই। তুমি জান যে, আমি আমার অপেক্ষা ভক্তের সম্মান বৃদ্ধির জন্য হৃদয়ে ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ ক'রেছি। তুমি জান যে, সেই অযোধ্যার রাজা রুক্মাঙ্গদ আমার পরমভক্ত। তুমি আমার ভক্তকে বিনা কারণে কত না যন্ত্রণা-দান ক'রেছ বল দেখি? এখন সেই রুক্মাঙ্গদ সাধন-বলে ত্রিজগতের অধিকারী। সে শক্তি আমিই যে-তা'কে দান ক'রেছি এমন কি এখন যদি তার বাসনা-পূর্ণের জন্য আমায় আমার সাধের বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ ক'রে বনবাসী হ'তে হয়, আমি তাতেও স্বীকৃত। বৎস! তোমার অনুরোধ আমি কিছুতেই রাখ্‌তে পার্‌ব না। তুমি বৃথা আমায় অনুরোধে অনুরুদ্ধ ক'র্‌ছ, বৃথা আমার নিকট রোদন ক'র্‌ছ। ব'ল্‌তে বাধা

নাই, তুমি যখন আমার ভক্তের প্রকৃত-শত্রু, তখন তুমিও আমার শত্রু। তুমি এখন আমার অধীন ব'লে আমি তোমার দণ্ডবিধান ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হ'চ্চি; তা না হ'লে ইন্দ্র! হরিভক্তের শত্রু এতক্ষণ হরির নিকট দণ্ডায়মান হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌ত না। যাক্‌, এখন তোমার মঙ্গলের জন্য ব'লছি, রুক্মাঙ্গদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর গে। ক্ষমাশীল হরিভক্ত কখনই ক্ষমাপ্রার্থীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার ক'র্‌বে না।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। এ জীবন থাক্‌তে কারও নিকট ক্ষমা চাইতে পার্‌ব না। ধিক্‌ হরি, ধিক্‌ তোমায়! ধিক্‌ শিব, ধিক্‌ তোমায়! ধিক্‌ পিতামহ, ধিক্‌ তোমায়! আশ্রিত শরণাগতকে কেহই রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে না! এ জীবন এবার মন্দাকিনী-জলে পরিত্যাগ ক'রে এ অপমানের জ্বালা নির্ব্বাণ করি গে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মন্দাকিনী-পুলিন।

সাবিত্রী, দুর্গা, লক্ষ্মী ও করুণার প্রবেশ।

লক্ষ্মী। সাধে কি মা, আমি হরিদ্বেষিনী হ'য়েছি! এই আমার এক অভাগিনী মেয়ে, এর জন্য আমি পায়ে ধ'রেছি, কত

অনুরোধ ক'রেছি, তোমার দয়াল হরি একবার মুখ তুলে চেয়ে দেখ্‌লেন না!

দুর্গা। অভিমানিনি! এই জন্যই বুঝি তোমার অভিমান হ'য়েছে? আচ্ছা, অতটা উথলা হ'ও না! আমার সঙ্গে ঠাকুরের দেখা হ'লে, আমি নয় বুঝিয়ে শুঝিয়ে ব'লব, আমিও একবার অনুরোধ ক'র্‌ব, আর সেই সঙ্গে নয় তামাসা ক'রে ব'ল্‌ব যে, হরি! আমার লক্ষ্মী মেয়ের উপর তোমার এত রাগ কেন?

সাবিত্রী। তোমার ছেলেমানুষ গোপাল এখনও খেলা ভুল্‌তে পারেন না মা! তাই খেলার ছলে তোমার লক্ষ্মী মেয়েকে চটিয়ে দিয়েছেন। পাগলী-মেয়ে মহা চটে গিয়েছে।

লক্ষ্মী। না মা, বড় ঘৃণা হ'য়েছে। জগতের জীব একবার হরি ব'লে মনের আশা মিটিয়ে নেয়, আর আমার হরি আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বেন না? তবে বল্‌ না মা, কেন হরিনাম ক'রে এ অলকা, তিলকা মুছে ফেল্‌তে দোষ কি মা!

দুর্গা। ছিঃ দুষ্ট মেয়ে! অমন কথাও মুখে আনে? স্ত্রী-পুরুষের রাগ কতক্ষণ থাকে?

লক্ষ্মী। ওমা, এ হর-পার্ব্বতীর ঝগড়া নয় মা, হর পার্ব্বতীর ঝগড়া নয়। বাবা আমার ভোলানাথ, তাঁর রাগ কি কারও উপর অধিকক্ষণ থাকে? তুমি মনে ক'রেছ বুঝি আমাদের ঝগড়া শীঘ্র শীঘ্র মিটে যাবে? কুচক্রী কুটিল

হরি তোমার সরল নয় মা! সে বড় প্রাণে দাগা দেয়, কুঘটে ফিরায়, জীবকে পথে বসিয়ে কাঁদায়, অবলাকে মাজায়।

দুর্গা। বড় তোর রাগ হ'য়েছে, কেমন নয়? চল্ চল্, এখন মন্দাকিনীতে স্নান ক'রে কৈলাসে যাই চল্। তার পর আমি নন্দীকে দিয়ে হরিকে কৈলাসে আনৃব এখন! তার পর কথা! তাঁর এত সাহস যে, আমার লক্ষ্মী মেয়েকে তিনি চটান? চল মা চল।

সাবিত্রী। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, অনেক দিন পশু-পতিকে দেখি নাই, যাবার সময় তাঁকে আজ দেখে যাব।

(সকলে গমনোদ্যত)

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। (স্বগত) একি পথিমধ্যে একি! কৈলাসবাসিনী জগজ্জননী মা দুর্গা নয়? তবে কি আজ সুপ্রভাত হ'ল? (প্রকাশ্যে) মাগো শিবময়ি! জগদ্ধাত্রি! হর মনোমোহিনি! সর্ব্বদেবপরিত্যক্ত রাজ্যচ্যুত দেবাধম ইন্দ্র তোর শ্রীপদে শরণাগত, রক্ষা কর্ মা, রক্ষা কর্। লজ্জায় অভিমানে এই প্রাণ মন্দাকিনী জলে ত্যাগ ক'র্তে এসেছি মা! এখন তোর পদ-তরণী দেখ্‌তে পেলাম! ছিন্ন আশা আবার জোড়া লাগ্‌ল! আবার ঘোর অন্ধকারে তোর করুণার জ্যোৎস্না দেখ্‌তে পেলাম। রক্ষা কর্ মা, রক্ষা কর। (পদধারণ)

দুর্গা। স্নেহের ইন্দ্র! কি হ'য়েছে বাছা?

ইন্দ্র। হরিভক্ত রুক্মাঙ্গদ আমার রাজ্য হরণ ক'রেছে। আমার প্রাণ-হত্যার জন্য সৈন্য ল'য়ে আক্রমণ ক'র্‌ছে। শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু সকলেরই নিকটে আশ্রয় ভিক্ষার জন্য গিয়েছিলাম; মা, কেউ আশ্রয় দিলে না, কেউ সদয় হ'ল না, তুই এখন রক্ষা কর্ মা!

দুর্গা। হা পাগল! দেব দেব মহাদেব, পিতামহ ব্রহ্মা, গোলক-পতি হরি যার প্রতি বিরূপ, আমি কি তার প্রতি প্রসন্ন হ'তে পারি? বিশেষতঃ তুমি হরিভক্তদ্বেষী, আমি পরমা-বৈষ্ণবী, হরিভক্তের দাসী। ছিঃ ইন্দ্র, আমার আশ্রয় প্রার্থনা ক'র্‌ছ কেন? তাহ'লে যে হরিভক্তগণ আর কেউ আমার মুখাবলোকন ক'র্‌বে না ইন্দ্র! ও দুরাশা পরিত্যাগ কর। আয় মা তোরা। [প্রস্থান।

ইন্দ্র। দূর পাষাণি! এত অনুনয় ক'র্‌লাম, তবু তোর পাষাণ প্রাণে একটুকু দয়া এলো না? তুই কে মা? কে মা জগৎ-প্রসবিত্রি! কল্যাণি! মা সাবিত্রি! মাগো! আমি অতি বিপদগ্রস্ত, তুই আমায় রক্ষা কর্ মা! (পদতলে পতন)

সাবিত্রী। ইন্দ্র, পরচর্চ্চায় তোমার পবিত্র মন নিতান্ত কলুষিত হ'য়েছে। এমন কি, তুমি আর স্বর্গ-সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী নও। তুমি একজনের শত্রুতা ক'রেছ, এখন সে তোমার শত্রুতা ক'র্‌ছে! তুমি দোষী, সে নির্দ্দোষী, তাতে আমরা তোমার সহায়তা ক'র্‌ব? এ দুরাশা ত্যাগ কর, তুমি অন্য স্থানে গমন কর।

ইন্দ্র। কোথায় যাব মা! তবে মন্দাকিনীর জলে প্রাণত্যাগ করি?

সাবিত্রী। হরিভক্তদ্বেষীর মৃত্যুই মঙ্গল। তুই আয় মা।

ইন্দ্র। হায় হায়, সকলেই বিরূপ হ'লেন? তবে আর কেন, ঐ মন্দাকিনীর স্রোত প্রবাহিত হ'চ্চে, এই পাপপ্রাণ এবার মিশাই। মাতর্গঙ্গে! শৈলসুতা-সপত্নি! পতিত-উদ্ধারিণি! মাগো! তোর পবিত্র বক্ষে অনেক পাপীতাপী উদ্ধার হ'য়েছে মা! অধম ইন্দ্রের আজ উপায় কর্। (পতনোন্মুখ)

গীত

বন্দে মাতর্গঙ্গে। প্রার্থয়ে ভবতি,
ভাগীরথীং মম দুষ্কৃতি কুমতি কলাপং নাশ মা করুণাপাঙ্গে।
যেন তব তটে থাকি, গঙ্গা গঙ্গা ব'লে ডাকি,
তব বারি অঙ্গে মাখি, তব নাম-প্রসঙ্গে॥
তট নিকট কমঠ, কিম্বা যদি হই ক্ষীণ শরট,
চাহি না রাজমুকুট, তব দূরাপাঙ্গে॥
কে জানে তব মহিমা, সাগরবংশ তারিলে মা,
বাড়ালে ভগীরথের মহিমা, প্রদানে পদারবিন্দে।
তব সলিলমমলং যেন চ পীতং বিষ্ণুপদং,
মাতঃ খলু তেন গৃহীতং মহেশ-মৌলিসঙ্গে॥

লক্ষ্মী। (ধারণপূর্ব্বক) ছিঃ ইন্দ্র, আত্মনাশে উদ্যত হ'য়েছ কেন? তোমার মনে এত কি অভিমান হ'য়েছে যে, আমায় কোন কথা ব'ল্লে না?

ইন্দ্র। কে মা, ক্ষীরোদকুমারি লক্ষ্মি! কেন মা! উপহাস ক'র্ছ? তোমার হরির নিকটও আশ্রয় ভিক্ষার জন্ত গেছ্‌লাম মা! কেউ আশ্রয় দিলে না! তাই মা, প্রাণত্যাগ ক'র্তে প্রস্তুত হ'য়েছি।

লক্ষ্মী। ধিক্ নিষ্ঠুর হরি! ধিক্ নির্ম্মম! তুমি নয় অগতির গতি? তুমি নয় দীনবন্ধু! তবে এ আশ্রিত দীনের উপায় কি ক'র্লে? এতেই তোমায় লোকে দয়ার অবতার ব'লে থাকে! বলিহারী তোমায়। যাক্, বলি ইন্দ্র, তুমি এখন কি চাও?

ইন্দ্র। মাগো! তুই আমায় কি পদছায়া দিবি। কি আর চাই মা, এখন যে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে যাচ্চি।

লক্ষ্মী। না ইন্দ্র, আর তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমায় আশ্রয় দিচ্চি। আমি তোমায় রক্ষা ক'র্ব। দেখ্‌ব, সেই কপট হরিকে। শরণাগত আশ্রিতে যার দয়া নাই, তিনি কেমন ক'রে দীনবন্ধু নাম ধারণ করেন, তাই আজ দেখ্‌ব। তুমি আমার সঙ্গে এসে। তোমার আর কোন ভয় নাই। (স্বগত) কেন আমি হরিভক্তদ্বেষীকে ভাল বাস্‌ব না? হরি, তিনি আমায় কষ্ট দিতে পারেন, আর আমি কি তাঁর ভক্তকে কষ্ট দিতে পারি না? (প্রকাশ্রে) এস ইন্দ্র! (ইন্দ্রের হস্তধারণ)

ইন্দ্র। চল্ মা, তুই যার মা হ'লি, তার আর ভয় কি?

[সকলের প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক।

গোলোক।

বিষ্ণু আসীন।

বিষ্ণু। "অভিমানিনী সিন্ধুনন্দিনী ইন্দিরা অভিমানে বৈকুণ্ঠ-ভবন ত্যাগ ক'রেছে। আমিই মন্ত্রিকন্যা করুণার সহিত ধর্ম্মাঙ্গদের শুভবিবাহের প্রতিবাদী, এইটাই লক্ষ্মীর ধারণা। সেইজন্যই মানময়ীর আমার প্রতি অভিমান! রুক্মাঙ্গদের যজ্ঞস্থলে মানিনী একান্ত ক্ষুব্ধমনেই গিয়েছিল। তা আমি তা'র ম্লান মুখ দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। মানশীলা আমার সহিত একটী কথা পর্য্যন্ত কইলে না, তা'তে কি আমি তার মনোভাব বুঝতে পারি নাই। যাই হ'ক্, কিন্তু চিরানন্দময় বৈকুণ্ঠধাম মানময়ীর অদর্শনে নিরানন্দময় হ'য়ে র'য়েছে। সব অন্ধকারময়! তরু-লতাটী পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ! তাদের অভাব কি? লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগলরূপের অভাবই তাদের অভাব। হা পাগলিনি! আমি কি তোমার

অনুরোধ ভুলে নিশ্চিন্ত হ'য়েছিলাম? আমি তোমার অনুরোধ রক্ষার জন্য যে কত কৌশলজাল পেতে রেখেছি, তুমি তা কিরূপে বুঝ্‌বে? ধর্ম্মাঙ্গদের দেহ-পরিবর্ত্তন না ক'র্‌লে, মন্ত্রিকন্যার সহিত তার বিবাহ হ'তে পারে না; কাজেই ছদ্মবেশী বালকমূর্ত্তিতে রাণী ও রাজাকে ল'য়ে উর্ব্বশীর নিকট সকল কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌লাম। পরিবর্ত্তিত ধর্ম্মাঙ্গদকে সত্যজীবন নাম দিয়ে কৈলাসে পশুপতির নিকট রেখেছি। এ সব ঘটনা অভিমানী আমার কিছুই অবগত নয়—আর অবগত হ'লেই বা বৈকুণ্ঠ শূন্য ক'রে থাক্‌বে কেন? আর অভিমানিনী আমার প্রতি অভিমান ক'রে কি ক'র্‌ছে, তাকি আমি জান্‌তে পারি না? চতুরে! আমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হ'চ্চ? তুমি যে সর্ব্বদেবপরিত্যক্ত ইন্দ্রকে অহঙ্কার ক'রে অভয় প্রদান ক'রেছ, এই কি তোমার সমুচিত কার্য্য হ'য়েছে? যে পাপাত্মা হরিভক্তদ্বেষী, পরমন্দে যার প্রাণ সদা প্রধাবিত, পরসুখৈশ্বর্য্যে যার হিংসা, সেই দুষ্টের নির্য্যাতন না ক'রে তাকে আশ্রয়-প্রদান, এই কি নীতিপরায়ণা লক্ষ্মীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম?

লক্ষ্মীর ও ইন্দ্রের প্রবেশ।

লক্ষ্মী। না হরি, সেটী লক্ষ্মীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম হবে কেন? আশ্রিত শরণাগতকে পরিত্যাগ, এইটীই তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হ'য়েছে। ইন্দ্র দেবের অধিরাজ, তোমারও রাজা, প্রাণ-

ভয়ে ভীত, তাকে দূর ক'রে দেওয়া কি তোমার উচিত কার্য্য হ'য়েছে? কে বলে তুমি হরি অধমতারণ, কে বলে তুমি হরি, পতিতপাবন? কে বলে তুমি হরি অগতির গতি? এই ত তার পরিচয়? লক্ষ্মীর বড়ই অপরাধ যে, তুমি আশ্রিত শরণাগতকে পায়ে ঠেলেছ, সে অকূল বিপদসাগরে পড়ে নিরাশ্রয় হ'য়ে ভাসছিল, আমি মন্দভাগিনী লক্ষ্মী তাকে আশ্রয় দিয়েছি, এই ত আমার অপরাধ! কিন্তু ন্যায়বান্, বল দেখি, কোন্ ধর্ম্মে, কোন্ শাস্ত্রে, আশ্রিতকে পরিত্যাগ ক'রতে বলেছে? যে প্রাণভয়ে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা ক'র্‌লে, তুমি তাকে কোন্ মুখে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না বল্লে? ভক্তই তোমার শ্রেষ্ঠ হ'ল? স্বার্থই তোমার বড় হ'ল? তা হ'ক্, কিন্তু লক্ষ্মীর তা সহ্য হবে না। আমি ইন্দ্রের আশ্রয়দাত্রী। ইন্দ্র মা ব'লে আমার পায়ে কেঁদে প'ড়েছে, আমি তাকে রক্ষা ক'র্‌ব। কৈ দেখি, কোন্ পাপিষ্ঠ ইন্দ্রের অনিষ্ট ক'র্‌তে পারে? কৈ তোমার কত কোটী হরিভক্ত আছে, তারা আসুক, ইন্দ্রের রক্ষাকারিণী লক্ষ্মী বর্ত্তমানে ইন্দ্রের কে প্রাণ নষ্ট করে? তা হ'লে আর লক্ষ্মী নাম ধ'র্‌ব না! আর হরি-ভাবিনী ব'লে সংসারে কোন আখ্যা রাখ্‌ব না!

বিষ্ণু। ক্রুদ্ধ হ'য়ো না রমে! হরিভক্তদ্বেষীর ত্রিসংসারে কেহই রক্ষাকর্ত্তা হয় না। তুমি ইন্দ্রকে কিছুতেই রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না। সরলে! একবার সরল মনেই বুঝে দেখ দেখি,

ইন্দ্র ত সকলের নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা ক'রেছে, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব, পিতামহ ব্রহ্মা, এমন কি আমি স্বয়ং—কেউ কি আশ্রয় দিতে পেরেছে? আশ্রিত-রক্ষা পরম ধর্ম্ম হ'লেও ইন্দ্রের ন্যায় পাপাত্মাকে আশ্রয় না দেওয়া কোন মতে অধর্ম্ম হয় নাই।

লক্ষ্মী। তাহ'লে শাস্ত্রের যে পত্রে "আশ্রিত-রক্ষা পরম ধর্ম্ম" ব'লে বর্ণনা আছে, সেই পত্রগুলি ছিঁড়ে আগে সাগর-জলে ভাসিয়ে দাও, তার পর অন্য কথা ব'ল, সব শোভা পাবে নারায়ণ! নিজে চক্রী ব'লে মনে ক'র না যে, আমার চক্র কেউ ভেদ ক'র্‌তে পার্‌বে না। তাই, তুমি যথাসাধ্য রুক্মাঙ্গদের সাহায্য ক'র; তাতে আমি বিন্দুমাত্র কাতর নই। কিন্তু দেখ্‌বো হরি! আশ্রিত-রক্ষা-ধর্ম্মে আমার অদৃষ্টে কি আছে? ইন্দ্র এখন চল, স্বার্থপর হরির নিকট আর আমাদের থাক্‌বার প্রয়োজন নাই। (গমনোদ্যত)।

নেপথ্যে, জয় রুক্মাঙ্গদের জয়, জয় রুক্মাঙ্গদের জয়।

ইন্দ্র। (ভীতভাবে) ঐ মা এলো, ঐ মা এলো! রক্ষা কর্ মা, রক্ষা কর্! আর অব্যাহতির উপায় নাই। রক্ষা কর।

(কম্পন)

লক্ষ্মী। ছিঃ ইন্দ্র এত ভয়ে ভীত তুমি? তুমি না দেবাধিপতি! তুমি না অসুরারি নাম ধারণ কর?

ইন্দ্র। মা, যা ব'লছ, সকলই সত্য! কিন্তু মা, হরিভক্ত রুক্মাঙ্গদের শরের ন্যায় আমি আর কারও শরে ভীত নই।

ঐ মা, রথের ধ্বজা দেখা দিয়েছে! ঐ মা, তার শব্দভেদী বাণ! ঐ এলো! রক্ষা কর্ মা, রক্ষা কর্। (কম্পন)

লক্ষ্মী। তুমি আমার পশ্চাতে থাক, আমি তোমার রক্ষা-কবচ রূপে সম্মুখে রৈলাম।

দ্রুতপদে রুক্মাঙ্গদের প্রবেশ।

রুক্মাঙ্গদ। কৈ হরি! কৈ গদাধর! কৈ সেই পাপাত্মা দুরাচার ইন্দ্র! শুন্‌লাম গোলোকে সেই পাপিষ্ঠ আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে। কোথায় সেই ধূর্ত্ত অদূরদর্শী পরহিংসক যজ্ঞ-বিঘ্নকারী দুরাশয়! আজ পাপাত্মার প্রায়শ্চিত্ত প্রদান ক'রে যাবো। বলুন হৃষিকেশ! আর কাল-বিলম্বের সময় নাই। সৈন্যগণ আমার পশ্চাৎ অনুসরণ ক'র্‌ছে। এখনি শান্তিময় গোলোকের শান্তি ভঙ্গ ক'র্‌বে। তাই বলি, যা শুন্‌লাম, তাই কি সত্য? সত্যই কি দুরাচার প্রভুর শরণাগত? একি হরি, নিরুত্তর কেন? মা, আপনি ত প্রভুর সকল বিষয় অবগত আছেন, পুত্রের বাক্যের উত্তর দিন্। আর সময় নাই মা!

লক্ষ্মী। তোমাকে আবার কি উত্তর দিতে হবে? তোমার হরিকে তুমি জিজ্ঞাসা ক'রতে পার? অনধিকার চর্চ্চায় তোমার অধিকার নাই।

রুক্মাঙ্গদ। সে কি মা! মায়ের মুখে এমন দুর্ব্বাক্য কেন? মা ব'লে কাছে দাঁড়ালে মা কোথায় মিষ্ট-বাক্যে পুত্রকে সন্তুষ্ট ক'র্‌বে, তা না হ'য়ে রোষাভাষ কেন মা?

লক্ষ্মী। এ বাক্যের উত্তর একদিন পাবে। তোমার জিজ্ঞাস্য তোমার হরিকে জিজ্ঞাসা ক'রে যাও!

রুক্মাঙ্গদ। মা, আজ বড় মর্ম্মাহত হ'লাম। যাই হোক্, আর সময় নাই। জগন্নাথ! আমি আপনার অধীন, অধীনকে উত্তর দিন, সত্যই কি দুরাচার ইন্দ্র গোলোকে কারও আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে?

লক্ষ্মী। রুক্মাঙ্গদ! ইন্দ্র গোলোকে কারো নিকট আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে কি না, এ কথার অর্থ কি.?

রুক্মাঙ্গদ। অর্থ আর অপর কি মা! হরিভক্তদ্বেষী পাপাত্মা ইন্দ্রকে যে স্বয়ং শ্রীহরি আশ্রয় দিবেন না, তা আমি বিলক্ষণ জানি; তবে যদি গোলোকে কোন অপরিণাম-দর্শী মূর্খ থাকে, তা হ'লে তারই দ্বারা এই কার্য্য সম্ভবে! এই আমার জিজ্ঞাস্য মা!

লক্ষ্মী। তবে তুমি ব'লতে চাও, আশ্রিত শরণাগতকে অপরিণাম-দর্শী মূর্খগণই আশ্রয় প্রদান ক'রে থাকে; সাধু-পণ্ডিতের এ কার্য্য নয়, কেমন রুক্মাঙ্গদ!

রুক্মাঙ্গদ। না মা, আশ্রিত-রক্ষণ পরম ধর্ম্ম হ'লেও সে পাপিষ্ঠকে জীব-বাসের মধ্যে রাখা অনুচিত। তাকে আশ্রয় দেওয়া অজ্ঞেরই কার্য্য।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, তোমার শ্রীহরিই যদি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন?

রুক্মাঙ্গদ। তাই বলুন, আর আশ্রিতকে রক্ষা করুন।

লক্ষ্মী। এ যে অতি স্পর্দ্ধার কথা। তা হ'লে তুমি শ্রীহরিরও সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে ?

রুক্মাঙ্গদ। প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য তাও যদি আবশ্যক হয়, তাতে শ্রীহরিরই বা আপত্তি কি ?

লক্ষ্মী। মনে কর, শ্রীহরির অর্দ্ধাঙ্গিনী আমি লক্ষ্মীই যদি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি ?

রুক্মাঙ্গদ। তাহ'লে প্রতিজ্ঞা-পূরণে জন্য পিতারও যে গতি, আজ মাতারও সেই গতি হবে।

লক্ষ্মী। তবে তাই, আমিই ইন্দ্রকে আশ্রয় প্রদান ক'রেছি; তোমার সাধ্যমতে যা ইচ্ছা হয়, কর।

রুক্মাঙ্গদ। তবে পদধূলি দে মা ! (পদধূলি গ্রহণ) কৈ ইন্দ্র ! দুরাচার ! লুকায়িত র'য়েছ ? আজ তোকে রক্ষা ক'র্‌বার আর কেউ নাই। ব্রহ্মা হোন, বিষ্ণু হোন্, শূলধৃক্ বৃষ-বাহন হোন, যিনিই আসুন, আজ হরিভক্ত রুক্মাঙ্গদের হস্তে তোর পরিত্রাণ নাই। তবে রে দুরাচার—

(ইন্দ্রকে ধারণোদ্যত)

লক্ষ্মী। সাবধান রুক্মাঙ্গদ ! সাবধান ! সম্মুখে বিষধরী ফণিনী বর্ত্তমান, সর্পিণীর সন্তানের গাত্রে কার সাধ্য হস্তক্ষেপণ ক'র্‌তে পারে ? ইন্দ্র ! অস্ত্র আছে ? দাও, অস্ত্র দাও। (অস্ত্র গ্রহণ)। আয় দুরাচার ! আজ এই অস্ত্রেই তোর হরিভক্তির পূর্ণ-পরিচয় গ্রহণ করি। (হননোদ্যত)।

বিষ্ণু। সাবধান লক্ষ্মি ! অনেক কটূক্তি সহ্য ক'রেছি, আর না।

কৈ সুদর্শন! আজ ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে দেবো। আজ চন্দ্র-সূর্য্যের গতিপথ রোধ ক'র্‌ব। লক্ষ্মি! হরির ক্রোধানল আজ প্রজ্বলিত ক'রেছ, কর, কর! ইন্দ্রকে রক্ষা কর। কার সাধ্য আমার ভক্তাঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'রে। প্রলয়— অচিরায় প্রলয় হবে! সুদর্শন! সুদর্শন! (সুদর্শন গ্রহণ)

দ্রুতপদে ব্রহ্মা, মহাদেব, সাবিত্রী
ও দুর্গার প্রবেশ।

মহাদেব ও ব্রহ্মা। কর কি, কর কি হরি! ক্রোধ সম্বর! সম্বর! অকস্মাৎ যে প্রলয় ক'র্‌ছেন?

ব্রহ্মা। শ্রীনিবাস! রক্ষা কর! সৃষ্টিলোপ হয়।

দুর্গা ও সাবিত্রী। কর কি! কর কি ইন্দিরে, অস্ত্র ত্যাগ কর। কার সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হ'য়েছ?

দুর্গা। ছিঃ মা! প্রভুর বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ।

লক্ষ্মী। তবে দে মা, আশ্রিত-রক্ষা-ধর্ম্ম সংসার হ'তে তুলে দে মা! ইন্দ্র আমার আশ্রিত। দৈত্য-নাশিনি! দেব-জননী! মাগো! তবে এই নে মা, স্বহস্তে ইন্দ্রের বধসাধন কর্। নতুবা শক্তি-মহিমা লুপ্ত কর্। আর যেন কেউ—কোনও ভক্ত ভুলক্রমে মা ব'লে মায়ের পদ কখন না চায়। আর কখন যেন তারা "মা মা" ব'লে না ডাকে। "মা" নাম সংসার হ'তে উঠে যাক্।

দুর্গা। কেন মা, তার জন্য অনুতপ্ত হ'চ্চ? আমরা যখন সকলেই এসেছি, তখন আর ইন্দ্রের ভয় কি?

লক্ষ্মী। তাই মা, হ'ক্ দেখি! তোর অভয়-বাক্য তাই সত্য রূপে পরিণত হ'ক্ দেখি!

দুর্গা। তা না হ'লে তোর মা, এত হীনতেজা নয় যে, অভয়প্রাপ্ত ব্যক্তিকে রক্ষার্থে অস্ত্রধারণে বিমুখ হবে। বৎস রুক্মাঙ্গদ! তুমি ইন্দ্রের সমুদয় অপরাধ মার্জ্জনা কর। ইন্দ্র আমাদের আশ্রিত।

রুক্মাঙ্গদ। তুমি সম্মুখে, সত্য ব'ল্‌ছি, সে ক্ষমতা আর আমার নাই। যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে যে নরকে গতি মা! মা! তুমি আমায় অনুরোধ ক'র না।

দুর্গা। বৎস! ক্রোধান্ধ হ'য়ো না। ইন্দ্র যখন আমাদের শরণাগত, তখন ইন্দ্রকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য অবশ্য শ্রীহরি বা ভোলানাথের কথা ব'ল্‌তে পারি না, আমরা তাকে রক্ষা ক'র্‌ব। যদি ইন্দ্রের জন্য অস্ত্রধারণ ক'র্‌তে হয়, তাতেও কুণ্ঠিত নই।

রুক্মাঙ্গদ। মা, অতি সুখী হ'লেম। তাই এস, মাতাপুত্রের সংগ্রাম সংসার অনেক দিন দেখে নাই, তাই আজ দেখুক্। আমি ত তোর পুত্র; তবে তুই ও ভয় দেখালে পুত্র তাতে ভয় পাবে কেন মা! অবশ্যই রুক্মাঙ্গদ তোর পুত্র-নামের পরিচয় প্রদান ক'র্‌বে।

সাবিত্রী। রুক্মাঙ্গদ! তুমি আজ শ্রীহরির করুণায় ধর্ম্মবলে বলী এবং তুমি স্বয়ং পরম ধার্ম্মিক, কিন্তু বৎস! তোমার মুখে কি এরূপ তেজোগর্ব্ব বাক্য শোভা পায়?

মহাদেব। পায় বৈ কি মা সাবিত্রি! পায় বৈ কি। যদি তা না পেতো, তাহ'লে রুক্মাঙ্গদ আজ শ্রীহরির অতুল দয়ার অধিকারী হ'তে পার্‌তো না। তুমিও ত মা উপস্থিত, গৌরীর কথা শুন্‌লে ত? উনি বিবাদ মীমাংসা ক'রতে এলেন; কোথায় বিবাদ মীমাংসা ক'রে যাবেন, তা না ক'রে শেষে বিবাদের কথাই তুল্‌লেন! রণচণ্ডী নিজেই রণোন্মত্তা, তাতে সুমীমাংসা কিরূপে হ'তে পারে বল? নিজের গর্ব্বেই নিজে অধীরা, ওঁর গর্ব্বের প্রতি দৃষ্টি রাখ্‌লে চ'ল্‌বে কেন? উনিই বা রুক্মাঙ্গদের কি ক'র্‌বেন? উনি, নয় আপনি, নয় লক্ষ্মী এই তিনে রুক্মাঙ্গদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবেন, কিন্তু রুক্মাঙ্গদকে রক্ষা ক'র্‌তে কি ত্রিসংসারে কেউ নাই? হরি হরি হরি। তাই নয় হ'ক্ দুর্গে! হরিভক্ত রুক্মাঙ্গদকে তুমি কি ভয় দেখাও? রুক্মাঙ্গদ ক্ষত্রিয়, তাতে সে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ এবং স্বয়ং শ্রীহরি তার সহায়, আর আমি স্বয়ং শঙ্কর হরিভক্তের দাস সুতরাং শোন দুর্গে! রণে কেহই কম্পিত নয়।

গীত

কম্পিত নই দুর্গে আজি রণে, কিছু ভয় নাই মনে।
তুমি যেমন রণাঙ্গিনী, রণ পেলে উলাঙ্গিনী,
তেমনি হরি চক্রপাণি ভক্তকারণে॥

তাই বলি হে খণ্ডাশিবে মুণ্ডমালিনি,
গণ্ডগোলে নাই প্রয়োজন চণ্ডঘাতিনি,
লও শেল শূল তোমর জাঠা, কেঁপেছে আজ শিবের জটা,
ভেদ করিব ব্রহ্মাণ্ডটা শূল-বিষাণে ॥

দুর্গা। কেউ কম্পিত নয় শঙ্কর, কেউ কম্পিত নয়। তাই হরিভক্তকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য আপনারা যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। কৈ মা লক্ষ্মি! কৈ মা সাবিত্রি! আজ শক্তি-মাহাত্ম্য দেখাও। শঙ্করের বৃথা অপমান আর সহ্য হয় না! ইন্দ্র, তোমায় আমরা অভয় দিলাম। এস মা, যে যার অস্ত্র গ্রহণ কর।

বিষ্ণু। অতি উত্তম! আজ তোমার বাসনাই পূর্ণ হ'ক্‌। মহেশ্বর! পিতামহ! আর নিরস্ত থাক্‌বেন না। আজ শক্তিসংগ্রামে নিরস্ত থাক্‌লে, হরিমাহাত্ম্য চিরদিনের মত লুপ্ত হবে। কৈ সুদর্শন! (সুদর্শন গ্রহণ)।

মহাদেব। আয় রে পিণাক। (পিণাক গ্রহণ)।

দুর্গা। কৈ শক্তি! (শক্তি গ্রহণ)।

সাবিত্রী। এস শক্তি। (শক্তি গ্রহণ)।

লক্ষ্মী। এস খড়্গ! (খড়্গ গ্রহণ) হরি, আজ তোমায় আমায় সংগ্রাম।

রুক্মাঙ্গদ। আয় মা, আমি প্রস্তুত। (পরস্পর যুদ্ধোদ্যত।

ব্রহ্মা। এ কি সকলেই যে রণমদে বিভোর! ক্রোধে দিগ্বিদিক্‌ শূন্য! সাধের সৃষ্টি বুঝি এতদিনে যায়! একি জগৎপালয়িত্রি!

মাগো! আজ আবার এ কি মূর্ত্তি মা! শিবে! ভীমা ভয়ঙ্করা অসুরনাশিনী কলেবর শীঘ্র সম্বরণ কর মা। আতঙ্কে প্রাণ যায়! পায়ে ধরি, রক্ষা কর মা! সাধের সৃষ্টি রক্ষা কর! (পদধারণ)

দুর্গা। ছিঃ ছিঃ পিতামহ! কার পদে পতিত হ'চ্চেন? আচ্ছা, আমি আপনার কথায় ক্রোধ শান্ত ক'র্‌লাম। কিন্তু আপনি এর মীমাংসা করুন। কেমন মা লক্ষ্মি! তা হ'লে তোমার মনঃকষ্ট হবে না ত?

লক্ষ্মী। না মা, তাতে আর দুঃখ কি? পিতামহ! আপনি এর সুবিচার করুন। ইন্দ্র আমার আশ্রিত;

বিষ্ণু। তাতে আর আপত্তি কি? পিতামহের প্রতিই আমাদের সব ভার ন্যস্ত করা হ'ল। পিতামহ! আপনি এখন এর বিচারক।

ব্রহ্মা। (স্বগত) এ অতি কঠিন সমস্যা! রুক্মাঙ্গদ ঘোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। ইন্দ্রও প্রাণভয়ে ভীত, লক্ষ্মীর আশ্রিত; উপস্থিত আদ্যাশক্তি তার প্রতি সদয়। রুক্মাঙ্গদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণের জন্য যুদ্ধ অতি আবশ্যক। (প্রকাশ্যে) আমার মতে সমস্ত দেবদেবীগণ নিরপেক্ষভাব অবলম্বন কর। আমাদের সম্মুখে ন্যায়ভাবে ইন্দ্র ও রুক্মাঙ্গদ যুদ্ধে লিপ্ত হ'ক্। কারণ, রুক্মাঙ্গদ প্রতিজ্ঞায় বাধ্য। আরও বিশেষ কথা, যখন সামান্য মানব ইন্দ্র সহ যুদ্ধ প্রার্থী, তখন ইন্দ্র যদি তার সে বাসনা পূর্ণ না করেন, তা হ'লেই বা তিনি কিরূপে দেবসিংহাসনে ব'স্‌বার উপযুক্ত হবেন, তাহা এক্ষণে দেবগণের বিবেচ্য।

সকলে। উত্তম, অতি উত্তম।

ব্রহ্মা। কেমন পুরন্দর! তোমার এতে মত কি?

ইন্দ্র। ন্যায়যুদ্ধে দোষ কি? তাই আপনারা দেখুন, আজ দেবাধিপতি ইন্দ্রের পরাক্রম কতদূর? আয় রে অদূরদর্শী মানব! এবার তোর বাসনা নির্ব্বাণ করি আয়! ইন্দ্র ন্যায়যুদ্ধে কারেও ভয় করে না। আমি প্রাণভয়ে লুক্কায়িত হই নাই, কেবল অন্যায়ের ভয়ে লুক্কায়িত ছিলাম। এখন ন্যায়পথ পেয়েছি, এস পথিক! ন্যায়পথে প্রবেশ কর।

রুক্মাঙ্গদ। হাঃ হাঃ (হাস্য) ইন্দ্র! আজ কথা শুনে সন্তুষ্ট হ'লাম। এস ন্যায়বান্! তোমার ন্যায়যুদ্ধের পরাক্রম কতদূর দেখা যাক্। প্রথম তোমার ন্যায়ব্যবহার বুঝেছিলাম, যখন তুমি পাপ শনিকে ব্রাহ্মণবেশে আমার গৃহে প্রেরণ কর। দ্বিতীয়বার বুঝেছিলাম, যখন তুমি অপ্সরাগণকে কাননমধ্যে প্রেরণ ক'রে আমায় সত্যপাশে বন্দী করাও। তৃতীয়বার বুঝেছিলাম, যখন তুমি অলক্ষে যজ্ঞস্থলে পুনঃ পুনঃ বজ্রক্ষেপণ কর! এইবার চতুর্থবার। তোমার ন্যায়ব্যবহার কোন্‌টা নয়? যখন তুমি শিষ্যভাবে গুরুগৃহে গিয়ে গুরুপত্নী হরণ কর, তখন হ'তেই ত তোমার ন্যায়ভাব শিক্ষা করা। এখন এস ন্যায়বান্! তোমার ন্যায়-কীর্ত্তিই ভালরূপে দেখাও, রুক্মাঙ্গদ তাতে ভীত নয়। যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, আজ সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'র্‌ব, ক'র্‌ব, ক'র্‌ব।

ইন্দ্র। আয় দুরাচার! (উভয়ে যুদ্ধ ও ইন্দ্রের পরাজিত হওন)

রুক্মাঙ্গদ। ওরে পাপিষ্ঠ! এবার তুই কার? হে দেবমণ্ডল! হে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহগণ! আপনারা সকলে সাক্ষী থাকুন, রুক্মাঙ্গদ যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিল, আজ সর্ব্বজনসমক্ষে পাপিষ্ঠ ইন্দ্রের বধ সাধন ক'রে, সেই প্রতিজ্ঞাপাশ হ'তে মুক্ত হব। আপনারা সকলে অনুমতি দিন। রে দুরাচার!

দুর্গা। বৎস রুক্মাঙ্গদ! আমি তোমার যুদ্ধদর্শনে অতিশয় তৃপ্তি-লাভ ক'র্‌লাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ধর্ম্মে মতি হ'ক্। এক্ষণে আমার অনুরোধে তুমি আমার ইন্দ্রকে ভিক্ষা প্রদান কর।

ব্রহ্মা। বৎস রুক্মাঙ্গদ! আমারও তাই ভিক্ষা।

লক্ষ্মী। বৎস! আমি তোমার ব্যবহারে পরম তুষ্ট! আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি, আমি তোমার গৃহে অচলভাবে অবস্থান ক'র্‌ব। এক্ষণে তুমি আমার আশ্রিত ইন্দ্রকে ভিক্ষা দান কর।

সাবিত্রী। সমস্ত দেবেরই তাই প্রার্থনা বৎস।

মহাদেব। যখন সকলেরই তাই মত, তখন আমিও সেই যাচ্ঞা ক'র্‌ছি; তুমি ইন্দ্রটীকে আমাদের ভিক্ষা দাও।

বিষ্ণু। কি ক'র্‌বে বৎস! সকল সময় সকলে বুদ্ধি-বিবেচনার কার্য্য ক'র্‌তে পারে না, এক্ষণে তুমি ইন্দ্রকে ভিক্ষা দান কর।

রুক্মাঙ্গদ। যদিও ইন্দ্রকে সকল দেবদেবীর কথায় ভিক্ষা দিতে পার্‌তাম, কিন্তু আপনি যখন নিজে জগৎপিতা হ'য়ে আজ

ইন্দ্রের প্রাণ ভিক্ষা ক'রছেন, তখন ইন্দ্রকে কিছুতেই ভিক্ষা দেব না। হরি! তোমায় কেন ভিক্ষা দেব? এ ভিখারী যে তোমার নিকট বঞ্চিত! অগ্রে ভিখারীকে ভিক্ষা দাও, তার পর যে ভিক্ষা চাইবে, তাই পাবে।

বিষ্ণু। তোমায় অদেয় কি আছে রুক্মাঙ্গদ! তোমার সকল বাসনাই পূর্ণ হবে।

রুক্মাঙ্গদ। তবে ইন্দ্রকে গ্রহণ করুন। কিন্তু আমার একটী নিবেদন, আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণের জন্য আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে একটী শাস্তি-প্রদান ক'রব, তাতে আপনারা প্রতিবাদ ক'র্‌বেন না। অনুমতি করুন।

সকলে। তথাস্তু।

রুক্মাঙ্গদ। (ইন্দ্রকে প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে) প্রণাম করি দেবরাজ। দাসকৃত যত অপরাধ বিস্মৃত হ'ন্। দাস কর্ত্তব্যানুরোধে আপনাকে একটী শাস্তি দিবে, মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। আপনার আমার প্রতি শত্রুতা ক'র্‌বার কি কারণ ছিল? পাছে আমি ব্রত পূর্ণ ক'রে আপনার ত্রিদিব-সিংহাসন অধিকার করি, কেমন? তাই যাতে ব্রত পূর্ণ না ক'র্‌তে পারি, সেই চেষ্টাই আপনার প্রধান হয়। যাই হ'ক্, আজ শ্রীহরির কৃপায় আমার সে ব্রত পূর্ণ হ'য়েছে, এখন অযোধ্যা ও স্বর্গ রাজ্য আমার। কিন্তু পুরন্দর! প্রাণের কথা বলি শুনুন্! বিষয়-ঐশ্বর্য্য-বর্দ্ধনের জন্য আমি ব্রতানুষ্ঠান করি নাই, শ্রীকান্তের পদপ্রান্ত লাভই

আমার ব্রতের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, এখনও সেই উদ্দেশ্য। অতএব আপনাকে আর কি শাস্তি দেব, আপনি আমার অযোধ্যা-রাজ্যসহ এই স্বর্গ রাজ্য গ্রহণ ক'রে চিরদিন দুর্ব্বিষহ বিষয়-ভার বহন করুন। আর আমি বিষয়-বাসে বাস ক'র্‌ব না।

সকলে। সাধু, সাধু, সাধু।

ইন্দ্র। বৎস রুক্মাঙ্গদ! আর লজ্জা দিও না। আমি তোমার হরিভক্তির প্রবল স্রোতে তৃণের ন্যায় ভেসে ভেসে বেড়াচ্চি। এক্ষণে আমার একটী অনুরোধ তুমি রক্ষা কর। বল ক'র্‌বে?

রুক্মাঙ্গদ। প্রভুর আজ্ঞা দাসের অলঙ্ঘ্য।

ইন্দ্র। এস রুক্মাঙ্গদ! উভয়ে সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হই। (পরস্পর আলিঙ্গন)। এক্ষণে তোমার অযোধ্যারাজ্য গ্রহণ ক'র্‌লাম। কিন্তু আমি স্ব ইচ্ছায় প্রসন্নমনে তোমায় তা পুনঃ প্রদান ক'র্‌ছি, তুমি আর পুনরুক্তি না ক'রে পুনঃ গ্রহণ কর। ইহাই আমার অনুরোধ।

সকলে। সাধু, সাধু, সাধু,।

রুক্মাঙ্গদ। প্রথমেই ব'লেছি, আপনার আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য।

সকলে। সাধু, সাধু, সাধু,।

লক্ষ্মী। তাই ত কিসের কোলাহল উঠ্‌ল!

রুক্মাঙ্গদ। বোধ হয়, আমার সৈন্যগণ এই দিকে আস্‌ছে! অনুমতি করুন, আমি উচ্ছৃঙ্খলিত সৈন্যগণকে পুনর্নিবৃত্ত ক'রে আসি। (গমনোদ্যত)।

বিষ্ণু। না বৎস! আর যেতে হবে না।

বিদূষক, সন্ধ্যাবতী, মন্ত্রী, সত্যজীবন, করুণা ও গরুড়ের প্রবেশ।

গরুড়। ভেলা-ঠাকুর, ভেলা, ভেলা! কোথায় অযোধ্যা, কোথায় কৈলাস আর কোথায় মন্দাকিনী তীর? এক দণ্ডে কি এত পরিভ্রমণ করা যায়? একি পারা যায় গা! এতই যদি মনে ছিল, তাহ'লে একটুকু আগে ব'ল্লেই হ'ত! এই লও তোমার অযোধ্যার রাণী সন্ধ্যাবতী, এই লও রাজ-মন্ত্রী, এই লও তোমার বিদূষক, এই লও তোমার পরিবর্ত্তিত ধর্ম্মাঙ্গদ, এই লও তোমার বিয়ে পাগলী করুণা! এখন কি ক'র্‌বে কর।

রুক্মাঙ্গদ। প্রভো! এ যে আশ্চর্য্য দেখ্‌ছি! এই যে বৎস ধর্ম্মাঙ্গদ। বাবা ধর্ম্মা—

বিষ্ণু। না বৎস! এ তোমার ধর্ম্মাঙ্গদ হবে কেন? তাকে ত উর্ব্বশীর নিকট বলি দিয়েছ। ধর্ম্মাঙ্গদের মৃত্যু হ'য়েছে, এ তার পরিবর্ত্তিত দেহ, নাম সত্যজীবন।

রুক্মাঙ্গদ। লীলাময়! লীলা আমি কি বুঝ্‌ব? এই যে প্রিয়ে দয়াবতী।

বিষ্ণু। দয়াবতী না সন্ধ্যাবতী?

রুক্মাঙ্গদ। সত্য, আমার আদরের নাম দয়াবতী?

বিষ্ণু। আমারও আদরের নাম সত্যজীবন। বৎস! আর

কেন, তোমার অনুমান সত্য। আমি তার পুনর্জীবন দান ক'রেছি। লও লক্ষ্মি! অভিমানিনি! এত অভিমান কেন? এই লও তোমার সাধের কন্যার মনোমত স্বামী। এখন আমায় অব্যাহতি দাও।

লক্ষ্মী। সাধে কি হরি তোমায় বলি চক্রধারী? কত দূরের জল কত দূরে নিয়ে এসে মিশালে বল দেখি?

বিষ্ণু। তুমিও লক্ষ্মী কতদূরের ঝগড়া, কোথায় নিয়ে এলে বল দেখি?

লক্ষ্মী। আর কেন নাথ! এবার আমার মনের আশা পূর্ণ করি। আজ আমি সকল দেব-দেবীর নিকট আমার সাধের মেয়ের বিয়ে দেব। গরুড়! আর একটী সিংহাসন ল'য়ে এস।

গরুড়। সবই প্রস্তুত মা!

লক্ষ্মী। এস নব বর-বধূ, এই সিংহাসনে উপবেশন কর। (বর-বধূর উপবেশন)। এতক্ষণে আমার সকল মনঃকষ্ট দূর হ'ল। কেমন পাগ্‌লী মেয়ে! হ'ল ত?

রুক্মাঙ্গদ। আজ আর আনন্দের সীমা নাই! তবে এইবার শেষ ভিক্ষা! ঐ বেশে—ঐ বেশে প্রেমের রাজা নটনারায়ণ, ঐ বেশে গোলোকের সিংহাসনে দাঁড়াও। দেখি দেখি, একবার বিনোদরূপ দেখি। প্রিয়ে এস! আমার নিকট সেই মূর্ত্তি—এস, ঐ দেখ স্বপ্ন এখন সত্য—ছায়া এখন কায়া! দাঁড়াও, দাঁড়াও নাথ!

সকলে। দাঁড়াও, দাঁড়াও নাথ!

(লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগলমিলন।)

রুক্মাঙ্গদ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, সব. যুগল যুগল ভাবে দাঁড়াও। আনন্দের সমষ্টি হ'ক্, প্রেমের প্রস্রবণ ব'ক্, ভক্তির ত্রিধারা প্রবাহিত করি।

(হর-দুর্গা ও ব্রহ্মা সাবিত্রীর যুগলমিলন)

প্রিয়ে দেখ দেখ! একবার দেখ! ব্রহ্মা-সাবিত্রীর যুগল-মিলন! দেখ দেখ! হর গৌরীর সংযোজন! আ মরি মরি! গোলোকের কি নিত্যভাব! আ মরি মরি রে। কৈলাসের কি আনন্দ-নিকেতন! আ মরি মরি রে! ব্রহ্মলোকে কি ব্রহ্মানন্দ। সত্ত্ব, রজ, তমঃ একত্র সংমিশ্রণ! কে কোথায় আছিস ভাই, ছুটে আয়! কি ছার রাজ্যসুখ, কি ছার বিষয়-বৈভব। কি ছার মায়ার প্রলোভন! রাণি রাণি! একবার দেখ। হৃদয়ে ঐ ছবি তুলে লও। নয়ন মুদে ধ্যানের ছবি ধ্যানে লও। আ মরি মরি! কি অনুপম রূপ-মাধুরী। (নয়ন মুদ্রিত করিয়া উপবেশন)।

বিষ্ণু। যাও বৎস! এবার অযোধ্যায় যাও।

রুক্মাঙ্গদ। না, আর সেখানে যাব না।

বিষ্ণু। আমার আদেশ।

রুক্মাঙ্গদ। তবে ভিক্ষা।

বিষ্ণু। কি চাও?

রুক্মাঙ্গদ। অযোধ্যায় এই মিলন নিত্যদর্শন ক'র্ব।

বিষ্ণু। তুমি মাত্র দেখ্‌তে পাবে।

রুক্মাঙ্গদ। আর বাবা, যজ্ঞেশ্বর! পুত্রভাবে এতদিন থেকে, আজ কেন এ নিগ্রহ?

বিষ্ণু। অবশ্য এ বাসনা আমি পূর্ণ ক'র্‌ব। আমি অঙ্গীকার ক'রছি, তোমার বংশে আমি রাজা দশরথের ঔরসে নরলীলায় অবতীর্ণ হব। রুক্মাঙ্গদ, ঐ বৎস! তোমায় অযোধ্যার ল'য়ে যাবার জন্য হরিভক্ত বালকগণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে এই দিকে আস্‌ছে।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

হরিভক্ত বালকগণের প্রবেশ।

গীত

দেখ দেখ,দেখ্ দেখ্ রে দেখ্ চাঁদে চাঁদে ধরাধরি।
কালাচাঁদের বামে ভাসে সোণার চাঁদ চাঁদে চাঁদে লুকোচুরি॥
চাঁদের হাটে চাঁদের ছটা চাঁদের বেচা কেনা,
চাঁদের ছটা ছড়িয়ে দেছে যায় না চাঁদে চেনা,
(এ চাঁদ কোন চাঁদ রে, অকলঙ্ক এ প্রেমচাঁদ যে)
এ চাঁদের নাই উপমা, চাঁদে চাঁদে কি মাধুরী।
চাঁদের কিরণ মাখ্‌বি যদি আয় রে ছুটে আয়,
চাঁদের সুধা যায় রে ঝরে পিও পিপাসায়,
(নেরে নে চাঁদের সুধা, হরি ব'লে মিটাও ক্ষুধা)
কালাচাঁদের প্রেমে মেতে বল্ রে তোরা হরি হরি।

যবনিকা পতন।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ

বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, যম, পবন, বরুণ, শনি, গরুড়।

বশিষ্ঠ, গর্গ ও প্রস্ম (ঋষিগণ)।

যজ্ঞেশ্বর	...	ছদ্মবেশী বিষ্ণু।
রুক্মাঙ্গদ	...	অযোধ্যার রাজা।
ধর্ম্মাঙ্গদ	...	রুক্মাঙ্গদের পুত্র।
সত্যজীবন	...	পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত ধর্ম্মাঙ্গদ।

মন্ত্রী, বিদূষক, হরিভক্ত বালকগণ ও বৈষ্ণবগণ ইত্যাদি।

—[০:✲:০]—

স্ত্রী

দুর্গা, সাবিত্রী, লক্ষ্মী, হরিভক্তি।

উর্ব্বশী তিলোত্তমা, রম্ভা ও মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ।

সন্ধ্যাবতী	...	অযোধ্যায় রাণী বা রুক্মাঙ্গদের স্ত্রী।
করুণা	...	মন্ত্রীকন্যা।
রাইধোপানী	...	বিদূষকের উপপত্নী।

রুক্মাঙ্গদ রাজার হরিবাসর।

[পৌরাণিক নাটক]

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মথুর সাহা ও নীলকান্ত দাসের যাত্রায় অভিনীত)

তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৯১৫

মূল্য ১৷৹ পাঁচসিকা।

কল্যাণপুর, হাওড়া, পশুপতি প্রেস
শ্রীরাজকুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত